ই. স. তুর্গেনেভ

বসন্তপ্লাবন





॥ অনুবাদক ॥
শ্রীসরোজকুমার দত্ত

॥ প্রচ্ছদপট শিল্পী ॥
শ্রীসূর্য্য রায়

॥ মুদ্রাকর ॥
এস. দে
হিন্দ পেপার প্রিণ্টার্স
৭।১।১ লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা-১৪

॥ প্রকাশক ॥
ঈস্টার্ন ট্রেডিং কোম্পানীর পক্ষে
শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
৬৪-এ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা-১৩

॥ সাইজ ৮×৫½ ইঞ্চি, ১৯৬ পৃষ্ঠা, স্মল পাইকা টাইপ।

মূল্য—দুই টাকা পঁচাত্তর নয়ে পয়সে

প্রথম সংস্করণ ১৯৫৭



অনুবাদকের বক্তব্য

ইভান তুর্গ্যেনেভের নাম আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত। উনিশ শতকের রুশসাহিত্যের তথা বিশ্বসাহিত্যের একজন দিক্‌পাল ছিলেন তিনি।

রুশ-সাহিত্যবিকাশের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট স্তরে তুর্গ্যেনেভের আবির্ভাব হয়। পুশকিন, লার্মেন্তভ, গগোল তখন জীবনধর্ম্মী কথাসাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন সুসম্পন্ন করেছেন। মুষ্টিমেয় অভিজাত বুদ্ধিজীবীর রুচি ও খুশমাফিক সাহিত্যরচনার দিন এঁরা শেষ করেছেন এবং এঁদের হাতে সাহিত্য বিপুল ও বিচিত্র জনজীবনের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। ঠিক একই সময় এঁদেরই পাশে, রুশসাহিত্য তথা বিশ্বসাহিত্যের আকাশপটে, চোখ-ধাধাঁনো দীপ্তি নিয়ে একটি নতুন নক্ষত্র ফুটে উঠল—ইভান তুর্গ্যেনেভ।

'জাপিস্কি অখতনিকা' (*A Hunter's Sketches*) বইখানিই প্রথম তুর্গ্যেনেভের নাম সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে পরিচিত করে তোলে। ভূমিদাসত্ব-প্রপীড়িত রুশ পল্লীজীবনের এই কাহিনীগুলি সাহিত্যে একটি নতুন দিকের সন্ধান দেয়। কিন্তু ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনসৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে বইখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক গ্রেপ্তার ও নির্ব্বাসিত হন।

এর পর কয়েক বছরের মধ্যেই পরপর প্রকাশিত হয় 'রুদিন', 'দ্ভরি-য়ানস্কোইয়ে গ্নেজদো' (*A Nest of the Gentry*), 'নাকানুনে' (*On the Eve*) এবং 'অৎসি ই দেতি', (*Fathers and Sons*)। এই কয়খানি উপন্যাসের মধ্যে রুশ সমাজজীবনের একটি সমগ্র যুগ প্রতিফলিত হয়ে ওঠে। 'রুদিন' ও 'এ নেস্ট অব দি জেন্ট্রি' উপন্যাসে তুর্গ্যেনেভ গত শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের রুশিয়ার উদারপন্থী বুদ্ধিজীবিশ্রেণীর এক নিখুঁত বাস্তব ছবি উপস্থিত করেন। এরা প্রতিভাবান, হৃদয়বান ও

আদর্শবাদী; কিন্তু ভাববাদী দর্শনেব প্রভাবে বাস্তবেব সঙ্গে, চাবিপাশের জনজীবনেব সঙ্গে এদেব কোন সংযোগ ছিল না। তুর্গেনেভ দেখালেন, এদেব এবং এদেব যুগেব ট্র্যাজেডি এখানেই। এদেব ধাব ছিল, ভাব ছিল না। এবা ছিল এমন ফুল যাদেব ফল হবার সাহস ছিল না।

'এ নেস্ট অব দি জেন্ট্রি' উপন্যাসখানি প্রকাশিত হবাব সঙ্গে সঙ্গেই অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ কবে। এই বইযে তুর্গেনেভ দেখালেন, জনজীবনেব সঙ্গে, মাটির সঙ্গে, বাস্তবেব সঙ্গে সংযোগস্থাপন না কবলে প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবিশ্রেণীব পবিত্রাণেব কোন পথ নেই। 'রুদিন' ও 'এ নেস্ট অব দি জেন্ট্রি' এই দু'খানি উপন্যাসেই তিনি দেখালেন ভূমিদাসদেব মেহনতে বেঁচে থাকা অভিজাতশ্রেণীব দিন শেষ হযে আসছে এবং গণতান্ত্রিক দৃষ্টিসম্পন্ন নতুন যুগেব নতুন তরুণেবা তাদের স্থান নেবাব জন্য এগিযে আসছে।

ভূমিদাসপ্রথা বদ হবাব ঠিক আগে বেবোল 'অন দি ইভ' এবং 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স'। তখন দেশে একটা বিপ্লবেব পবিস্থিতি ঘনিযে আসছে। এখানে একটা কথা বলা দবকাব। বাজনৈতিক মতবাদেব দিক থেকে তুর্গেনেভ ছিলেন নবমপন্থী, এমনকি বাজতন্ত্রেব সমর্থক। কিন্তু সত্য ও বাস্তবেব প্রতি সাহিত্যিক হিসাবে তাঁব নিষ্ঠা এত প্রবল ছিল যে, মতবাদেব বিপবীত বক্তব্যই ধ্বনিত হযে উঠেছে তাঁব সাহিত্যে। সাহিত্যে তাঁব সৃষ্টি তাঁর মতকে বারবাব খণ্ডিত কবেছে। 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্স' তুর্গেনেভেব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সমসাময়িক বাজনীতিই হচ্ছে এই উপন্যাসেব বিষযবস্তু ও পটভূমিকা। নাযক বাজাবভ গণতান্ত্রিক প্রগতিশীলতাব প্রতীক। তাকে নতুন যুগেব বিদ্রোহী যৌবনেব প্রতীকমূর্ত্তিও বলা চলে।

এব পব প্রকাশিত হয 'স্মোক' ও 'ভার্জিন সযেল'। সাহিত্য সমালোচকেবা লক্ষ্য কবেছেন—তুর্গেনেভেব 'ভার্জিন সযেলই' রুশ-সাহিত্যেব প্রথম উপন্যাস যাব মধ্যে শ্রমিকশ্রেণীব প্রতিনিধি চবিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ কবেছে। যদিও তখন রুশিযাতে শ্রমিক-আন্দোলন খুবই প্রাথমিক অবস্থায়, তবু এর বিপুল সর্ব্বগ্রাসী ভবিষ্যৎ তুর্গেনেভ যেন মানসচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। এই চরিত্রটি সম্পর্কে তিনি লিখে গেছেন, "ভবিষ্যতের

নেতা পাভেলের চরিত্রকে আমার আরও স্পষ্ট করে ফুটিয়ে তোলা উচিত ছিল, কিন্তু এই চরিত্রের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কালে...সে কোন নতুন নভেলের নায়ক হবে।" গর্কির 'মা' উপন্যাসের 'পাভেলের' মধ্যে তুর্গেনেভের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল।

'ভেশনিয়ে ভদি' (*Spring Torrents*) শেষ বয়সের রচনা। ১৮৭১ সালে জার্ম্মানীতে বসে এই ছোট উপন্যাসখানি তিনি রচনা করেন। এ এক আশ্চর্য্য প্রেমের গল্প ও মর্ম্মান্তিক ট্র্যাজেডি। এ ট্র্যাজেডি তদানীন্তন রুশ-সমাজের আদর্শবাদী, উদারদৃষ্টি, নিষ্কলঙ্ক তরুণসম্প্রদায়ের। সানিন এই সম্প্রদায়েরই প্রতীক। শিক্ষা ও দেশভ্রমণ সেরে জীবনে প্রবেশ করার মুখে সে দেখল তার সম্মুখে সহজ, সুন্দর, নিষ্কলুষ সুখের সীমাহীন সম্ভাবনা—কিন্তু তার পিছনেই লুকিয়ে রয়েছে যে মহাসর্ব্বনাশের অতল গহ্বর, তা সে দেখতে পেল না। বাস্তবজ্ঞানহীন স্বপ্নবিলাসীর আত্মঘাতী অসাবধানতায় পা ফসকে সে ভূমিদাসশ্রমভুক রুশ অভিজাত সমাজের নরকের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়ে শেষ হয়ে গেল। নিষ্কলঙ্ক, স্বপ্নবিহ্বল প্রথম যৌবনের অতর্কিত মহাসর্ব্বনাশের প্রচণ্ডতায় স্তম্ভিত হয়ে থাকতে হয়। পরিণত প্রতিভার স্বচ্ছন্দ অবলীলা নিয়ে লেখক এই মর্ম্মভেদী উপন্যাস রচনা করেছেন। যৌবনের সামনে নেশাগ্রস্ত সুখস্বপ্ন ও নেশাগ্রস্ত ধ্বংসের রূপ তিনি সমান দক্ষতার সঙ্গে এঁকে গেছেন। যৌবনের ধ্বংস-স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে অনুতাপবিদীর্ণ জীর্ণ বুকের এক পাঁজর-কাঁপানো হাহাকারের মধ্যে এই উপন্যাস যখন শেষ হয়ে যায়, তখন বাঙালী পাঠকের মনে পড়ে—"জীবন প্রবাহ বহি কালসিন্ধু পানে ধায় ফিরাব কেমনে?"

যৌবনের প্রারম্ভে জীবনের প্রবেশদ্বারে রুশ তরুণ সানিনের জীবনে এল দুই তরুণী—জেম্মা ও পলোজোভা। জেম্মা সৌন্দর্য্য, সুষমা, প্রেম ও চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রতীক। সে কল্যাণী। পলোজোভার সৌন্দর্য্যে কামনার আগুন, সে কামকলাসুনিপুণা অভিজাত ধনীকন্যা, সে মোহিনী। নিষ্কলঙ্ক সুস্থ সুন্দর তরুণদের কামকলায় মুগ্ধ করে সে নিজের লালসা চরিতার্থ করে, এবং সেই লালসার আগুনে তাদের পুড়িয়ে মারাই তার নেশা

ও পেশা। এই দুই নারীর যে তুলনামূলক চিত্র তুর্গ্যেনেভ এঁকেছেন, মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা ও শিল্পদক্ষতায় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। অথচ সানিন ও পলোজোভার আলাপ ও আসঙ্গ বর্ণনায় কোথাও একটু স্থূলতার আশ্রয় নেননি।

ভাষা ও শিল্পশৈলীর দিক থেকে এই উপন্যাসখানিকে এক অভিনব কাব্যোপন্যাস বলা চলে। সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায এই রচনার প্রতিটি ছত্র ঝঙ্কৃত। এমনকি রতি-উন্মাদিনী মোহিনী পলোজোভার পাশব উল্লাস ও আরণ্যক উদ্দামতা বর্ণনার মধ্যেও এক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যলোক সৃষ্টি করেছেন তুর্গ্যেনেভ। নির্ম্মম সমাজবাস্তবতাব সঙ্গে সৌন্দর্য্য ও কাব্যময়তার এমন নিখুঁত সংমিশ্রণ একমাত্র দিক্‌পাল শিল্পীদের সৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। এই দিক দিয়ে উপন্যাসখানি সত্যই অভিনব।

পূর্ব্বেই বলেছি, এই উপন্যাস তুর্গ্যেনেভেব পরিণত প্রতিভার সৃষ্টি। একে এর শিল্পকর্ম্ম অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পরিমিত, তার উপর রুশ না জানায় আমাকে ইংরেজী তরজমা থেকে তরজমা করতে হযেছে। আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, আমি আমার যথাসাধ্য কবেছি এবং প্রকাশকের পক্ষ থেকে আমার তরজমাকে প্রযোজনমত মূল রুশের সহিত মিলিযে সংশোধন করে নেওয়া হযেছে। মূলের রসের ও মর্ম্মবস্তুর অক্ষুণ্ণতার প্রশ্ন বাদ দিলেও ভুলত্রুটি নিশ্চযই অনেক রযে গেছে। কেউ যদি এদিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তবে আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

সরোজকুমার দত্ত

এত সুখের দিনগুলি
এত আনন্দের বছরগুলি
বসন্তের বরফগলা স্রোতের মত
বয়ে চলে গেছে।

পুরানো গান

তিনি যখন তাঁর পড়ার ঘরে ফিরে এলেন তখন রাত্রি একটা বেজে গেছে। চাকরেরা বাতি জ্বালিয়ে দিতে এল, কিন্তু তিনি তাদের বিদায় করে দিলেন, তারপর দুই হাতে মুখ ঢেকে চুল্লির পাশের আরাম-কেদারায় ভেঙে পড়লেন। জীবনে আগে কখনও এতখানি অবসাদ তিনি অনুভব করেননি। এ-অবসাদ শারীরিক ও মানসিক দুই-ই। সারাটা সন্ধ্যা তিনি কাটিয়েছেন সুসঙ্গিনী মহিলাদের ও সংস্কৃতিবান পুরুষদের সঙ্গে। এই মহিলাদের অনেকেই সুন্দরী এবং পুরুষদের অধিকাংশই বুদ্ধিমান অথবা ধীমান; কথাবার্ত্তায় তিনিও কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, এমন কি সকলকে চমৎকৃত করে দিয়েছিলেন···যে 'টিডিয়াম্ ভাইটি'র কথা প্রাচীন রোমানরাও বলত তা এর আগে কখনও আর এত তীব্রভাবে তিনি অনুভব করেননি, এতখানি জীবন-বিতৃষ্ণা এর আগে আর কখনও তাঁর বুকে এমনভাবে চেপে বসেনি। বয়স যদি তাঁর আরও কিছু কম হত তাহলে দুঃখে, বিতৃষ্ণায়, বিরক্তিতে তিনি কেঁদে ফেলতেন। নাকদোনা গাছের তীব্র ঝাঁঝালো বুনো গন্ধের মত একটা তিক্ততায় তাঁর মন ভরে উঠল। কুৎসিত ও ভীষণ কিছু একটা যেন হেমন্তের মলিন আলোর মত তাঁকে চারপাশ

থেকে ঘিরে ধরতে এগিয়ে আসছে, এবং এই অন্ধকার ও তিক্ততা থেকে পরিত্রাণের কোনও পথ তিনি খুঁজে পেলেন না। ঘুমের আশা করে লাভ নেই, ঘুম যে আসবে না সে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

এক মন্থর অবসন্ন তিক্ত চিন্তার সমুদ্রে তিনি ডুবে গেলেন।

তিনি ভাবতে লাগলেন মানুষের জীবনের অহমিকা, আতিশয্য এবং ক্ষুদ্র তুচ্ছ মিথ্যার কথা। মানব-জীবনের সমস্ত স্তর তিনি এক এক করে পর্য্যালোচনা করে গেলেন (তাঁর নিজেব বযস ছিল বাহান্নব একটু বেশী) এবং একটি স্তরেও তিনি মনে রাখবার মত কিছু দেখতে পেলেন না। চিরকাল ধরে সেই একই শাশ্বত অর্থহীন কার্য্যধারা, শক্তির সেই একই অপচয, কিছুটা অকৃত্রিম কিছুটা কৃত্রিম সেই একই আত্মপ্রবঞ্চনা—নিজেকে ভুলিযে রাখার জন্য যা কিছু নিযে হোক আত্মপ্রবঞ্চনা।—তাবপব হঠাৎ একদিন বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত বার্দ্ধক্যেব আবির্ভাব, সব কিছুরই অন্তরালে দেখা দেয ক্রমে-বেড়ে-চলা অবক্ষযী মৃত্যুভয়, তারপব···অতল গহ্বর। সব কিছু যদি যেমনভাবে চলছে তেমনিই চলে তবে ভাল, কিন্তু ইস্পাতে মরচে ধরার মত মৃত্যুর আগে দুর্ব্বলতা ও দুঃখ আসবেই। ···কবিরা জীবন-সমুদ্রে প্রচণ্ড তরঙ্গ ছাডা আব কিছু দেখতে পাননি। কিন্তু তাঁর মনে হল এই সমুদ্র শান্ত, নিস্পন্দ, নিস্তরঙ্গ এবং এত স্বচ্ছ যে তলার কাদা পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে; তিনি নিজে যেন এই সমুদ্রের বুকে একটা ভাঙ্গা নৌকায বসে আছেন এবং সেখান থেকে সমুদ্রের তলার কাল কাদার মধ্যে অতিকায় মাছের মত বীভৎসদর্শন দানবীয় জন্তুগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন। এগুলি জীবন থেকে অবিচ্ছেদ্য—শোক, ব্যাধি, দুঃখ, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, দাবিদ্র্য, দৃষ্টিশক্তিহীনতা।···আরও ভাল করে তাকিয়ে দেখতেই তিনি চমকে উঠলেন। এ কি! চারিপাশেব অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছে একটা দানব, ক্রমেই উপরে উঠছে, ক্রমেই ভাল করে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে, ক্রমেই সে বীভৎসতর ও স্পষ্টতর হয়ে উঠছে।...আর এক মুহূর্ত্ত পরেই সে নৌকাখানা উল্টে ফেলবে। কিন্তু হঠাৎ সে আবার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে, তলায় ডুবে যাচ্ছে, যেখানে ছিল সেখানেই ফিরে গেছে সে, তার পাখনাগুলির স্পন্দন

এখন আর প্রায় চোখে পড়ে না।...কিন্তু নির্দ্ধারিত সময় একদিন আসবেই এবং নৌকাখানাকে তখন সে উল্টে দেবেই।

পিছন দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে লাফিয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন, একবার কি দু'বার ঘরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পায়চারী করলেন, এবং তারপর তাঁর ডেস্কের কাছে গিয়ে একের পর এক টানা খুলে কাগজপত্রগুলো ও পুরানো চিঠিপত্রগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগলেন। চিঠির অধিকাংশই ছিল মেয়েদের লেখা। কী যে খুঁজছেন নিজেরই কোনও ধারণা ছিল না তাঁর, তিনি শুধু একটা কিছু কাজে নিজেকে ব্যাপৃত করে দুঃসহ চিন্তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছিলেন। এলোমেলোভাবে কতকগুলো চিঠি ওল্টাতে ওল্টাতে (একখানা চিঠির সঙ্গে রং-চটা ফিতে দিয়ে বাঁধা একটা শুকনো ফুল ছিল), তিনি শুধু একটু কাঁধ ঝাঁকালেন এবং চুল্লির দিকে তাকিয়ে চিঠিগুলোকে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। এই সব অনাবশ্যক বাজে জিনিষ পুড়িয়ে ফেলবার ইচ্ছাই হয়ত তাঁর মনে জেগেছিল। একটার পর একটা টানার ভিতর দ্রুত হাত ঢোকাতে ঢোকাতে হঠাৎ তাঁর চোখ দু'টি বিস্ফারিত হয়ে উঠল। একটা ছোট সেকেলে ধরণের আটকোনা কৌটো তিনি আস্তে আস্তে বার করে আনলেন এবং আস্তে আস্তে তার ঢাকনাটা খুললেন। কৌটোটির ভিতর দু'পুরু হলদে তুলোর তলায় রয়েছে গার্ণেট-পাথরের একটি ছোট ক্রুশ।

কয়েক মিনিট তিনি ক্রুশটির দিকে বিস্মিতদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন—তারপর হঠাৎ তাঁর কণ্ঠ থেকে একটা ক্ষীণোচ্চারিত আবেগবিহ্বল শব্দ বেরিয়ে এল। তাঁর মুখের উপর দিয়ে খেলে গেল আধ-বেদনা আধ-আনন্দের ভাবচ্ছায়া। দীর্ঘ অদর্শনের পর বহুকাল আগেকার গভীর ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে যদি অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যায় এবং যদি দেখা যায় চেহারায় সে ঠিক আগের মতই আছে, পরিবর্ত্তনটুকু হয়েছে শুধু বয়েসের, তাহলে মানুষের মুখে যে ভাব ফুটে ওঠে সেই ভাবই ফুটে উঠল তাঁর মুখে।

তিনি উঠে চুল্লির কাছে গেলেন এবং আরাম-কেদারায় বসে বার বার দু'হাতে মুখ ঢাকতে লাগলেন।...'আজ কেন? এতদিন থাকতে শুধু

আজকের দিনটিতেই বা কেন?' নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তিনি। তাঁর মনে পড়তে লাগল বহু, বহুকাল আগেকার ঘটনা।

তাঁর যা মনে পড়তে লাগল তা হচ্ছে এই··

কিন্তু আগে তাঁর নাম ও তাঁর পিতৃনাম জানা দরকার—দিমিত্রি পাভলোভিচ। তাঁর পদবী ছিল সানিন।

তাঁর মনে পড়তে লাগল:

১

১৮৪০ সালের গ্রীষ্মকাল। সানিনের সবে বাইশ বছর পূর্ণ হয়েছে। ইতালী থেকে রাশিয়া ফিরবার পথে সে তখন ফ্রাঙ্কফোর্টে। টাকা-পয়সা তার খুব সামান্যই ছিল, কিন্তু দায়দায়িত্ব বাধাবন্ধনও কিছু ছিল না, নিকট-আত্মীয়ও কেউ তার ছিল না বললেই চলে। একজন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে কয়েক হাজার রুবল তার প্রাপ্তিযোগ ঘটে, তাই সরকারী চাকরীতে ঢুকবার আগে, কর্ম্মচারী-জীবনের জোয়াল শেষ পর্য্যন্ত কাঁধে নেবার আগে এই টাকাটা সে বিদেশ-ভ্রমণে ব্যয় করবে বলে ঠিক করে। সরকারী চাকরী তাকে নিতেই হবে, কারণ তাছাড়া তার নিজের খাওয়া-পরার সঙ্গতি ছিল না। সানিন নিজের সঙ্কল্পকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করল এবং সব কিছু ব্যবস্থাই সে এমন নিপুণভাবে সম্পন্ন করল যে ফ্রাঙ্কফোর্টে যেদিন সে পৌঁছাল সেদিন ঠিক পিতর্সবুর্গে ফিরবার খরচাটুকুই তার হাতে। ১৮৪০ সালে ইউরোপে রেলপথ ছিল না বললেই হয়। ভ্রমণকারীদের তখন ঘোড়ার গাড়ীতেই যাতায়াত করতে হত। সানিন ঘোড়ার গাড়ীতেই (Beiwagen) আসন সংগ্রহ করল, কিন্তু সে-গাড়ী রাত্রি দশটার পরে ছাড়বে তাই তাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। সৌভাগ্যক্রমে আবহাওয়া ভাল ছিল, তখনকার দিনে নামকরা "শ্বেত-মরাল" হোটেলে খাওয়া সেরে সানিন সহর দেখতে বেরিয়ে পড়ল। সে দানেকারের 'আরিআদ্‌নে' দেখতে গেল, দেখে তার খুব ভাল লাগল না। তারপর গেল গ্যেটের বাসভবন দেখতে। 'ভার্থারের দুঃখ' ছাড়া

গ্যেটের কোনও বই তার পড়া ছিল না এবং ঐ বইখানিও পড়া ছিল ফরাসী তর্জ্জমায়। সেইন নদীর তীরে সে ঘুরে বেড়াল। যে কোনও ভদ্র ভ্রমণকারীর মতই তার কিছুই ভাল লাগছিল না। অবশেষে সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ ক্লান্ত দেহ ও ধুলায় ভরা জুতা নিয়ে সে ফ্রাঙ্কফোর্টের একটা সবচেয়ে অখ্যাত রাস্তায় ঢুকে পড়ল। এই রাস্তাটার কথা দীর্ঘকাল তার স্মৃতিতে গাঁথা ছিল। যে সামান্য ক'টি বাড়ী তার চোখে পড়ল, তাদের একটির সামনে, একটি সাইনবোর্ডে পথচারীদের জ্ঞাতার্থে লেখা ছিল যে বাড়ীটি হচ্ছে ইতালীয় মিষ্টান্ন বিক্রেতা দিওভান্নি রসেল্লির দোকান। এক গ্লাস লেমনেড খাবার জন্যে সানিন দোকানের ভিতরে গেল। সামনের ঘরে যেমন ওষুধের দোকানে থাকে তেমনি এক সাদা-মাটা কাউন্টারের পিছনে কতকগুলি রং-করা তাকের উপর সোনালী লেবেল-আঁটা কয়েকটা বোতল রয়েছে আর রয়েছে যে কয়টি বোতল, মুচমুচে বিস্কুট, চকোলেট ও লজেন্স-ভর্ত্তি ঠিক সেই কটি কাচের বয়াম। কিন্তু ঘরে কোনও লোক নেই। শুধু একটা ধূসর রঙের বেড়াল জানালার ধারে একটা উঁচু বেতের মোড়ার উপরে বসে চোখ পিটপিট করছে, গলা দিয়ে গর্‌গর শব্দ করছে আর থাবা দুটো একবার মোড়ার উপর থেকে বাইরে বাড়িয়ে দিয়ে আবার ভিতরে টেনে নিচ্ছে। মেঝেতে উল্টে পড়ে-থাকা একটা জাফরী-কাটা কাঠের সেলাইয়ের বাক্সের পাশে লাল রঙের উলের একটা মস্ত বড় গুলি গড়াগড়ি যাচ্ছে। সন্ধ্যাসূর্য্যের তির্য্যকরশ্মি পড়ে গুলিটাকে চুণির মত লাল দেখাচ্ছে। পাশের ঘর থেকে অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে। "কেউ আছেন?"—চেঁচিয়ে বলবে বলে সানিন দরজার উপরকার ঘণ্টা বাজা বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। ঠিক সেই সময়ে পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল এবং সানিন যা দেখল তাতে তার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল।

২

দু'টি খালি হাত বাড়িয়ে ঝড়ের মত সামনের ঘরে এসে ঢুকল একটি বছর উনিশের মেয়ে, তার খালি কাঁধের উপরে এসে পড়েছে গুচ্ছ গুচ্ছ

কাল চুল। সানিনকে দেখেই মেয়েটি দৌড়ে গিয়ে তার দু'খানা হাত ধরে তাকে টানতে লাগল, রুদ্ধশ্বাসে বলতে লাগল—"শিগ্‌গীর, শিগ্‌গীর, ওকে বাঁচান।" মেয়েটির কথা শোনার অনিচ্ছায় নয়, একান্ত বিস্ময়ে সানিন তৎক্ষণাৎ মেয়েটির পিছু পিছু গেল না, যেখানে ছিল সেখানেই চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইল। জীবনে সে এত সুন্দরী মেয়ে কখনও দেখেনি। মেয়েটি তার দিকে ফিরে আবার বলে উঠল—"আসুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না আসুন।" মেয়েটির গলার স্বরে, তার চেহারায়, তার গালের পাশে মুষ্টিবদ্ধ কম্পমান হাতের ভঙ্গীতে এমন একটা হতাশা ফুটে উঠেছিল যে আর এক মুহূর্ত ইতস্ততঃ না করে সানিন খোলা দরজা দিয়ে দৌড়ে মেয়েটির পিছু পিছু গেল।

মেয়েটিকে অনুসরণ করে যে-ঘরে সে ঢুকল, সেই ঘরে একটা সেকেলে ধরণের ঘাসামচি-ভরা সোফার উপর একটি ছেলে শুয়ে। ছেলেটির বয়েস প্রায় চোদ্দ। মেয়েটির সঙ্গে ছেলেটির চেহারার আশ্চর্য সাদৃশ্য, সম্ভবতঃ তার ভাই। ছেলেটির মুখে মৃত্যুর পাণ্ডুরতা—সাদার উপর একটু হলদে আভা, মোম বা প্রাচীন মার্বেল পাথরের মত। তার চোখ দু'টি বোজা, কপালখানা যেন পাথরে কোঁদা এবং সেই নিস্পন্দ কপালের উপর তার চমৎকার দু'টি টানা ভ্রুর উপর মাথার ঘন কাল চুল ছায়া রচনা করেছে। তার নীলাভ ঠোঁট দু'টির ফাঁক দিয়ে দু'পাটি কপাট-লাগা দাঁত দেখা যায়। মনে হয় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে না। একটি হাত ঝুলছে মেঝেতে, অপরটি মাথার উপর ফেলা। ছেলেটি জামাকাপড়-পরা অবস্থাতেই পড়ে রয়েছে, জ্যাকেটের বোতাম আঁটা। গলায় তার আঁট করে টাই বাঁধা।

মেয়েটি চীৎকার করে কেঁদে উঠে ছেলেটির দিকে দৌড়ে গেল। "ও বেঁচে নেই, বেঁচে নেই।" চীৎকার করে উঠল মেয়েটি···"এই তো এক মিনিট আগে ওখানে বসে ও আমার সঙ্গে কথা বলছিল, হঠাৎ পড়ে গেল, আর নড়ছে না। হা ভগবান। আর করবার কি কিছু নেই? মা বাইরে গেছেন। পান্তালিওন, পান্তালিওন, ডাক্তার কোথায়?" মেয়েটি বলল ইতালীয় ভাষায়, "ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিলে তুমি?"

দোরগোড়া থেকে ধরা গলায় জবাব এল, "আমি নিজে যাইনি দিদিমণি,

লুইসকে পাঠিয়েছিলাম।" একটি বেঁটে বৃদ্ধলোক বাঁকা পায়ে থপথপ করতে করতে ঘরের মধ্যে এল। গায়ে তার কাল বোতামওয়ালা লালচে ফ্রক-কোট, গলায় উঁচু সাদা ক্রাভাত্, পরণে খাটো নানকিং ব্রিচেস্, পায়ে নীল উলের মোজা, লৌহ-ধূসর চুলের জঙ্গলের মধ্যে তার ছোট্ট মুখখানা প্রায় দেখা যায় না। সারা মাথায় লেপ্টে-থাকা এই চুল জট-পাকানো গুচ্ছে গুচ্ছে নেমে এসেছে, ফলে বুড়োর চেহারাটা দেখাচ্ছে একটা ঝুঁটিওয়ালা মোরগের মত। চুলের এই ঘনধূসর জঙ্গলের মধ্যে একটা স্থচালো নাক ও এক জোড়া হলদে গোল চোখ এই সাদৃশ্যকে আরও প্রকট করে তুলেছে।

বুড়োর ফোলা বেতো পায়ে ফিতেওয়ালা জুতা, উপরে বো-বাঁধা। পা দু'খানা নাড়িয়ে ইতালীয় ভাষায় সে বলে চলল, "আমি তো দৌড়োতে পারিনে, লুইস আমার আগেই সেখানে পৌঁছে যাবে। জল নিয়ে এসেছি আমি।"

কেঠো চিম্‌সে আঙুলে সে একটা জলের বোতলের লম্বা গলা ধরে আছে।

সানিনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েটি চীৎকার করে বলে উঠল, "কিন্তু ও সেখানে পৌঁছানর আগেই যে এমিল মরে যাবে। দয়া করুন আপনি, আপনি এর জন্যে কি কিছু করতে পারেন না?"

বৃদ্ধ বলল, "ওর পক্ষাঘাত হয়েছে, শরীর থেকে কিছু রক্ত বার করে দেওয়া দরকার।" এই বৃদ্ধকেই মেয়েটি 'পান্তালিওন' বলে ডেকেছিল।

চিকিৎসা ব্যাপারে যদিও সানিনের কোনও জ্ঞানই ছিল না, তবু একটা জিনিষ সে নিশ্চিত জানত—চোদ্দ বছরের ছেলের পক্ষাঘাত হয় না।

পান্তালিওনকে উদ্দেশ করে সে বলল, "এ পক্ষাঘাত নয়, মূর্চ্ছা। বাড়ীতে বুরুস আছে?"

মুখ তুলে বুড়ো জিজ্ঞাসা করল, "কি?"

সানিন আবার বলল, "বুরুস, বুরুস।" প্রথমে বলল জার্মান ভাষায়, পরে ফরাসীতে। মুক অভিনয়ের ভঙ্গীতে নিজের কোটটি ঝেড়ে দেখিয়ে সে আবার বলল, "বুরুস।"

এতক্ষণে বুড়ো বুঝল।

"ও: বুরুস! *spazzette!* নিশ্চয়ই আছে!"

"নিয়ে এস। ওর গায়ের কোট খুলে ফেলে ওকে ঘষব।"

"ও: আচ্ছা...*Benone!* ওর মাথায় কি জল ঢালতে হবে?"

"না, পরে। যাও, শিগ্‌গীর যাও, যত তাড়াতাড়ি পার বুরুস নিয়ে এস।"

বোতলটা মেঝেতে রেখে পান্তালিওন দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল এবং মুহূর্তের মধ্যে দু'টি বুরুস নিয়ে ফিরে এল, একটি চুলের বুরুস, একটি পোষাক-ঝাড়া বুরুস। ভয়ানকভাবে লেজ নাড়তে নাড়তে তার পিছু পিছু এল একটি ছোট্ট কোঁকড়ান লোমে-ভরা কুকুর। বুড়োর দিকে, মেয়েটির দিকে এমন কি সানিনের দিকে এমন কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে কুকুরটা তাকাতে লাগল যেন সে জানতে চায় এত গণ্ডগোল কিসের।

অর্দ্ধশায়িত ছেলেটির গা থেকে সানিন তাড়াতাড়ি কোটটি খুলে নিল, কলারটা আলগা করে দিল, তারপর নিজের সার্টের হাতা গুটিয়ে একটা বুরুস হাতে নিয়ে গায়ের সমস্ত জোর দিয়ে ছেলেটির বুক ও হাত দু'খানা ডলতে লাগল। আর একটা বুরুস অর্থাৎ চুলের বুরুসটা নিয়ে পান্তালিওন সমান উৎসাহে ছেলেটির জুতো ও পাজামার উপর ঘষতে লাগল। মেয়েটি সোফার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে দুই হাতে নিজের মাথাটি চেপে ধরে পলকহীন দৃষ্টিতে ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বুরুস চালাতে চালাতে সানিন মেয়েটির দিকে আড় চোখে চেয়ে দেখতে লাগল। "উ: কি সুন্দরী!"

৩

যাকে বলে শুকচঞ্চুজিনি নাসা, মেয়েটির নাক সেই ধরণের। ওষ্ঠে নরম রোমের ক্ষীণ ছায়া; কিন্তু তার গায়ের রংটি মসৃণ ও স্বচ্ছ, গজদন্ত অথবা ফিকে রজনের সঙ্গে তার তুলনা চলে। পিত্তি প্রাসাদে আলোরির আঁকা "জুডিথে"র মত তার মাথায় উজ্জ্বল ঢেউ-খেলান

চুল, বিশেষ করে দেখবার মত তার চোখ দু'টি, গাঢ় সাদার মধ্যে আঁখি-তারকার চারিপাশে কাল বেষ্টনী, অদ্ভুত সুন্দর বিজয়িনী দু'টি আঁখি—এখন সে চোখ দু'টির উজ্জ্বলতা শোকে আতঙ্কে আচ্ছন্ন হলেও এখনও সে চোখ তেমনি সুন্দর, তেমনি বিজয়িনী...সানিনের মন অজানতে চলে গেল সেই উজ্জ্বল সুন্দর দেশে, যে-দেশ সে সবেমাত্র ছেড়ে এসেছে।... কিন্তু এমন কি ইতালীতেও এই সৌন্দর্য্যের সমকক্ষ তার চোখে পড়েনি। মেয়েটি নিঃশ্বাস ফেলছিল মাঝে মাঝে, অনিয়মিতভাবে, প্রতিবার শ্বাস নেবার জন্যে সে যেন তার ভাইয়ের নিঃশ্বাস চলাচল সুরু হবার অপেক্ষা করছিল।

সানিন ঘষে চলল, কিন্তু মেয়েটি ছাড়া অন্য কিছুর উপর তার চোখ পড়ছিল। পান্তালিওনের কিম্ভূত-কিমাকার চেহারাটি তার মনোযোগ আকর্ষণ করছিল। এই বুড়ো লোকটি পরিশ্রমে হাঁপাচ্ছিল, বুরুস দিয়ে প্রতিবার ঘষা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে উঠছিল এবং গলা দিয়ে তার একটা সকরুণ গোঙানি বেরিয়ে আসছিল, কোনও বড় গাছের জলে-ধুয়ে-ন্যাড়া-হয়ে-যাওয়া শেকড়ের মত তার ঘামে-ভেজা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো প্রতিবার ঘষা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাথার এদিক-ওদিক দুলছিল।

সানিন বলতে যাচ্ছিল, "অন্ততঃ ওর জুতা জোড়া খুলে ফেল।" ছোট্ট লোমশ কুকুরটি সামনের থাবা দু'টির উপর গুড়ি মেরে বসে ঘেউ ঘেউ করছিল, এত সব অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখে নিশ্চয়ই সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল।

এমন সময় ফিসফিস করে নীচু গলায় বুড়ো বলে উঠল, "ফ্রার্তাগ্লিয়া—কানাগ্লিয়া।"

কিন্তু ঠিক সেই সময়ে মেয়েটির মুখের ভাব বদলে গেল। তার ভ্রু উপরে উঠে গেল, চোখ দু'টি আরও বড় হয়ে গেল, আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুখ।

সানিন ফিরে তাকাল।...ছেলেটির গালে রং ফিরে আসছিল, চোখের পাতা নড়ছিল, নাসারন্ধ্র কাঁপছিল। তখনও আটকে-থাকা দাঁতের ভিতর দিয়েই একবার শ্বাস টেনে নিয়ে ছেলেটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

...   .

মেষেটি চীৎকাব করে ডাকল, "এমিলিও, এমিলিও আমাব !"

ধীবে ধীবে ছুটি বড বড কাল চোখ খুলে গেল। সে চোখে তখনও শূন্যদৃষ্টি, তবু সে চোখে একটা ক্ষীণ হাসিব আভা দেখা দিল। সেই ক্ষীণ হাসিব আভাই নেমে এল তাব ফ্যাকাশে ঠোঁট ছু'টিতে। তাবপব সে তাব ঝুলে-পডা হাতখানাকে নাডাল এবং সেখান থেকে ঘুবিয়ে এনে হাতখানা সে বুকেব উপব বাখল।

মেযেটি আবাব ডাকল "এমিলিও।" মেযেটি এবাব উঠে দাঁডিয়েছে, তাব মুখেব ভাব উত্তেজনায এত জীবন্ত ও তীব্র হযে উঠেছে যে মনে হল এখনই সে হয কান্নায ভেঙ্গে পডবে নতুবা হাসিতে ফেটে পডবে।

দবজাব অপব পাশ থেকে কণ্ঠস্বব শোনা গেল, "এমিল, ব্যাপাব কি এমিল ?" সঙ্গে সঙ্গে ছিমছাম পোষাক-পবা শুভ্রকেশী শ্যামাঙ্গিনী একজন মহিলা দ্রুতপাযে ঘবে এসে ঢুকলেন। তাঁব ঠিক পিছু পিছু এলেন একজন প্রবীণ বযস্ক ব্যক্তি এবং তাঁব পিছনে জনৈক পবিচাবিকাব মাথা একবাব দেখা দিযে অদৃশ্য হল।

মেযেটি দৌডে তাদেব দিকে গেল। মহিলাকে জডিযে ধবে মেযেটি চীৎকাব কবে উঠল, "মা, ও বেঁচেছে, ও বেঁচে আছে।" মেযেটিব সাবা গা কাঁপছিল।

মহিলাটি আবাব বললেন, "কি হযেছে বে ? বাডীতে এসেই হঠাৎ দেখলাম ডাক্তাববাবু আর লুইস।"

কি ঘটেছিল মেয়েটি মাকে তা বলতে লাগল আব ডাক্তাব এগিযে গেলেন বোগীব দিকে। ধীবে ধীবে বোগীব জ্ঞান ফিবে আসছিল এবং জ্ঞান ফিবে আসাব সময সাবাক্ষণই তাব মুখে হাসি লেগেছিল।

সবাইকে এইভাবে ভয় পাইযে দিযেছিল বলে সে যেন লজ্জিত।

সানিন ও পান্তালিওনকে ডাক্তাব বললেন—"ওকে বুরুস দিয়ে ঘষছেন দেখছি। এটা খুব ভাল কাজ কবেছেন। চমৎকাব আইডিযা।...আচ্ছা, এবাব দেখা যাক আর কি ওষুধ দেওযা যায।"...

তিনি বোগীব নাড়ি দেখলেন, "হুঁ, দেখি তোমার জিভ।"

মহিলাটি উদ্বেগে ছেলেটির উপর ঝুঁকে পড়লেন। আরও হাসি ফুটে উঠল ছেলেটির মুখে, মহিলাটির মুখের দিকে তাকিয়ে সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।

সানিনের মনে হল সে থাকাতে এঁদের অসুবিধে হচ্ছে। সে দোকান-ঘরে ফিরে এল। কিন্তু সবেমাত্র সে সদর দরজার হাতলটা ছুঁয়েছে, এমন সময়ে মেয়েটি আবার তার সামনে এসে তাকে থামিয়ে দিল।

করুণ চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, "আপনি চলে যাচ্ছেন? আপনাকে ধরে রাখতে চাই না, কিন্তু কথা দিন সন্ধ্যেবেলায় আবার আসবেন। আপনার কাছে আমরা যে কতখানি ঋণী তা আর কি বলব। আপনি না থাকলে আমার ভাই হয়ত বাঁচত না। আমরা চাই, মা চান, আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ পেতে। আপনাকে বলতেই হবে আপনার পরিচয়। আমাদের আনন্দে আপনাকে যোগ দিতেই হবে।.."

সানিন আমতা-আমতা করে বলল, "কিন্তু আজ রাত্রেই যে আমি বার্লিনে চলে যাচ্ছি।"

জোরের সঙ্গে বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে উঠল, "যথেষ্ট সময় পাবেন আপনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসুন। সবাই মিলে একটু গরম চকোলেট খাওয়া যাবে। তাহলে কথা দিচ্ছেন। আমাকে আবার ওর কাছে ফিরে যেতে হবে। তাহলে আসছেন, কেমন?"

না-এসে সানিনের আর কি উপায়ই বা ছিল?

সে বলল, "আমি আসব।"

তার হাতে একটা দ্রুত চাপ দিয়ে প্রজাপতির মত মেয়েটি উড়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সানিন রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

৪

দেড় ঘণ্টা পরে যখন সানিন মিষ্টির দোকানে ফিরে এল, সবাই তাকে পরিবারের একজনের মতই আপ্যায়ন জানাল। যে সোফার উপরে তাকে

মালিশ করা হয়েছিল, এমিল তখনও সেই সোফায় বসে। ডাক্তার তাকে কিছু ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন, বলে গিয়েছিলেন "কোনরূপ মানসিক উত্তেজনা যাতে না হয় সেদিকে খুবই সতর্ক থাকতে।" কারণ রোগীর স্নায়ু দুর্ব্বল, তার উপর রয়েছে হৃদরোগের ভাব। আগে প্রায়ই তার মূর্চ্ছা হত, কিন্তু আগে কখনও তার মূর্চ্ছা এত দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্র হয়নি। ডাক্তার অবশ্য এখন তাকে সম্পূর্ণ বিপদমুক্ত ঘোষণা করেছেন। সেরে ওঠার সময়ে রোগীরা যেমন পরে থাকে, তেমনি একটা ঢিলে ড্রেসিং-গাউন পরে এমিল বসে ছিল। একটা নীল রঙের উলের স্কার্ফ মা তার গলায় জড়িয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু তাকে বেশ খুসীই মনে হচ্ছিল, মনে হচ্ছিল উৎসবের আনন্দে মশগুল; আর সমস্ত আবহাওয়াটাই ছিল আনন্দোৎসবের। সোফার পাশে পরিষ্কার টেবিল-ক্লথে ঢাকা একটা গোল টেবিলের উপর মস্ত একটা সুগন্ধ চকোলেট-ভর্ত্তি চীনামাটির কফির পাত্র চারিপাশের পেয়ালা, সিরাপের জগ, বিস্কুট, 'রোল' এমন কি ফুলগুলিকে পর্য্যন্ত ম্রিয়মান করে বিরাজমান। একজোড়া সাবেক-কালের রূপার বাতিদানে জ্বলছিল দু'টা ক্ষীণাঙ্গ মোমবাতি। সোফার একপাশে একখানা উঁচু পিঠওয়ালা আরাম-কেদারা থেকে আসছিল সাদর আলিঙ্গনের আহ্বান, এই আরাম-কেদারাতেই সানিনকে বসান হল। সেদিন যাদের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে, মিষ্টির দোকানের সবাই-ই, এমন কি লোমশ ছোট্ট কুকুর তার্ত্তাগ্লিয়া ও বেড়ালটি পর্য্যন্ত সেখানে উপস্থিত। সবারই মনেই যেন খুসীর বন্যা এসেছে। লোমশ কুকুরটা আনন্দে প্রায় হেঁচে ফেলছিল, শুধু বেড়ালটির মধ্যে কোনও ভাবান্তর দেখা যাচ্ছিল না, সে আগের মতই চোখ পিটপিট করছিল ও মার্জ্জার-সুলভ মুচকি হাসছিল। সানিনকে বলতে হল সে কে, কোথা থেকে আসছে, তার নাম কি। যখন সে বলল সে রুশ, মেয়েরা তখন মৃদু বিস্ময় প্রকাশ করলেন, এমন কি একটু হাঁ-করে থাকলেন, অবশ্য তাড়াতাড়ি দু'জনে একসঙ্গে এই আশ্বাসও দিলেন যে সে জার্ম্মান বলে চমৎকার, কিন্তু যদি ফরাসী ভাষায় কথা বলতে সে বেশী পছন্দ করে তাহলে তাও সে পারে কারণ এই ভাষাটা তাঁরা দু'জনেই নিখুঁতভাবে বোঝেন ও বলতে পারেন। সানিন এই প্রস্তাবের

সুযোগ গ্রহণ করতে ছাড়ল না। ‘সানিন? সানিন।’ কোনও রুশ পদবী যে এত সহজে উচ্চারণ করা যায় ওঁদের সে ধারণা ছিল না। তার নাম দিমিত্রি কথাটিও খুব চমৎকার। বৃদ্ধা বললেন তাঁর যৌবনে তিনি ‘দেমেত্রিও ই পলিবিও’ নামে একটা চমৎকার অপেরা শুনেছিলেন। কিন্তু ‘দেমেত্রিও’র চেয়ে ‘দিমিত্রি’ তাঁর অনেক বেশী ভাল লাগে। সানিন এইভাবে প্রায় এক ঘণ্টা গল্পগুজব করল। মেয়েরাও তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনের সব খুঁটিনাটিই তার কাছে বললেন। মা অর্থাৎ শুভ্রকেশী মহিলাটি অন্য কাউকে বিশেষ কিছু বলতে দিলেন না, কথাবার্ত্তার প্রায় সবটা নিজেই চালালেন। সানিন শুনল বৃদ্ধার নাম লিওনোরা রোসেল্লি। স্বামী, জিওভানি বাতিস্তা রোসেল্লির মৃত্যুর পর তিনি আব বিয়ে করেননি এবং তাঁর স্বামী পঁচিশ বছর আগে ফ্রাঙ্কফোর্টে এসে মিষ্টান্ন-বিক্রেতারূপে বসবাস সুরু করেন। জিওভানি বাতিস্তার দেশ ছিল ভিসেন্‌ৎসা। তিনি লোক ভাল ছিলেন, অবশ্য কিছুটা বদমেজাজী ও মারমুখোও ছিলেন, তিনি ছিলেন পুরো মাত্রায একজন ‘রিপাবলিকান’। এই কথাগুলো বলে মাদাম রোসেল্লি সোফার উপরে টাঙ্গান তাঁর তৈলচিত্রটিকে দেখিয়ে দিলেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মাদাম রোসেল্লি বললেন চিত্রকর তাঁব স্বামীর আরও ভাল চেহারা আঁকতে পারতেন, কিন্তু যেহেতু চিত্রকর ‘নিজেও একজন রিপাবলিকান’ ছিলেন তাই ছবিতে তাঁর মৃত স্বামীকে দেখাচ্ছে ভ্রুকুটি-কুটিল ভীষণদর্শন ডাকাতের মত, রিনালদো বিনালদিনির মত। মাদাম রোসেল্লির নিজের দেশ ছিল ‘সেই প্রাচীন ও সুন্দর পার্ম্মা সহর, অমর কোরেজিওর আঁকা প্রাচীরচিত্রশোভিত এমন এক চমৎকার গীর্জ্জা যে সহরের শোভাবর্দ্ধন করছে।’ অবশ্য দীর্ঘকাল জার্ম্মানীতে থাকার ফলে তিনি একেবারে টিউটন বনে গেছেন। বিষণ্ণভাবে মাথা নেড়ে তিনি আরও বললেন, এই মেয়ে ও ছেলে ছাড়া তাঁব আর কেউ নেই (বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আঙুল দিয়ে প্রত্যেককে দেখিয়ে দিলেন); মেয়ের নাম জেম্মা, ছেলের নাম এমিল; তারা দু’জনেই বেশ ভাল বাধ্য সন্তান, বিশেষ করে এমিল (এই সময়ে মেয়ে বলে উঠল, “আমি বাধ্য নই?” —সঙ্গে সঙ্গে মা জবাব দিলেন, “তুমিও তো একজন রিপাবলিকান।”);

স্বামী বেঁচে থাকতে কারবারের অবস্থা যেমন ভাল ছিল এখন অবশ্য তা নেই. স্বামী ছিলেন মেঠাই তৈরীতে সত্যিকারের ওস্তাদ।... (অত্যন্ত গম্ভীর মুখে পান্তালিওন জোরের সঙ্গে বলে উঠল, *'Un grand'uomo!'* [মহৎ লোক]। কিন্তু এখন ঈশ্বরের ইচ্ছায় একরকম চলে যাচ্ছে।

৫

মায়ের কথাগুলো শুনতে শুনতে জেম্মা কখনও হাসছিল, কখনও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছিল, কখনও মায়ের কাঁধে মৃদু মৃদু আঘাত করছিল, কখনও তিরস্কারের ভঙ্গীতে তাঁর দিকে আঙুল নাড়ছিল এবং বার বার সানিনের দিকে তাকাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে সে উঠে দাঁড়াল এবং দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে তাঁর চিবুকের ঠিক নীচে গলার উপর চুমু খেয়ে মাকে খিলখিলিয়ে হাসিয়ে দিল। পান্তালিওনকেও সানিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। জানা গেল সে এক সময়ে অপেরাতে ব্যারিটোন গলায় গান গাইত। কিন্তু বহুদিন হল থিয়েটার ছেড়ে দিয়ে সে রোসেল্লি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে—সে এখন এই পরিবারের বন্ধু ও ভৃত্যের মাঝামাঝি একজন। বহুকাল সে জার্মানীতে রয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মান ভাষা সে ভাল বলতে পারে না, গালাগালি দেওয়া ছাড়া আর কিছুই তার ঐ ভাষাতে আসে না। তাও আবার সামান্য যে ক'টা গালাগালি সে জানে তারও জাত মেরে দেয়। প্রায় প্রত্যেক জার্মানের বেলাতেই সে *"Ferroflucto spiccebubbio"* * কথাটি প্রয়োগ করত। তার দেশ ছিল সিনিগাল্লিয়াতে। সেখানে এখনও ***lingua toscana in bocca romana*** [রোমানদের মুখে টাসকানির ভাষা] শুনতে পাওয়া যায়। তাই ইতালীয়ন ভাষা সে নিখুঁতভাবে বলত।

এমিলিও অলস আরাম উপভোগ করছিল। যে সবেমাত্র কোনও

* পাজি সয়তান। জার্মান Verfluchte Spitzbube শব্দ দুটির বিকৃত উচ্চারণ। —অনুবাদক

বিপদ কাটিয়ে উঠেছে অথবা সেরে উঠছে, স্পষ্টতঃই তার সুখানুভূতিতে সে আচ্ছন্ন হয়েছিল; পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে এই পরিবারের সেই ছিল সকলের সবচেয়ে প্রিয়। সানিনকে সে লাজুকভাবে ধন্যবাদ জানাল, কিন্তু অধিকাংশ সময় সে সরবৎ আর মেঠাই খাওয়াতেই নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। সানিনকে বড় কাপের দু'কাপ উপাদেয় চকোলেট খেতে হল এবং প্রচুর বিস্কুট গলাধঃকরণ করতে হল। একটা শেষ না হতেই জেম্মা তার কাছে আরেকটা নিয়ে আসে, আর তখন 'না' বলা অসম্ভব। শিগ্‌গীরই সে খুব সহজ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগল, সময় কেটে গেল অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুততার সঙ্গে। সানিনের তাঁদের কাছে এত কথা বলার ছিল—বলার ছিল রুশিয়ারই সম্পর্কে, রুশিয়ার জলবায়ু সম্পর্কে, রুশ-সমাজ সম্পর্কে, রুশিয়ার চাষী, বিশেষতঃ কশাকদের সম্পর্কে; বলার ছিল ১৮১২ সালের যুদ্ধের কথা, পীটার দি গ্রেট্-এর কথা, ক্রেমলিনের কথা, রুশ গান ও গীর্জ্জার ঘণ্টার কথা। আমাদের সীমাহীন সুদূর স্বদেশ সম্পর্ক মহিলা দু'জনের কোনও ধারণা ছিল না বললেই চলে। মাদাম রোসেল্লি—তাঁকে সাধারণতঃ 'ফ্রাউ লিনোরে' বলেই সবাই ডাকত—যখন সানিনকে জিজ্ঞাসা করলেন গত শতাব্দীতে নির্ম্মিত পিতার্সবুর্গের বিখ্যাত 'হিমভবন'টি এখনও আছে কিনা, তখন সানিন বিস্মিত হল। সম্প্রতি তাঁর মৃত স্বামীর বইগুলির মধ্যে *Bellezze della arti* [আর্টের সৌন্দর্য্য] নামক একখানি বইয়ে তিনি এর সম্পর্কে একটা কৌতূহলোদ্দীপক প্রবন্ধ পড়েছেন। সানিন যখন বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"আপনি কি বলতে চান রুশিয়ায় কখনও গ্রীষ্মকাল আসে না, এই আপনার ধারণা?" ফ্রাউ লিনোরে স্বীকার করলেন যে এখনও পর্য্যন্ত তাঁর ধারণা ছিল রুশিয়া এক চির-তুষারের দেশ, সেখানে সবাই ফার-কোট গায়ে দিয়ে বেড়ায় এবং সেখানকার সব পুরুষই মিলিটারী কিন্তু অত্যন্ত অতিথিবৎসল এবং সেখানকার চাষীরা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির। তাঁকে এবং তাঁর মেয়েকে সানিন আর একটু খাঁটি তথ্য দেবার চেষ্টা করল এবং রুশ-সঙ্গীতের কথা উঠতেই অমনি তাকে ধরা হল একটা রুশ গান গাইবার জন্যে। তার চোখে পড়ল ঘরের মধ্যে একটা ছোট খাড়া পিয়ানো। সেটির সাদা পর্দাগুলো

কাল আর কাল পর্দাগুলো সাদা। দ্বিতীয়বার বলার অপেক্ষা না রেখেই সে এই অনুরোধ রাখতে অগ্রসর হল এবং ডান হাতের দু'আঙুলে ও বাঁ হাতের তিন আঙুলে (বুড়ো আঙুল, মাঝের আঙুল ও কড়ে আঙুলে) সঙ্গত করতে করতে চড়া সানুনাসিক টেনর গলায় প্রথমে 'লাল সারাফান' ও পরে 'পথ বাহিয়া' গানটি গাইল। মহিলারা তার গলা ও গানের প্রশংসা করলেন। কিন্তু তাঁরা সবচেয়ে প্রশংসা করলেন রুশ-ভাষার কোমলতা ও শ্রুতিমাধুর্য্যের এবং সানিনকে গানের কথাগুলি তর্জ্জমা করে দিতে বললেন। তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করল সানিন, কিন্তু যেহেতু 'লাল সারাফান' গানটির কথাগুলি এবং আরও কম 'পথ বাহিয়া' গানটির কথাগুলি (মূলের ভাবটি সে তর্জ্জমা করল ***sur une rue pavee une jeune fille allait a l'eau****) শুনলে রুশ-কাব্য সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা জন্মায় না, সেই হেতু সে গ্লিন্‌কাব দেওয়া সুবে পুশকিনেব 'ভোলা যায় না সে সুখের ক্ষণ' প্রথমে আবৃত্তি করল, পরে তর্জ্জমা করল এবং সবশেষে গাইল (কোমল পর্দায় এসে একটু অসুবিধায় পড়ল)।

এবার মেয়েরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। ফ্রাউ লিনোরে রুশ ও ইতালীয় ভাষার মধ্যে সত্যি সত্যিই এক অসাধারণ সাদৃশ্য আবিষ্কার করে ফেললেন। 'পুশকিন' (তিনি উচ্চারণ করলে 'পুশেকিন') ও 'গ্লিন্‌কা' এই দু'টি নামই তাঁর কাছে খুব পরিচিত মনে হল। এবার মেয়েদের গাইতে অনুরোধ করার পালা এল সানিনের। মেয়েরাও কোনও ওজর আপত্তি না করেই রাজী হয়ে গেলেন। ফ্রাউ লিনোরে পিয়ানোয় বসলেন এবং তিনি ও জেম্মা একসঙ্গে কয়েকখানি ***duettini*** ও ***stornelli*** গাইলেন। মায়ের গলা একসময়ে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর কণ্ট্রাল্টো ছিল এবং মেয়ের গলা খুব চড়া না হলেও মিষ্টি।

৬

কিন্তু জেম্মার গলা ততটা নয়, যতটা জেম্মা নিজে সানিনকে মুগ্ধ করল। সে বসে ছিল ওদের একপাশে একটু পিছনে, আর মনে মনে

* 'পথ বাহিয়া তরুণী চলেছে জল আনিতে'।—অনুবাদক।

বলছিল এই মেয়ের দেহলতার সুষমার সঙ্গে পামগাছেরও তুলনা হয় না —এমন কি হালফ্যাসানের রুশ বেনেদিক্তভের কাব্যের পামগাছেরও। গানের আবেগভরা জায়গাগুলি গাইবার সময় মেয়েটি যখন চোখ তুলে ঘরের ছাদের দিকে চাইছিল, সানিনের মনে হচ্ছিল এ-চাউনির সম্মুখে স্বর্গ পর্য্যন্ত বিচলিত না-হয়ে পারে না। চওড়া ক্রাভাতের মধ্যে চিবুক ও মুখের প্রায় সবটুকু ঢেকে বুড়ো পান্তালিওন দরজায় হেলান দিয়ে গম্ভীর মুখে সমঝদারের ভঙ্গীতে গান শুনছিল। এ-দৃশ্য দেখতে নিশ্চয়ই সে অভ্যস্ত, তবু মেয়েটির সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে সেও মুগ্ধ। মেয়েটি যখন *duettino*টি শেষ করল, ফ্রাউ লিনোরে বললেন যে এমিলের গলাটিও চমৎকার, যাকে বলে বাঁশীর মত ঠিক সেই রকম। কিন্তু এখন সে সেই বয়সে পা দিয়েছে যখন মানুষের গলার স্বর বদলায় (সত্যিই সে কথা বলছিল অনবরত ভাঙ্গা ভাঙ্গা মোটা গলায়), এবং তাই গান গাওয়া তার বারণ। কিন্তু অতিথির সম্মানার্থে পান্তালিওন যদি তার অতীত দিনগুলোকে একটু জাগিয়ে তুলতে পারে, তাহলে কেমন হয়? যেই এ-কথা শোনা, অমনি পান্তালিওনের মুখে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। সে ভ্রুকুটি করে চুলের ভিতর দিয়ে হাত চালিয়ে জানিয়ে দিল যে অনেক কাল আগেই সে এসব ছেড়ে দিয়েছে, যদিও যৌবনে সে বেশ ভালই গাইত এবং তাছাড়া সে সেই স্বর্ণযুগের লোক, যখন সত্যিকারের মার্গ-সঙ্গীত বেঁচে ছিল, যে গানের সঙ্গে আজকালকার নাকী-কান্নার কোনও তুলনাই হয় না, যে যুগে সঙ্গীত ছিল সত্যিকারের সাধনার বস্তু। সে হচ্ছে ভারেসির অধিবাসী পান্তালিওন চিপ্পাতোলা। একদা মোদেনাতে সে জয়মাল্য লাভ করেছিল এবং সেই সঙ্গে থিয়েটারে সাদা পায়রা উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রিন্স তার্‌বুস্কি বলে একজন ছিলেন—হ্যাঁ তিনি ছিলেন রুশ (*il principe Tarbusski*)। তাঁর সঙ্গে পান্তালিওনের ছিল গভীর বন্ধুত্ব। খাবার টেবিলে সর্ব্বদাই তিনি পান্তালিওনকে রুশিয়া যাবার আমন্ত্রণ জানাতেন, সেখানে গেলে পান্তালিওন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাবে সে-প্রতিশ্রুতিও দিতেন। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা! কিন্তু দান্তের দেশ *il paese del Dante!*—ইতালী ছেড়ে যাবার কথা ভাবাও তার

পক্ষে অসম্ভব ছিল। পরে অবশ্য কতকগুলো অশুভ ঘটনা ঘটে, সে যথেষ্ট সতর্ক না হবার জন্যেই ঘটে।·· এই পর্য্যন্ত বলে বৃদ্ধ হঠাৎ থেমে চোখের পাতা দু'টি নীচু করে দু'একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আবার সে সঙ্গীতের সেই স্বর্ণযুগের কথা এবং বিখ্যাত টেনরকণ্ঠ গার্চিয়ার কথা বলতে সুরু করল। এই গার্চিয়ার প্রতি নাকি তার শ্রদ্ধা অসীম।

সে বলতে লাগল, "এই একটি লোক ছিল। আজকালকার হেঁজি-পেঁজি টেনরদের মত—*tenoracci*—*falsetto* গেয়ে মহান গার্চিয়া—*il gran Garcia*—নিজেকে কখনও খেলো করেননি। তাঁর গলায় শুধু শুদ্ধ পর্দা ছাড়া কিছু বেরোত না, *Voce di petto, si!*" ছোট হাড্ডিসার হাতের মুঠি দিয়ে বৃদ্ধ নিজের সার্টের কুঁচিতে আঘাত করতে লাগল, "আর কী অভিনেতা! যেন আগ্নেয়গিরি, *signori miei*, একটা আগ্নেয়গিরি, *un Vesuvio!* ওথেলোতে তাঁর সঙ্গে গাইবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, এই অপেরা *dell'illustrissimo maestro Rossini*-র [প্রখ্যাত ওস্তাদ রোস্সিনি']। গার্চিয়া হয়েছিলেন ওথেলো, আমি ইয়াগো—যখন তিনি এই কথাগুলি বলতেন ··" এখানে পাস্তালিওন একটা ভঙ্গী দিয়ে ভাঙ্গা কাঁপা অথচ মর্ম্মস্পর্শী গলায় গান ধরল:

L'i ra daver ·so daver. so il fato
Io piu no no...no non temero!
[ভাগ্যকে আমি আর
ভয় করব না, করব না!]

"সমস্ত বাড়ীটা তখন কেঁপে উঠত, *signori miei!* কিন্তু আমি ঠিক থাকতাম, আর তারপরই গাইতাম:

L'i...ra daver . so daver . so il fato
Temer piu non dovro!

"তারপর বিদ্যুতের মতো, বাঘের মতো হঠাৎ তিনি ফেটে পড়তেন: ***'Morro!...ma vendicato!'*** [আমি মরছি!.. কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়া হল না।]

"কিম্বা যখন ***Matrimonio Segreto*** থেকে ***Pria che spunti***

নামক বিখ্যাত আরিয়া-টি গাইতে গিয়ে *l'cavalli di galoppo* কথাগুলোতে তিনি আসতেন, তখন যদি শুনতেন, *il gran Garcia* গাইছেন *"Senza posa cacciera"*—ওঃ সে যে কী ব্যাপার!—*com'e stupendo!* তিনি..." বৃদ্ধ একটা অসাধারণ *floritura* ধরে দিল, কিন্তু ন'দশটা পর্দার পরেই থামল, থেমে গলাটা ঝেড়ে নিয়ে হাত নেড়ে এক-পাশে ফিরে বিড়বিড় করে বলল—"কেন তোমরা আমাকে জ্বালাও?" সঙ্গে সঙ্গে জেম্মা চেয়ার থেকে উঠে হাততালি দিতে দিতে ও 'সাবাস সাবাস' বলতে বলতে দৌড়ে সেই অসহায় কর্ম্মহীন নিভৃতবাসী 'ইয়াগো'র কাছে গেল এবং স্নেহভরে তার কাঁধে দু'হাত দিয়ে মৃদু আঘাত দিতে লাগল। একমাত্র এমিলই নির্দ্দয়ভাবে হেসে উঠল। কিন্তু লা ফঁত্যান তো অনেক আগেই লিখে গেছেন: *Cet age est sans pitie*—এ-যুগ করুণা কাকে বলে জানে না।

সানিন এই বৃদ্ধ গায়ককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করতে লাগল এবং ইতালীয় ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলতে সুরু করল (গত ভ্রমণকালে সে এই ভাষা একটু-আধটু শিখেছিল)। সে বলতে লাগল, '*paese del Dante, dove il si suona*-র কথা। এই কথাগুলি এবং *Lasciate ogni sperazana*-র মধ্যেই ছিল ইতালীয় কাব্য-সম্পর্কে তরুণ পর্য্যটকের সমগ্র জ্ঞান সীমাবদ্ধ।

কিন্তু তার এই আপ্যায়নে পান্তালিওন শান্ত হল না। ক্রাভাতের মধ্যে আরও বেশী মুখ ডুবিয়ে সে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল, তাকে দেখাতে লাগল আরও বেশী করে একটা পাখীর মত, দাঁড়কাক বা চিলের ন্যায় রাগী পাখীর মত। আদুরে ছেলের মত ক্ষণিকের জন্য লজ্জার একটা ক্ষীণ রক্তিমাভা খেলে গেল এমিলের মুখে। সে তার বোনের দিকে ফিরে বলল যে, যদি সে অতিথিকে আনন্দ দিতে চায় তবে মাল্‌ৎসের লেখা কমেডিগুলোর একখানা থেকে সে যদি তাঁকে পড়ে শোনায় তবেই সবচেয়ে ভাল হয়—ওগুলো এত চমৎকার পড়তে পারে সে। জেম্মা হেসে উঠল এবং ভাইয়ের হাতে মৃদু আঘাত করতে করতে বলল সব সময় তার শুধু ঠাট্টা। বলল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের

ঘরে গেল এবং একখানা ছোট্ট বই হাতে করে ফিরে এল। তারপর টেবিলের পাশে আলোর কাছে বসে চারিপাশে তাকিয়ে তর্জ্জনী তুলল, যেন বলতে চাইল 'সবাই চুপ কর।' ভঙ্গীটি একান্তই ইতালীয়। তারপব সে পড়তে সুরু করল।

৭

লেখক মাল্‌ৎস্ ১৮৩০-'৩৯-এ ফ্রাঙ্কফোর্টে বাস কবতেন। তিনি স্থানীয় ভাষায ছোট ছোট কমেডি লিখতেন। স্থানীয টাইপ-চরিত্রগুলি তিনি এমন হাস্যরস দিযে সৃষ্টি করতেন যা খুব গভীব না হলেও বেশ মজাদার। দেখা গেল জেম্মা সত্যিই ভাল আবৃত্তি কবে—পেশাদাব অভিনেত্রীর মতই। ইতালীয রক্তের সঙ্গে উত্তরাধিকাব সূত্রে পাওযা সমস্ত অনুকরণ শক্তিটুকু প্রযোগ কবে সে প্রত্যেক চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলো ফুটিযে তুলল এবং সারাক্ষণই তা ফুটিয়ে রাখল। কোনও বীভৎস চেহারাব পাগলিনী অথবা বোকা মোড়লের ভূমিকার বেলায সে তাব অনবদ্য কণ্ঠস্বব অথবা সুন্দব মুখাবযব কোনটাকেই রেহাই দিল না। চোখ-নাক কুঁচকে, আধ-স্ববে কথা বলে, খিলখিল করে হেসে উঠে এমন মুখভঙ্গী সে করল যে না-হেসে কিছুতেই থাকা যায় না।…আবৃত্তি করার সমযে সে নিজে কখনও হাসছিল না, কিন্তু শ্রোতারা যখন (একমাত্র পান্তালিওন ছাডা; *quel ferroflucto Tedesco*-এর * প্রশ্নটি উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই সে সবে পড়েছিল) হাসিতে ফেটে পড়ে তার আবৃত্তিতে বাধা সৃষ্টি করছিল, তখন সে বইখানা তার দু'খানা হাঁটুর উপর ফেলে মাথাটা পিছনে বাঁকিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠছিল আর এই হাসির সঙ্গে সঙ্গে তার কাল কোমল অলকগুচ্ছ তার গলা ও কম্পমান কান দু'টির উপর নাচছিল। যেই ঘবের মধ্যেকার হাসি থেমে যাচ্ছিল, সে বইখানা তুলে নিযে আবার যথাযথ মুখভঙ্গী সহকারে গম্ভীরভাবে আবৃত্তি সুরু করছিল। সানিন একেবারে মুগ্ধ হয়ে

* কী সয়তান জার্মানটা!—অনুবাদক।

গেল—সে সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হল, কী সহজেই না জেম্মা তার প্রায় ক্লাসিকাল পর্য্যায়ের সুন্দর মুখখানিতে হাস্যকর, কখনও কখনও বা প্রায় অতি সাধারণ ভাব ফুটিয়া তুলতে পারে! তরুণীদের—তথাকথিত *jeunes premieres*-দের, ভূমিকায় জেম্মা তত সুবিধা করতে পারল না। প্রেমের দৃশ্যগুলিতে সে একেবারেই সুবিধা করতে পারল না। সে নিজেও এটা বুঝছিল, তাই এমন একটা সূক্ষ্ম বিদ্রুপের সঙ্গে এই দৃশ্যগুলি সে আবৃত্তি করছিল যেন এইসব গম্ভীর শপথ ও গালভরা বক্তৃতায় সে বিশ্বাস করে না; লেখক নিজেও এইসব জিনিষ যথাসম্ভব কম নাটকে দিয়েছিলেন।

সন্ধ্যা কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছিল সানিনের সে খেয়াল ছিল না, যখন দশটা বাজল শুধু তখনই তার মনে পড়ল তাকে দেশের পথে রওনা হতে হবে। সূচিবিদ্ধের মত সে লাফিয়ে উঠল।

ফ্রাউ লিনোরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি?"

"আজ রাত্রেই যে আমাকে বার্লিনে রওনা হতে হবে। গাড়ীতে আসন সংগ্রহ করে ফেলেছি।"

"গাড়ী কখন ছাড়ছে?"

"সাড়ে দশটায়।"

জেম্মা বলল, "তাহলে এমনিতেই আপনার দেরী হযে গেছে। থাকুন ...আমি পড়ছি।"

ফ্রাউ লিনোরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাড়ার সব টাকা দেওয়া হয়ে গেছে, না কিছু জমা রেখে এসেছেন?"

অনুতপ্ত আর্ত্ত কণ্ঠে সানিন বলে উঠল, "সব টাকা দেওয়া হয়ে গেছে।"

জেম্মা চোখ দুটো কুঁচকে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখল, তারপর হেসে উঠল। তার মা তাকে তিরস্কার করলেন।

"এই তরুণ ভদ্রলোকটির টাকাগুলো জলে গেল, আর তুমি হাসছ?"

জেম্মা বলল, "কিছু ভেবো না, এতেই উনি ভেঙ্গে পড়বেন না। আমরা ওঁকে সান্ত্বনা দেব। আসুন, একটু লেমনেড খান।"

সানিন এক গ্লাস লেমনেড পান করল। জেম্মা আবার মালৎসের

নাটক পড়তে আরম্ভ করল। আগের মতই আমোদে আনন্দে সময় কেটে চলল।

ঘড়িতে বারটা বাজল। বিদায় নেবার জন্য সানিন উঠে দাঁড়াল।

জেম্মা বলল, "এখন আপনাকে আরও কয়েকটা দিন ফ্রাঙ্কফোর্টে থেকে যেতে হবে। অত ব্যস্ত হবার দরকার নেই। থাকার পক্ষে এর চেয়ে ভাল সম্ভব আপনি আর পাবেন না।" তারপর একটু থেমে হেসে বলল, "সত্যিই পাবেন না।"

সানিন কোনও জবাব দিল না। মনে মনে বলল, পকেট যখন তার খালি তখন সে চাক বা না চাক ফ্রাঙ্কফোর্টে তাকে থাকতেই হবে। বার্লিনের বন্ধুর কাছ থেকে যতদিন না সে জবাব পাচ্ছে, ততদিন ফ্রাঙ্কফোর্টে তাকে থাকতেই হবে। বার্লিনের বন্ধুর কাছে ধার চেয়ে চিঠি লিখতে হবে।

ফ্রাউ লিনোরে বললেন, "হ্যাঁ, থেকেই যান। জেম্মার হবুবর হের কার্ল ক্লুবারের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দেব। দোকানে খুব ব্যস্ত আছেন বলে আজকে তিনি আসতে পারেননি। · দোকানটা আপনি দেখে থাকতে পারেন, জাইলের ধারে—সহরের মধ্যে সবচেয়ে বড় পোষাকের ও রেশমী কাপড়ের দোকান। উনিই দোকানের কর্তা, কিন্তু আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে উনি খুসী হবেন।"

কে জানে কেন, এই খবরটায় সানিনের মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। তার মনের ভিতর দিয়ে খেলে গেল 'সুখী লোক' এই কথাটি। জেম্মার দিকে তাকিয়ে তার মনে হল সে যেন তার চোখ দু'টিতে একটা বিদ্রুপের আভাস দেখতে পেল। সানিন বিদায় নিতে সুরু করল।

ফ্রাউ লিনোরে জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল আসছেন তো? কাল আসবেন কিন্তু। আসবেন তো?"

জেম্মা বলল, "কাল দেখা হবে।" তার কণ্ঠস্বরে প্রশ্ন ছিল না, ছিল দৃঢ় প্রত্যয়, যেন দেখা হতেই হবে।

সানিন জবাব দিল, "কাল দেখা হবে।"

এমিল, পান্তালিওন ও লোমশ ছোট কুকুর তার্তাগ্লিয়া সানিনকে রাস্তায়

মোড় পর্য্যন্ত এগিয়ে দিতে এল। জেম্মার আবৃত্তি সে যে মোটেই পছন্দ করেনি, পান্তালিওন সেকথা- আর চেপে রাখতে পারল না।

"ওর লজ্জিত হওয়া উচিত! ভেংচি কাটছে, খিলখিল করছে, এটা কি ক্যারিকেচার—*una carricatura!* ওর উচিত মেরোপি অথবা ক্লাইটামেনস্ট্রার পার্ট বলা—যা হচ্ছে মহান ও ট্রাজিক। তা না, পচা জার্ম্মান নকল করে রগড় হচ্ছে! আমি নিজেই তো ও করতে পারি।" ক্রাভাতের ভেতর থেকে মুখটা বেব করে আঙুলগুলো মেলে দিয়ে ভাঙ্গা গলায় সে চেঁচিয়ে উঠল—"*Mehrz, kerz, schmerz.*"

তার্তাগ্লিয়া তার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ কবে উঠল আর এমিল হাসিতে ফেটে পড়ল। বৃদ্ধ হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িযে ফিবে চ'লে গেল।

কিছুটা অভিভূতের মত সানিন "শ্বেত মরালে" ফিরে এল। বারান্দায় সে তাব মালপত্র রেখে গিয়েছিল। তখনও তাব কানে বাজছিল জার্ম্মান ফরাসী, ইতালীয় কথাবার্ত্তা। সস্তা হোটেল-ঘরেব বিছানায় শুয়ে সে ফিস ফিস করে উচ্চারণ কবল, "হবুবব! আহা, মেয়েটি কী সুন্দরী! কিন্তু আমি থেকে গেলাম কেন?"

তার পবদিন অবশ্য সানিন তাব বার্লিনের বন্ধুর কাছে একখানা চিঠি লিখে দিল।

৮

সানিনেব তখনও কাপড়-চোপড় পরা হযনি, এমন সময় হোটেলের পরিচারক এসে জানাল যে দু'জন ভদ্রলোক তাব সঙ্গে দেখা করতে চান। দেখা গেল এঁদের একজন হচ্ছে এমিল, অন্যজন সুন্দরী জেম্মাব হবুবর হের কার্ল ক্লুবার। ইনি যুবক হলেও বযেসে কাঁচা নন, দেহাবয়ব সুন্দর সুঠাম এবং চেহারাটা একটু ভারিক্কি গোছেব।

হের ক্লুবারের চেয়ে ভদ্র, সম্ভ্রান্ত, গম্ভীব ও সৌজন্যপরায়ণ দোকানী সম্ভবতঃ সারা ফ্রাঙ্কফোর্টের একটি দোকানেও ছিল না। তাঁর নিখুঁত পোষাক ছিল তাঁর চালচলনের মর্য্যাদার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে খাপ-খাওয়ান।

তাঁর ব্যবহার যদিও ছিল ইংরেজদের মত একটু রীতিমাফিক ও চাপা (তিনি দু'বছর ইংলণ্ডে কাটিয়েছিলেন), কিন্তু সে ব্যবহার ছিল শিষ্ট পরিচ্ছন্নতায় মনোমুগ্ধকর। প্রথম দর্শনেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই সুদর্শন, কিছুটা কঠোর, অত্যন্ত সুপালিত ও সুমার্জ্জিত তরুণ ভদ্রলোকটি ঊর্দ্ধতনদের হুকুম পালনে ও অধস্তনদের উপর হুকুম খাটাতে অভ্যস্ত এবং তাঁর দোকানের কাউণ্টারের পিছনে থেকে খরিদ্দারদের মধ্যে পর্য্যন্ত তাঁর প্রতি সম্ভ্রম জাগিয়ে তোলেন। তাঁর অলৌকিক সততা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না—তাঁর মাড় দেওয়া কড়া কলারের দিকে একবার তাকালেই এ-সম্পর্কে তুমি স্থিরনিশ্চয় হতে পার। তাঁর কণ্ঠস্বর যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনি—নরম, দৃঢ় ব্যঞ্জনাময় কিন্তু খুব চড়া নয়, গলার পর্দ্দাগুলিতে একটা কোমলতার আভাস। এ-কণ্ঠস্বর দোকান-কর্ম্মচারীদের হুকুম দেবার পক্ষে চমৎকার—"লাল লিয়ঁ-মখমলের থানটা দেখাও তো হে", কিম্বা "ভদ্রমহিলার জন্যে একখানা চেয়ার নিয়ে এস।"

কথাবার্ত্তা সুরু করলেন হের ক্লুবার। সুরু করলেন নিজেই নিজের পরিচয় দিয়ে। এই পরিচয় প্রদান করলেন এমন মহান উদার ভঙ্গীতে দেহটি নত করে, এতখানি সমীহ করে পা দু'খানি সঞ্চালিত করে এবং এত শিষ্টতার সঙ্গে গোড়ালিতে গোড়ালি লাগিয়ে যে সবাই এ কথা না ভেবে পারল না—"এই লোকটির দোকানের কাপড় ও চারিত্রিক গুণ প্রথম শ্রেণীর।" তাঁর দস্তানা-খোলা খালি হাতখানা তিনি বন্ধুত্বের বিনম্র প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সানিনের দিকে এগিয়ে দিলেন (সুয়েডের দস্তানাঢাকা তাঁর বাঁ হাতে আরশীর মত ঝকঝকে একটা টপ্ হ্যাট্ ধরা ছিল, এরই মাথায় অপর দস্তানাটি)। তাঁর খালি ডান হাতখানার চেহারা দেখে সানিন বিস্মিত হল, এমন একখানা হাত যে থাকতে পারে সে ধারণাও তার ছিল না—এ হাতের প্রতিটি নখ এক একটি শিল্পকীর্ত্তি। অত্যন্ত সুমার্জ্জিত জার্ম্মান ভাষায় হের ক্লুবার বলতে লাগলেন, যে বিদেশী ভদ্রলোক তাঁর ভাবীকুটুম্বের, তাঁর বাকদত্তার ভাইয়ের এতখানি উপকার করেছেন, তাঁকে তিনি তাঁর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চান। কথাগুলি বলেই তিনি টুপী-ধরা বাঁ হাতখানি

এমিলের দিকে প্রসারিত করলেন। এমিল যেন বিব্রত হয়ে মুখে আঙুল পুরে জানালার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। হের ক্রুবার আরও বললেন যে যদি বিদেশী ভদ্রলোকের কোনও কাজে তিনি লাগতে পারেন, তবে নিজেকে তিনি সুখী মনে করবেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা জার্ম্মান ভাষায় সানিন জবাব দিল, সেও খুব খুসী হয়েছে এবং সে যা করেছে তা এমন কিছুই নয়, আগন্তুকদের সে আসন গ্রহণ করতে বলল, হের্ ক্রুবার্ তাকে ধন্য-বাদ জানালেন এবং কোটের পিছনের কাটা প্রান্ত দু'টি বিদ্যুৎগতিতে খেলিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, কিন্তু বসলেন এত আলতোভাবে ও বসে রইলেন এত অনিশ্চিতভাবে যে এ কথা না বুঝে উপায় রইল না যে লোকটি বসেছে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরে ও এই মুহূর্ত্তেই উড়ে বেরিয়ে যাবে এবং সত্যিই তিনি তৎক্ষণাৎ উড়ে বেরিয়ে গেলেন, যাবার সময় একটা বিনম্র নাচের ভঙ্গীতে এদিক-ওদিক হেলে বলে গেলেন যে এখনিই তাঁকে দোকানে ছুটতে হবে তাই তিনি আর থাকতে পারছেন না বলে দুঃখিত—কাজ আগে—কিন্তু পরের দিন রবিবার আছে, তিনি ফ্রাউ লিনোরে ও ফ্রাউলীন জেম্মার সম্মতি নিয়ে সডেনে একটু প্রমোদ-ভ্রমণের ব্যবস্থা করেছেন। এতে যোগ দেবার জন্যে বিদেশী ভদ্রলোককে তিনি আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং ভরসা করে আশা করছেন যে তিনি তাঁর উপস্থিতি দিয়ে একে অলঙ্কৃত করতে গররাজী হবেন না। নিজের উপস্থিতি দিয়ে প্রমোদ-ভ্রমণকে অলঙ্কৃত করতে সানিন যখন গররাজী হলেন না, হের ক্রুবার তখন আবার তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিদায় নিলেন। বিদায় নিয়ে যাবার সময় তাঁর ফিকে সবুজ রঙের পাৎলুন মনোরমভাবে ঝলমল করতে লাগল এবং তাঁর চকচকে নতুন জুতার তলা দু'টির মচমচ শব্দ কিছু কম মনোরম শোনাল না।

৯

সানিনের বসতে বলা সত্ত্বেও এমিল জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। ভাবী কুটুম্ব চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ঘুরে দাঁড়াল। লজ্জারুণ মুখে

শিশুর মত ঠোঁট ফুলিয়ে সে সানিনকে জিজ্ঞাসা করল, সেখানে সে আর কিছুক্ষণ থাকতে পারে কি না। ঐ সঙ্গে সে একথাও জানাল, "আমি আজ খুব ভাল আছি, কিন্তু ডাক্তার বলেছেন কিছুতেই আমার কোনও কাজ করা চলবে না।"

তৎক্ষণাৎ সানিন খুসী হয়ে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই, থাক। তুমি থাকলে আমার কোনও অসুবিধেই হবে না।" কিছু না-করার কোনও একটা অজুহাত পেলেই খাঁটি রুশরা খুসী হয়ে ওঠে।

এমিল তাকে ধন্যবাদ জানাল, এবং শিগ্গীরই তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও তার ঘরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠল। সানিনের জিনিষগুলো সে নেড়েচেড়ে দেখতে লাগল, প্রায় প্রত্যেকটি জিনিষ সম্পর্কে সানিনকে প্রশ্ন করল কোথায় কেনা এবং তা দিয়ে কি হবে। সানিনকে সে কামাতে সাহায্য করল, সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলল যে তার গোঁফ রাখা উচিত, এবং মা, বোন, পান্তালিওন, এমনি কি ছোট্ট কুকুর তার্তাগ্লিয়া সম্পর্কে অসংখ্য খুঁটিনাটি কথা, তাদের সবার জীবনযাত্রার সম্পর্কিত কথা সানিনকে বলে সে তার কথা শেষ করল। তাব আগের আড়ষ্টভাব একেবারেই কেটে গিয়েছিল। হঠাৎ সানিনকে তার অসম্ভব ভাল লাগল, আগেব দিন সে যে তার জীবন বাঁচিয়েছে মোটেই সে-জন্যে নয়—সানিন লোকটি চমৎকার সেইজন্যে। নিজের সব গোপন কথা সানিনকে বলে ফেলতে তার একটুও বিলম্ব হল না। যে-কথাটা সে বিশেষ করে বলল সেটা হচ্ছে এই যে, তাকে দোকানী বানাবেন বলে মা নাছোড়বান্দা। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে যে, সে একজন জন্ম-শিল্পী, একজন সঙ্গীতসাধক, একজন গাইয়ে। থিয়েটারই তার আসল পেশা হওয়া উচিত এবং এ ব্যাপারে পান্তালিওন পর্য্যন্ত তাকে উৎসাহ দিচ্ছে, কিন্তু হের ক্লুবার হচ্ছেন মাযের দিকে, আব মায়ের উপর তাঁর খুবই প্রভাব, তাকে কারবারী বানাবার কথাটা তো সবার আগে হের ক্লুবারের মাথাতেই এসেছিল। হের ক্লুবারের ধারণা ব্যবসার চেয়ে গৌরবময় পেশা আর কিছু হতে পারে না! কাপড় আর মখমল বেচা, খদ্দের ঠকান, তাদের কাছ থেকে ***Narrenoder Russen-***

Preise (বোকাদের বা রুশদের দাম) আদায় করা—এই হচ্ছে তাঁর আদর্শ! *

সানিনের কাপড়চোপড় পরা এবং বার্লিনে চিঠি লেখা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সে বলে উঠল, "চলুন এবার, এখন আমার সঙ্গে বাড়ী যেতে হবে।"

সানিন বলল, "এত তাড়াতাড়ি কেন?"

এমিল তার গা ঘেঁসে এসে বলল, "তাতে কি হয়েছে, চলুন যাই। চলুন আমরা ডাকঘর ঘুরে আমাদের বাড়ী যাই। জেম্মা আপনাকে দেখে কিন্তু খুব খুসী হবে। আপনি আমাদের ওখানে ব্রেকফাষ্ট করবেন।··· মাকে আমার সম্বন্ধে বলবেন, আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।···"

সানিন বলল, "বেশ, চল।" তারা দু'জনে একত্রে রওনা হল।

১০

মনে হল জেম্মা তাকে দেখে সত্যই খুসী হয়েছে। ফ্রাউ লিনোরে তাকে স্নেহভরে আপ্যায়ন জানালেন। সে বুঝল আগের দিন দু'জনকেই সে খুসী করতে পেরেছে। এমিল খাবার দেবার কথা বলতে ছুটে বেরিয়ে গেল, যাবার সময় সানিনের কানে ফিস ফিস করে বলে গেল, "দেখবেন, ভুলবেন না যেন।"

সানিন জবাব দিল, "না, ভুলব না।"

ফ্রাউ লিনোরের শরীর ভাল ছিল না, তিনি বাতে ভুগছিলেন। তিনি আরাম-কেদারায় শুয়েছিলেন এবং নড়াচড়া না-করার চেষ্টা করছিলেন। জেম্মা পরেছিল আলগা একটা হলদে রঙের ফ্রক, কোমরে কাল চামড়ার বেল্ট দিয়ে আঁটা। তাকেও ক্লান্ত দেখাচ্ছিল, মুখটা একটু ফ্যাকাসে, চোখ দু'টির নীচে কাল কাল গোল দাগ। তাতে অবশ্য চোখের

* আগে—এবং নিশ্চয়ই এখনও—যখন মে মাসে ফ্রাঙ্কফোর্টে দলে দলে রুশরা এসে পৌঁছাত, তখন সমস্ত দোকানে দাম চড়ে যেত এবং এই চড়া-দামকে বলত Russen (রুশদের) অথবা—হায়রে! Narren (বোকাদের) দাম!—লেখকের মন্তব্য।

উজ্জ্বলতা মোটেই নষ্ট হয়নি এবং তার মুখের বিবর্ণতা, তার মুখাবয়বের প্রাচীন মূর্ত্তিভাস্কর্য্যের কঠিনতার মধ্যে মোহময় ও রহস্যময় কিছু সঞ্চার করেছিল। আজ তার দু'টি হাতের সুষমা সানিনকে মুগ্ধ করল—যখন সে তার উজ্জ্বল কাল চুলের গুচ্ছ বিন্যস্ত করার জন্য মাথায় হাত দিল, তখন তার আঙ্গুলগুলো থেকে সানিন আর চোখ ফেরাতে পারল না। সে আঙ্গুলগুলি রাফায়েলের ফর্নারীনার আঙ্গুলগুলোর মতই দীর্ঘ, চাঁপার মত কমনীয় এবং নিপুণভাবে সুগ্রথিত।

সেদিন ছিল খুবই গরম। প্রাতঃরাশের পর সানিন বিদায় নেবার জন্য উঠে দাঁড়াল, কিন্তু তাকে বলা হল যে এমন দিনে যে যেখানে আছে সে সেখানে থাকাই ভাল—এবং সে রাজী হয়ে গেল; সে থেকে গেল। পিছনের যে-ঘরটিতে সানিন মেয়েদের সঙ্গে বসেছিল, সে ঘরটি চমৎকার ও ঠাণ্ডা; জানালা দিয়ে দেখা যায় এ্যাকাসিয়া-ঝোপে ভর্ত্তি একটা ছোট বাগান। সদ্যফোটা সোনালী ফুলে পরিকীর্ণ ঘন পত্রপল্লবের মধ্যে অসংখ্য মৌমাছি, বোলতা ও ভীমরুল গুঞ্জন করে ফিরছিল—আর সেই অবিশ্রাম মৃদু গুঞ্জন জানালার আধ-বোজা খড়খড়ি ও টেনে-দেওয়া পর্দ্দাগুলো ভেদ করে ঘরের ভিতর প্রবেশ করছিল; বোঝা যাচ্ছিল ঘরের বাইরের বাতাস গুমোট গরমে ভেপ্‌সে উঠেছে আর তাই ঘরের আরামপ্রদ আশ্রয়ের শীতলতাটুকু আরও বেশী ভাল লাগছিল।

আগের দিনের মত আজও সানিন অনেক কথাই বলল, কিন্তু রুশিয়া ও রুশ-জীবনের কথা বলল না। প্রাতঃরাশ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কারবারের খাতা লেখা অভ্যাস করার জন্য এমিলকে পাঠান হয়েছিল হের ক্লুবারের কাছে। এই কিশোর বন্ধুটিকে খুসী করার জন্য শিল্প ও ব্যবসায়ের তুলনামূলক সুবিধা-অসুবিধার প্রসঙ্গের দিকে সানিন কথাবার্ত্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। ফ্রাউ লিনোরে যখন ব্যবসায়ের পক্ষ নিলেন তখন সে আশ্চর্য্য হল না, এটা সে প্রত্যাশাই করেছিল। কিন্তু জেম্মাও তার মায়ের সঙ্গে একমত হল।

হাতখানা বেশ দৃঢ়ভাবে নীচের দিকে নামিয়ে সে জোরের সঙ্গেই বলল, "যদি আপনি শিল্পী হন—বিশেষতঃ গায়ক হন, তবে হতে হবে

আপনাকে একেবারে প্রথম শ্রেণীর। এ না হলে চলবেই না; আর কে জানে তা আপনি কোনদিন হতে পারবেন কিনা?"

পান্তালিওনও আলোচনায় যোগ দিয়েছিল। (পুরান আমলের চাকর এবং বয়স অনেক হয়েছে বলে মনিবদের সামনে বসবার অধিকার তার জন্মেছিল; আর ইতালীয়ানরা কেতা-কায়দা নিয়ে মাথা ঘামায় না।) পান্তালিওন স্বভাবতঃই ছিল পুরোপুরি শিল্পের পক্ষে। সত্যিকথা বলতে, তার যুক্তিগুলো ছিল কিছুটা দুর্ব্বল। সে সুরু করেছিল এই বলে যে, সবচেয়ে বড় জিনিষ হচ্ছে *d'un certo estro d'inspirazione* থাকা —প্রেরণার একটা আবেগ থাকা। এর জবাবে ফ্রাউ লিনোবে বললেন, তাব নিশ্চয়ই এই *estro* ছিল কিন্তু তবুও···

মুখ ভার করে পান্তালিওন বলল, "আমাব শত্রু ছিল।"

ফ্রাউ লিনোবে বললেন, "আচ্ছা যদি দেখা যায় এমিলের মধ্যে এই *estro* বয়েছে, তবু তার যে শত্রু হবে না তা তুমি কি করে জানলে?"—সহজ ইতালীয ভঙ্গীতে তিনি পরিচিত 'তুমি' বলতে সুরু করেছিলেন।

রেগে উঠে পান্তালিওন বলল, "বেশ তো! ওকে একটা ফিরিওয়ালা বানাও। জিওভান বাতিৎসা যিনি মিঠাইওয়ালা ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি এ কাজ করতেন না।"

"আমার স্বামী জিওভান বাতিৎসা বিবেচক লোক ছিলেন—যদিও যৌবনে একটু রগচটা ছিলেন।..."

বৃদ্ধ একথা শুনতে চাইল না এবং তিরস্কারেব স্বরে বারবার 'হায়রে জিওভান বাতিৎসা!' বলতে বলতে সেখান থেকে চলে গেল। জেম্মা বলে উঠল, "এমিলের মধ্যে যদি দেশপ্রেমের প্রেরণা জেগে থাকে এবং সে তার সমস্ত শক্তি ইতালীর মুক্তির জন্য ব্যয় করতে চায়, তবে এতবড একটা মহান ও পবিত্র আদর্শের জন্য তাকে একটা সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ বলি দিতে দেওয়া যেতে পারে,—কিন্তু থিয়েটারের জন্য নয়।" এবার ফ্রাউ লিনোরের মধ্যে উত্তেজনার ভাব ফুটে উঠল। তিনি তাঁর মেয়ের কাছে এই অনুনয় করতে লাগলেন যে, নিজে সে বেপরোয়া রিপাবলিকান তাই যথেষ্ট, আর ভাইকে সে যেন বিপথে নিয়ে না যায়। এই কথা

বলে ফ্রাউ লিনোরে বিলাপের সুরে বলতে লাগলেন যে, তাঁর মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে, "মাথা একেবারে ফেটে পড়ছে।" আগন্তুকের প্রতি সম্মান দেখানর জন্যে ফ্রাউ লিনোরে মেয়ের সঙ্গে ফরাসীতে কথা বললেন।

তৎক্ষণাৎ জেম্মা মাকে শুশ্রূষা করতে লেগে গেল। ওডিকোলোন দিয়ে মায়ের কপালটা আগে ভিজিয়ে নিয়ে সেই কপালের উপর আস্তে আস্তে ফুঁ দিতে লাগল, আস্তে মার দু'টি গালে চুমু খেল, মার মাথাটি বালিশের উপর শুইয়ে দিল, তাঁকে কথা বলতে বারণ করল—আবার তাঁকে চুমু খেল। তারপর সানিনের দিকে ফিরে সে বলতে লাগল, দেখুন আমার মা-টি কী চমৎকার, একসময় কি সুন্দরীই না ছিলেন। কথাগুলি বিদ্রুপের সুরে বলা হলেও, কথাগুলির ভিতরের প্রকৃত আবেগ চাপা রইল না। "আর 'একসময় ছিলেন'ই বা বলি কেন? এখনও তিনি সুন্দরী। একবার চেয়ে দেখুন ওঁর দিকে, চেয়ে দেখুন, ওঁর চোখ দুটি কী চমৎকার!"

জেম্মা পকেট থেকে তাড়াতাড়ি একখানা সাদা রুমাল বের করে মায়ের মুখখানা ঢেকে দিল। তারপর রুমালখানার কিনার ধরে নীচের দিকে টানতে লাগল; ক্রমে ক্রমে ফ্রাউ লিনোরের কপাল, ভ্রু, চোখ বেরিয়ে পড়ল; এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করে জেম্মা মাকে চোখ বুজতে বলল। কথামত কাজ করলেন মা। জেম্মা প্রশংসাসূচক চীৎকার দিয়ে উঠল। (ফ্রাউ লিনোরের চোখ দু'টি সত্যিই খুব চমৎকার) তারপর মায়ের মুখের নীচু ও অপেক্ষাকৃত অসম অংশের উপর দিয়ে রুমালখানা দ্রুত টেনে নিয়ে তাঁকে জেম্মা আবার চুমু খেতে লাগল। ফ্রাউ লিনোরে হেসে উঠলেন এবং মাথা ফিরিয়ে কৃত্রিম বলপ্রয়োগে মেয়েকে দূরে ঠেলে দিলেন। মায়ের সঙ্গে লড়বার ভান করতে লাগল জেম্মা, সঙ্গে সঙ্গে মাকে আদরও করতে লাগল—মার্জ্জারসুলভ ফরাসী পদ্ধতিতে নয়, সেই ইতালীয় সুষমায়, যার ভিতর সব সময়ই একটা অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় মেলে। শেষে ফ্রাউ লিনোরে বললেন, তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।......তৎক্ষণাৎ জেম্মা তাঁকে হুকুম করল, আরাম-কেদারায় যেভাবে আছেন সেইভাবে ঘুমিয়ে নিতে, এবং "আমি ও রুশ ভদ্রলোকটি

দু'টি ইঁদুরের বাচ্চার মত চুপটি করে থাকব—*comme des petites souris*।" উত্তরে হেসে তিনি চোখ বুজলেন এবং দু'একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে হালকা ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। জেম্মা মার পাশের আসন-টায় আলতোভাবে বসে পড়ল এবং একেবারে নিস্পন্দ হয়ে রইল। শুধু মাঝে মাঝে সানিন একটু নডলেই ঠোঁটে আঙুল রেখে 'সৃসৃস্' করে ক্ষীণ তিরস্কার ছাড়া আর কিছুই সে করছিল না, আর একখানা হাত দিয়ে সে মায়ের মাথার বালিশটা ধরেছিল। শেষে সানিনও যেন কেমন একপ্রকার ধ্যানের মধ্যে ডুবে গেল, সম্মুখের ছবিখানির দিকে তন্ময়দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। সবুজ রঙের সাবেকী ফুলদানিগুলোতে পূর্ণপ্রস্ফুটিত তাজা গোলাপের রক্তিমাভা এখানে-ওখানে কক্ষটির আধা-অন্ধকারকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। মহিলা নিদ্রিতা—তাঁর হাত দু'খানি বিনম্রভাবে ভাঁজ করা, তাঁর করুণা-কোমল ক্লান্ত মুখখানা বালিশের তুষার শুভ্রতার ফ্রেমে বাঁধান। আর এই তরুণী, এত স্পর্শচকিত—মায়ের মতই এত কোমলপ্রাণ, এত বুদ্ধিমতী, এত পবিত্র, এত অনির্ব্বচনীয় সুন্দর, চোখ দু'টি এত গভীর, এত কাল, এত ছায়াচ্ছন্ন অথচ এত উজ্জ্বল······কী এসব! স্বপ্ন? রূপকথা? কিন্তু কেমন করে সে এখানে এল?

১১

সদর দরজার ঘণ্টাটা টুং টুং করে বেজে উঠল। ফার টুপী মাথায়, লাল ওয়েস্টকোট পরা একটা চাষীর ছেলে দোকানে ঢুকল। সকাল থেকে একজনও খদ্দের আসেনি। প্রাতঃরাশের সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফ্রাউ লিনোরে সানিনকে বলেছিলেন, "দেখুন একবার আমাদের কারবারের অবস্থাটা।" তিনি ঘুমোতে লাগলেন, ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটল না। মায়ের বালিশের তলা থেকে হাত সরিয়ে নিতে হবে এই ভয়ে জেম্মা সানিনকে ফিস ফিস করে বলল, "যান না, আমার হয়ে দোকানটা দেখুন।"

সঙ্গে সঙ্গে সানিন পা টিপে টিপে দোকান-ঘরের ভিতর ঢুকল। ছেলেটি তিন আউন্স পিপারমেণ্ট লজেন্স চাইল।

দরজার ভিতর দিয়ে ফিস ফিস করে সানিন জিজ্ঞাসা করল, "এর কাছ থেকে কত নেব?"

"ছয় ক্রুসোর"—ফিস ফিস করে জবাব দিল জেম্মা।

সানিন তিন আউন্স ওজন করল, এদিক-ওদিক তাকাল কিছু কাগজের জন্য, খানিকটা কাগজ জড়িয়ে ঠোঙ্গা তৈরী করল, সেই ঠোঙ্গায় লজেন্সগুলো জড়াল, ছড়িয়ে ফেলে দিল লজেন্সগুলোকে, আবার সেগুলো ঠোঙ্গায় জড়াল, আবার ছড়িয়ে ফেলল এবং অবশেষে ঠোঙ্গাটা কাউণ্টারের উপর দিয়ে খদ্দেরের হাতে দিয়ে তার হাত থেকে পয়সা নিল।···মাথার টুপীটা পেটের সঙ্গে চেপে ধরে ছেলেটা অবাক হয়ে একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল আর পিছনের ঘরে জেম্মা মুখে হাত চেপে হাসির দমক ঠেকাবার চেষ্টা করতে লাগল। প্রথম খদ্দের যেতে না যেতেই দোকানে ঢুকল আর একজন, তারপর আরও একজন। সানিন মনে মনে ভাবল, "আমি দেখছি, সৌভাগ্য সঙ্গে নিয়ে এসেছি।" দ্বিতীয় খদ্দের এক গেলাস সিরাপ চাইল, তারপরের খদ্দেরটি চাইল ছয় আউন্স মেঠাই। চামচগুলো উৎসাহভরে নাড়াচাড়া করে, পিরিচগুলোকে এদিক-ওদিক সরিয়ে এবং কৌটোগুলো ও বয়ামগুলোর ভিতর ব্যস্তভাবে আঙুল ঢুবিয়ে দিয়ে সানিন খদ্দেরদের চাহিদা মেটাল। হিসাব করে দেখা গেল সিরাপ সে সস্তায় বিক্রী করেছে কিন্তু মেঠায়ের দাম নিয়েছে দুই ক্রুসোর বেশী। জেম্মা তার খুসী চেপে রাখতে পারল না, আর সানিন অনুভব করল একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ, স্ফূর্ত্তির এক অসাধারণ প্লাবন। তার মনে হল, এইভাবে এই কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে অনন্তকাল ধরে সে সিরাপ ও মেঠাই বিক্রী করতে পারে, যদি এই রূপময়ী পরিহাসভরা কৌতুক-দৃষ্টিকে খোলা দরজার ভিতর দিয়ে এমনই ভাবেই চোরের মত তাকিয়ে তাকে দেখতে থাকে আর এমনই ভাবেই জানালার সামনের আখরোট গাছগুলোর পত্রগুচ্ছের ভিতর দিয়ে গ্রীষ্মের রৌদ্র এসে দ্বিপ্রহরের ঈষৎ সবুজ সোনালী সূর্য্যকিরণে ও দ্বিপ্রহরের ছায়া সমস্ত ঘরখানাকে ভরে

থাকে আর তার হৃদয় ভেসে চলে এক মধুর আলস্যে, ভয়ভাবনাহীন আনন্দে, যৌবনে—যৌবনের প্রথম উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে।

চতুর্থ খরিদ্দার এসে চাইল এক পেয়ালা কফি। এবার দরকার পড়ল পান্তালিওনকে ডাকার। (হের ক্লুবারের দোকান থেকে এমিল তখনও ফেরেনি।) সানিন ভিতরে গিয়ে আবার জেম্মার পাশে বসল। ফ্রাউ লিনোরে তখনও ঘুমোচ্ছিলেন, তাই মেয়ের খুসী আর ধরে না। সে বলল, "ঘুমের ভিতরই মার বাতের ব্যথা সেরে গেছে।" সানিন তাকে বলল, অবশ্য তখনও ফিস ফিস করে তার "লেন-দেনের" কথা। পরম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই সে মেঠাযের দোকানের জিনিষের দামগুলো জেনে নিল; জেম্মাও সমান গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে দামগুলো বলে গেল। ভিতরে ভিতরে দুজনেই কিন্তু একই সঙ্গে হাসিতে ফেটে পড়ছিল, যেন তারা জানত একটা আমোদের কমেডিতে তারা অভিনয় করছে। হঠাৎ রাস্তায় সারেঙ্গীতে বেজে উঠল *Der Freischutz*-এর একটা কলি—"*Durch die Felder, durch die Auen.*" শান্ত, নিস্পন্দ বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ভেসে এল সুরের করুণ কান্না। জেম্মা চমকে উঠে বলল..."লোকটা মাকে জাগিয়ে দেবে।" তৎক্ষণাৎ সানিন দৌড়ে রাস্তায় গিয়ে সারেঙ্গী-বাজিয়ের হাতে কয়েকটি ক্রুসোর গুঁজে দিল, বাজনা থামিয়ে আরও দূরে এগিয়ে যাবার জন্য। সানিন ফিরে এলে জেম্মা তাকে একটু মাথা নুইয়ে ধন্যবাদ জানাল এবং একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে, প্রায় শোনা যায় না এইভাবে গুণগুণ করে ওয়েবারের সেই মধুর কলিটি গাইতে লাগল, যেখানে ম্যাকস প্রথম প্রেমের সমস্ত বিস্ময় বর্ণনা করছে। সে তখন সানিনকে জিজ্ঞাসা করল *Der Freischutz* সে জানে কিনা এবং ওয়েবারকে তার ভাল লাগে কিনা। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সে সানিনকে জানাল যে, যদিও সে নিজে ইতালীয়ান, তবু 'এই' ধরণের গানই তার সব চেয়ে ভাল লাগে। আলোচনা ওয়েবার থেকে এল কাব্যে, এল রোমান্টিসিজমে, এল হফ্‌ম্যানে। তখনও হফ্‌ম্যানের লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল।

এদিকে ফ্রাউ লিনোরে ঘুমোতে লাগলেন, এমনকি একটু একটু

নাক ডাকতেও লাগল, আর খড়খড়ির সঙ্কীর্ণ ফাঁক দিয়ে সূর্য্যকিরণ ভিতরে ঢুকে মেঝের উপর দিয়ে, আসবাবপত্রের উপর দিয়ে, জেম্মার পোষাকের উপর দিয়ে, ফুলগুলোর পাতা ও পাপড়ির উপর দিয়ে নিঃশব্দে কিন্তু নিঃশ্রান্তভাবে খেলা করে বেড়াতে লাগল।

১২

প্রকাশ পেল, হফ্‌ম্যানের বিশেষ ভক্ত নয় জেম্মা—এমনকি হফ্‌ম্যানকে তার ভালই লাগে না। তাঁর গল্পগুলিতে উত্তর অঞ্চলের যে রহস্যময় উত্তটতা রয়েছে, তার উজ্জ্বল দক্ষিণ দেশীয় প্রকৃতি তাকে গ্রহণ করতে পারে না। সে বলল এবং কিছুটা বিরূপতার সঙ্গেই বলল, "ওগুলো উপকথা ছাড়া আর কিছুই নয়। ছোটদের জন্য লেখা।" হফ্‌ম্যানের মধ্যে কাব্যের অভাব সম্পর্কেও তার একটা অস্পষ্ট সচেতনতা ছিল। কিন্তু একটা গল্প ছিল—গল্পটির নাম তার মনে নাই—গল্পটিকে কী ভালই না তার লাগত! যদিও গল্পটির শুধু সুরুটাই তার ভাল লাগত—শেষটা হয় তার পড়া ছিল না, না-হয় ভুলে গেছে। গল্পটি হচ্ছে, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী গ্রীক তরুণীর সঙ্গে এক তরুণ যুবকের সাক্ষাৎ ঘটেছিল—হ্যাঁ, একটি মেঠায়ের দোকানে। এক রহস্যময় কুটিল বৃদ্ধ সর্ব্বত্র মেয়েটিকে অনুসরণ করত। প্রথম দর্শনেই তরুণ মেয়েটিকে ভালবেসে ফেলল। মেয়েটি এমন করুণ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিল, যেন তাকে উদ্ধার করবার জন্য মেয়েটি আকুল আবেদন জানাল। ছেলেটি এক মুহূর্তের জন্য অন্যত্র গিয়েছিল, মেঠায়ের দোকানে ফিরে এসে মেয়েটি ও বৃদ্ধ কাউকেই সে আর দেখতে পেল না। সে ছুটতে লাগল মেয়েটির খোঁজে; অনবরত তার চোখে পড়তে লাগল ওদের পায়ের দাগ, অনবরত সে ছুটতে লাগল, ছোটার আর বিরাম নেই। কিন্তু সব চেষ্টা তার ব্যর্থ হল। কখনও কোথাও সে তাদের ধরতে পারল না। সে সুন্দরী কুমারী চিরদিনের মত উধাও হয়ে গেল, কিন্তু তার সে আকুল কাকুতিভরা চাউনি ছেলেটি কোনদিন ভুলতে পারল না; এবং হয়ত সারা জীবনের

সুখকে সে তার আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে যেতে দিয়েছে, এই ভেবে চিরদিন সে তীব্র মনোকষ্ট নিয়ে কাটাল।

হফ্ম্যানের গল্পটি হয়ত ঠিক এইভাবে শেষ হয়নি, কিন্তু জেম্মার স্মৃতিতে গল্পটি এইভাবেই শেষ হয়েছিল এবং এইভাবেই জাগরূক ছিল।

সে বলল, "আমার বিশ্বাস, এই ধরণের দেখা ও বিচ্ছেদ আমরা যত মনে করি, তা থেকে অনেক বেশী ঘটে থাকে।"

সানিন চুপ করে রইল।...কিন্তু দু'এক মিনিট পরে হের ক্লুবারের প্রসঙ্গ তুলে কথাবার্তাব মোড ফেরাল। তার কথা সে এই প্রথম বলল। আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সে হের ক্লুবারের কথা একবারও ভাবেনি।

কিন্তু এবার চুপ করাব পালা জেম্মার। চোখ ফিরিয়ে চিন্তিতভাবে সে দাঁত দিযে একটা হাতেব সামনের আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল। তারপর হঠাৎ হবুবরের প্রশংসায সে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পরদিন তিনি যে চড়ুইভাতির ব্যবস্থা করেছেন তার কথা বলল, একবার চট করে সানিনের দিকে তাকাল, তারপর আবার চুপ করে গেল।

আব কি নিযে কথা বলা যায ভেবে সানিন ঘেমে উঠল।

হৈ হৈ করতে কবতে এমিল হুড়মুড় করে ঘরের ভিতর এসে ঢুকল, ঘুম ভেঙ্গে গেল ফ্রাউ লিনোবের।...এমিলের এই আবির্ভাবে সানিন স্বস্তি লাভ করল।

ফ্রাউ লিনোরে চেযার থেকে উঠলেন। পান্তালিওন এসে জানাল খাবার তৈরী। পরিবারের বন্ধু, একদা অপেরা-গায়ক পরিচারক পাচকের কাজও করত।

১৩

খাওয়া শেষ হবার পরও সানিন বসে রইল। তাকে না যেতে দেবার অজুহাত তখনও ছিল দারুণ গরম এবং গরম যখন কমল তখন তারা তাকে বাগানে এসে এ্যাকাসিয়ার ছায়ায় বসে কফি খেতে আমন্ত্রণ জানাল। সানিন সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করল; খুব ভাল লাগছিল তার। এই

নিস্তরঙ্গ, একটানা জীবনস্রোতের গভীরে একটা প্রবল সম্মোহন লুকিয়ে আছে; এরই কাছে সে আনন্দে ধরা দিল, বর্ত্তমানের কাছে সে বিশেষ কিছু চাইল না, আগামী দিনের কথা ভেবে দেখল না, বিগত দিনের কথা মনেই আনল না। জেন্মার মত মেয়ের শুধু কাছে থাকাটাই তো অনেক অনেক কিছু পাওয়া। শীঘ্রই তার নিকট থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে এবং হয়ত চিরদিনের মত। কিন্তু, উলচাদের গাথায় যেমন আছে তেমনই যখন একই মায়াতরী জীবনের শান্ত স্রোতের উপর দিয়ে তাদের বয়ে নিয়ে যাচ্ছে তখন—হে পথিক, আনন্দ কর, সুখী হও! এই সুখী পথিকের কাছে তখন সব কিছুই মধুর, সব কিছুই মনোহর। ফ্রাউ লিনোরে তাকে তার ও পান্তালিওনের সঙ্গে ত্রিসেত্তি খেলতে ডাকলেন, খুব বেশী জটিল নয় এবং এমন ইতালীয় তাস-খেলা তাকে শিখিয়ে দিলেন, তার কাছ থেকে কয়েক ক্রুসোর জিতলেন,—মন তার খুসীতে ভরে উঠল। এমিলের অনুরোধে পান্তালিওন ছোট্ট লোমশ কুকুর তার্তাগ্লিয়াকে নিজের দু'পায়ের ভিতর ছেড়ে দিল; কুকুরটা একটা লাঠির উপর দিয়ে লাফিয়ে গেল, 'কথা বলল' (অর্থাৎ ডাকল), হাঁচি দিল, নাক দিয়ে দরজা বন্ধ করল, মনিবের কাছে একটা ছেঁড়া চটিজুতা নিয়ে এল এবং শেষকালে একটা পুরান সাকোটুপী মাথায় পরে মার্শাল বার্নাদোতের ভূমিকার সেই অংশ অভিনয় করল, যেখানে সম্রাট নেপোলিয়ন তাকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কঠোর তিরস্কার করছেন। বলাবাহুল্য, নেপোলিয়নের ভূমিকা নিল পান্তালিওন এবং অভিনয়ও খুব চমৎকার হল। বুকের উপর দু'হাত মুড়ে, মাথার উপর ধারমোড়া তেকোণা টুপীটি চোখের উপর নামিয়ে দিয়ে সে রূঢ় ও কঠোরভাবে কথা বলতে লাগল ফরাসী ভাষায়; কিন্তু হায় ভগবান! সে কী ফরাসী ভাষা! তার্তাগ্লিয়া লেজ গুটিয়ে জড়সড় হয়ে মনিবের পায়ের কাছে বসে, সাকোটুপীর তলা থেকে অপরাধীর মত বাঁকা চোখে পিট পিট করে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। সাকোটুপীটা তার মাথায় একপাশে হেলিয়ে পরানো ছিল। যখনই নেপোলিয়নের গলার স্বর চড়ছিল, বার্নাদোতে তখনই পিছনের পা দু'খানির উপর উঠে দাঁড়াচ্ছিল। শেষকালে নেপোলিয়ন

চীৎকার করে উঠলেন, *"Fuori, traditore!"** ফরাসী জাতিসত্তা যে তার শেষ পর্য্যন্ত বহাল রাখা উচিত ছিল, সে কথা নেপোলিয়ন আবেগের উত্তেজনায় ভুলে গিয়েছিলেন। নেপোলিয়নের এই চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে বার্নাদোতে ছুটে সোজা সোফার তলায় চলে গেল এবং তৎক্ষণাৎ আবার স্ফূর্ত্তিতে ঘেউ ঘেউ করতে করতে বেরিযে এল, যেন জানাতে চাইল যে অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। দর্শকেরা সকলেই প্রাণ খুলে হাসতে লাগল এবং সব চেয়ে বেশী হাসল সানিন।

সারাক্ষণ জেম্মা স্ফূর্ত্তিতে হেসেই চলেছিল; হাসতে হাসতে মাঝে মাঝে সে ভারী এক মজার তীক্ষ্ণ খিল খিল হাসি হেসে উঠছিল।··· সে কি হাসি! শুধু মাত্র এই খিল খিল হাসির জন্যই সানিন তাকে চুমু খেতে পারত!

অবশেষে রাত্রি হল। এখন বিদায় নিতে হবে। বার বার সে বিদায সম্ভাষণ জানাল, আলাদা আলাদা করে প্রত্যেককেই সে বলল, "আবার কাল দেখা হবে।" (এমিল ও সে সত্যিই পবস্পরকে চুমু খেল।) তারপর মনের পটে এই তরুণীর ছবি বহন করে সানিন হোটেলে ফিরে গেল। এই ছবি কখনও হাস্যময়ী, কখনও বিষাদময়ী, কখনও শান্ত এমন-কি উদাসীন—কিন্তু সব অবস্থাতেই পরম রমণীয। সানিনের চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠতে লাগল মেয়েটিব সেই চোখ দু'টি, যা কখনও দিনের মত পূর্ণ উন্মুক্ত, উজ্জ্বল ও আনন্দময, কখনও পল্লবচ্ছায়ায রাত্রির মত অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত, গভীর ও অন্ধকার। এক আশ্চর্য্য মধুবভাবে এই চোখ ও দৃষ্টি তার মনের অন্য সকল ছবি ও ধ্যানকে আবৃত করে ফেলল।

হের ক্লুবারের কথা এবং সে নিজে ফ্রাঙ্কফোর্টে থেকে গেল কেন সে কথা—এক কথায়, আগের দিন যে সব কথা ভেবে সে বিব্রত বোধ করেছিল, সে সব কথা সে আজ একবার মনে উঠতেও দিল না।

১৪

কিন্তু এইবার সানিনের নিজের সম্পর্কে দু'একটা কথা বলা দরকার।

* ইতালীয় ভাষায় "বেরিয়ে যাও, বেইমান!"

প্রথমতঃ, যাদের প্রথম দর্শনেই অত্যন্ত ভাল লাগে সানিন ছিল সেই জাতের যুবক। লম্বা, ছিপছিপে, একটু ঝাপসা মনোরম মুখশ্রী, প্রসন্ন নীল চোখ, সোনালী চুল, সাদায় গোলাপীতে মেশানো গায়ের রঙ, এবং যা মনকে আরও বেশী টানে, সেই সরল নিশ্চিত ভাব, সেই গোপনতা-হীন অকপটতা, প্রথম দৃষ্টিতে এমন কি একটু নির্বুদ্ধিতা—যে মুখভাব দেখলে আগেকার আমলের সম্ভ্রান্ত অভিজাত পরিবারের ছেলে বলে, সীমাহীন পল্লীপ্রান্তরে বিরল স্তেপবনভূমির মধ্যে জন্মে-বেড়ে-ওঠা চমৎকার ক্ষুদে ভদ্রলোক 'বাপের খোকা' বলে তৎক্ষণাৎ চিনে নেওয়া যায়। একটু আধ-আধ কথা, মুখের দিকে তাকালে শিশুর মত হাসি।...সবশেষ সজীবতা ও স্বাস্থ্য—সর্ব্বোপরি একটা সর্ব্বাঙ্গীন সৌম্যতা। এই হল সানিন। দ্বিতীয়তঃ, সে নির্ব্বোধ ছিল না, কিছুটা জ্ঞানও সে সঞ্চয় করেছিল। বিদেশভ্রমণ সত্ত্বেও সে তার সজীবতা অক্ষুন্ন রেখেছিল। যে অন্তর্দাহী দুশ্চিন্তা সে যুগের শ্রেষ্ঠ তরুণদের অনেককেই অভিভূত করেছিল, তার খবর সে রাখত না।

'নূতন টাইপ' খুঁজে ব্যর্থ হযে আমাদের লেখকেরা সম্প্রতি এমন সব তরুণ চরিত্র আঁকতে সুরু করেছেন, যারা যেমন করে পাবে তাজা হবার জন্য বদ্ধপরিকর এবং যারা প্রায় সেণ্ট পিতার্সবুর্গে আমদানী ফ্লেন্সবুর্গের শুক্তির মতই তাজা। এদের সঙ্গে সানিনের কোন সাদৃশ্য ছিল না। যখন আমরা উপমার পথেই যাচ্ছি তখন বলতে হয়, সে ছিল যেন আমাদের কালমাটির ফলবাগিচায় বেশী-বেড়ে-ওঠা একটি সম্প্রতি কলমকরা কচি আপেল গাছ। অথবা সে ছিল যেন কোন সাবেকী ভদ্রলোকের পালের ঘোড়ার বাচ্চা—টগবগে, চকচকে, প্রতিদিন সহিসের হাতে আচ্ছা-করে দলাই-মলাই খাওয়া, পুরু গোড়ালিওয়ালা তিন বছরের বাচ্চা ঘোড়া, সবেমাত্র বাগে আসতে সুরু করেছে। পরবর্ত্তীকালে জীবন যখন তাকে মারাত্মকভাবে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে গেছে এবং অদৃশ্য হযে গেছে তার তারুণ্যের সুডৌল সৌন্দর্য্য, তখন সানিনের সঙ্গে যাদের দেখা হয়েছে, সানিনের মধ্যে তারা দেখেছে অন্য এক মানুষকে

পরদিন সানিন তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি, এমন সময় এমিল ঝড়ের মত এসে তার ঘরে ঢুকল। তার পরণে উৎসবের পোষাক, হাতে ছড়ি, মাথার চুল পমেটম দিয়ে পাট করা। ঘরে ঢুকেই সে ঘোষণা করল যে, হের ক্লুবার এক মিনিটের মধ্যে গাড়ী করে এসে পৌঁছে যাচ্ছেন, বোঝা যাচ্ছে আবহাওয়া হবে চমৎকার, তারা সবাই একদম তৈরী, কিন্তু মা যাচ্ছেন না কারণ আবার তাঁর মাথা ধরেছে। সানিনকে সে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে বলল, কারণ আর এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করা চলে না। আর সত্যিই হের ক্লুবার এসে দেখলেন, তখনও সানিনের বেশভূষার পাট শেষ হয়নি। দরজায় করাঘাত করে তিনি ঘরে ঢুকলেন, মাথা নুইয়ে অভিবাদন করলেন, সানিনকে জানালেন যতক্ষণ খুসী তিনি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত এবং মাথার টুপীটি আলতোভাবে দুই হাঁটুর উপর রেখে তিনি আসন গ্রহণ করলেন। এই সুযোগ্য দোকানী ভদ্রলোকটি নিখুঁত পরিপাটি করে সেজেছিলেন। খুব করে খোসবায় মেখেছিলেন এবং তাঁর দেহের প্রতিটি সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্মতম সুরভির ঝলক আসছিল। ল্যাণ্ডো—এই সম্ভ্রান্ত নামের একটা স্থানবহুল খোলা জুড়ী-গাড়ীতে তিনি এসেছিলেন। গাড়ীর ঘোড়া দুটো লম্বা এবং ঠিক সুন্দর না হলেও, শক্তিমান। মিনিট পনের পরে সানিন, হের ক্লুবার ও এমিল ঠিক এই গাড়ীখানাতেই বিজয়ীর মত এসে মেঠায়ের দোকানের বারান্দার সামনে থামল। এই অভিযানে যোগ দিতে প্রবলভাবে আপত্তি করলেন ফ্রাউ লিনোরে; জেম্মা মার সঙ্গে বাড়ীতে থাকতে চাইল। কিন্তু মা তাকে এক রকম জোর করেই বাড়ী থেকে বের করে দিলেন।

তিনি তাদের জানিয়ে দিলেন, "কাউকেই দরকার নেই আমার। আমি ঘুমোব। পান্তালিওনকেও আমি তোমাদের সঙ্গেই পাঠিয়ে দিতাম, কিন্তু তাহলে দোকানে বসার কেউ থাকে না।"

এমিল অনুনয় করল, "তার্তাগ্লিয়াকে সঙ্গে নিতে পারি।"

"নিশ্চয়ই পার।"

তার্তাগ্লিয়া তৎক্ষণাৎ স্ফূর্ত্তিতে চারপায়ে হাঁচড়ে হাঁচড়ে কোচম্যানের বাক্সে গিয়ে উঠে বসল এবং চোয়াল চাটতে লাগল। বোঝা গেল, এই

ধরণের বাইরে যাওয়ায় সে অত্যন্ত। জেম্মা পরেছিল বেগুনী রঙের ফিতে-বাঁধা একটা বড় খড়ের টুপী; টুপীর ধারটা ছিল সামনে ওল্টান, সূর্য্যরশ্মির হাত থেকে প্রায় সমস্ত মুখটা রক্ষা করছিল। ঝাড়গোলাপের পাপড়ির মত গোলাপী আভায় আভাষিত ও কৌমার্য্যে সুকুমার তার ঠোঁট দু'খানি পর্য্যন্ত এসেই থেমেছিল টুপীর কিনারের ছায়াটা। তার দাঁতগুলি শিশুর দাঁতের মতই লাজুকভাবে হাসছিল। জেম্মা বসল পিছনের সীটে সানিনের পাশে; হের ক্লুবার ও এমিল বসল তাদের দিকে মুখ করে। জানালায় দেখা দিল ফ্রাউ লিনোরের সাদা মূর্ত্তি। জেম্মা তাঁর দিকে রুমাল নাড়ল। ঘোড়া দুটো কদমে চলতে সুরু করল।

১৫

সডেন একটা ছোট সহর। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে আধঘণ্টার রাস্তা। টাউনুস পাহাড়ের বাহুর উপর ছবির মত দাঁড়িয়ে আছে এই সহরটি। রুশিয়ায় এই সহরটি উষ্ণপ্রস্রবণের জন্য বিখ্যাত, যাদের বুকের দোষ আছে তাদের পক্ষে জায়গাটি নাকি খুব ভাল। কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্টের লোকেরা সেখানে প্রায়ই যায় আমোদ করবার জন্য। কারণ সডেনে আছে একটা চমৎকার পার্ক এবং কয়েকটি *Wirtsohaften,* যেখানে লম্বা লেবুগাছ ও ম্যাপলগাছের ছায়ায় বসে বীয়র ও কফি পান করা যায়। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে সডেনে যাবার রাস্তা গিয়েছে মেন নদীর দক্ষিণ তীর বরাবর, এই রাস্তার দু'ধারে ফলের গাছ। এই চমৎকার বড় রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ী স্বচ্ছন্দ গতিতে চলতে লাগল তখন সানিন লুকিয়ে জেম্মা ও তার হবুবরের সম্পর্কটা লক্ষ্য করল। এদের দুজনকে সে এই প্রথম একসঙ্গে দেখল। জেম্মা ছিল সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থির, এবং অন্যান্য সময়ের চেয়ে একটু বেশী চাপা ও গম্ভীর। আর হের ক্লুবারকে মনে হচ্ছিল একজন প্রশ্রয়শীল অভিভাবকশিক্ষক, নিজেকে ও ছাত্রছাত্রীদের একটু নিরীহ নির্দোষ আমোদ করতে দিচ্ছেন। তাঁর মধ্যে সানিন জেম্মার প্রতি কোন বিশেষ মনোযোগ—ফরাসীরা যাকে বলে *empressement*—দেখতে পেল না। স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সামান্য

ব্যাপারটা ঠিকঠাক হয়ে গেছে বলে হের ক্লুবার ধরে নিয়েছেন, তাই বিশেষ হৈ চৈ করার বা বিশেষভাবে বিচলিত হবার কোন কারণ তিনি দেখছেন না। কিন্তু তাঁর এই প্রশ্রয়দানের ভাবটা এক মুহূর্ত্তের জন্যও গেল না। মধ্যাহ্নভোজনের আগে সড়েনের চারিপাশের বনভর্ত্তি পাহাড়ের ঢালু ও উপত্যকার মধ্য দিয়ে তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে হেঁটে ঘুরে বেড়ালেন, কিন্তু এমন কি তখনও প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে গিয়ে প্রকৃতির প্রতিও তিনি এই একই প্রশ্রয়দাতার ভাব দেখালেন। এই প্রশ্রয়দানের মধ্যে মধ্যে অবশ্য সরকারী কঠোরতাও ছিল। যেমন, ধরুন, কোন স্রোতধারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, উপত্যকার উপর দিয়ে তার গতিপথটা বড় বেশী সোজাসুজি হয়ে গেছে এবং তার উচিত ছিল কয়েকটি চমৎকার বাঁক নেওয়া, অথবা যেমন ফিঞ্চ পাখীর আচরণটা তিনি সমর্থন করতে পারেন না এবং ওর গলাকাঁপান ডাকটা তাঁর কাছে একঘেয়ে লাগে। জেম্মার মধ্যে কোন ক্লান্তি দেখা গেল না, এমন কি মনে হল, তার বেশ আনন্দে কাটছে। কিন্তু যে জেম্মাকে সে জেনেছিল, এ জেম্মার মধ্যে তাকে সানিন খুঁজে পেল না। তার মুখশ্রীতে যে কোন ম্লানিমা দেখা গিয়েছিল তা নয়, বরঞ্চ তার সৌন্দর্য্য আগে কখনও এতটা উজ্জ্বল দেখা যায়নি, কিন্তু সে যেন নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়েছিল। ছোট ছাতাটি খুলে এবং হাতের দস্তানা না-খুলে সে একজন সুপালিতা সুশীলা মহিলার মত ধীরমন্থর গতিতে হাঁটতে লাগল এবং কথা বলল খুব কম। এমিলকে মনে হল ক্লান্ত হয়েছে, সানিন অবশ্য আরও ক্লান্ত হয়েছিল। কথাবার্ত্তা চলছিল জার্ম্মান ভাষায়। আরও অনেক কিছুর মত এতেও সে কিছুটা বিব্রত বোধ করছিল। একমাত্র তার্তাগ্লিয়াই ছিল সতেজ ও সজীব। পথে ঝোপ পড়লেই সে ভীষণভাবে ডাকতে ডাকতে দৌড় দিয়ে খানা, কাঁটাগাছের গুঁড়ি এবং ওপড়ান গাছের উপর দিয়ে লাফিয়ে একেবারে জলের ভিতর গিয়ে পড়ছিল। আবার তাড়াতাড়ি গা থেকে জল চেটে কুঁই কুঁই করতে করতে গা ঝাড়া দিয়ে, পরমুহূর্ত্তেই তীরের মত ছুটছিল; তার লাল জিভটা ঝুলে প্রায় কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে এসেছিল। অতিথিদের আপ্যায়নের

জন্য হের ক্লুবার যা কিছু করা দরকার মনে করলেন সবই করলেন; একটা শাখাপ্রশাখাবিস্তৃত ওকগাছের তলায় তিনি সবাইকে বসতে আহ্বান জানালেন এবং নিজের এক পাশ-পকেট থেকে *Knallerbsen —oder du sollust und wirst lachen* (হাসির গল্প অথবা 'না হেসে পারবে না') নামে একখানা ছোট বই বার করে জোরে জোরে মারাত্মক সব হাসির গল্প পড়তে লাগলেন। এই সব গল্পে বইখানা ভর্ত্তি ছিল। প্রায় ছ'টা গল্প তিনি পড়লেন, কিন্তু তাতে মোটেই হাসির আবহাওয়া হল না। শুধুমাত্র সানিন ভদ্রতার জন্য হাসবার চেষ্টা করতে লাগল ও হের ক্লুবার অল্প একটু কারবারী হাসি এবং গল্পের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি গল্পের শেষে প্রশ্রয়দানের হাসি হাসতে লাগলেন। বেলা বারটার মধ্যে সমস্ত দলটি সডেনে ফিরে এল এবং সহরের সবচেয়ে ভাল পান্থশালায় গিয়ে উঠল।

দুপুরের খাবার আনতে বলার সময় হয়ে গেছে।

Im Gartensalon নামে চারিপাশঘেরা গ্রীষ্মভবনে বসে খাওয়ার প্রস্তাব করলেন হের ক্লুবার। কিন্তু এখানে জেম্মা অপ্রত্যাশিতভাবে বিদ্রোহ করে বসল, বলল বাগানেব ভিতর খোলা জায়গায় পান্থশালাব সামনে যে ছোট ছোট টেবিলগুলি পাতা রয়েছে তার একটিতে বসে ছাড়া সে খাবেই না। আরও বলল সারাক্ষণ একই মুখ দেখে দেখে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, সে কিছু নূতন মুখ দেখতে চায়। কয়েকটি নবাগত অতিথির দল ইতিমধ্যেই কয়েকটা টেবিলে বসে গিয়েছিল।

"বাকদত্তার খেয়াল" খুসী করার জন্য হেব ক্লুবার গেলেন প্রধান-পরিচারকের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে; চোখ নামিয়ে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল জেম্মা। সে বুঝছিল সানিন স্থির জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে এবং এতে সে বিব্রত বোধ করছিল। শেষে হের ক্লুবার ফিরে এসে জানালেন আধঘণ্টার মধ্যে খাবার তৈরী হয়ে যাবে এবং প্রস্তাব করলেন ইতিমধ্যে একটু স্কিট্‌ল খেলে নেওয়া যাক; এতে ক্ষিদে হবে, এই অভিমত ব্যক্ত করে তিনি হেঃ হেঃ করে হাসলেন! তিনি ছিলেন চমৎকার স্কেলস-খেলোয়াড়। কাঠের বলটা ছোঁড়ার আগে

তিনি এক বীরোচিত ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন, পেশীর সঞ্চালন দেখালেন, সুন্দর তৎপরতার সঙ্গে বাহু উপরে তুললেন এবং এক পায়ের উপর শরীরের ভাররক্ষা করলেন। তাঁর মত, তিনি ছিলেন একজন ব্যায়ামী, তাঁর দেহের বাঁধুনী ছিল চমৎকার। আর তাঁর হাত দু'খানা ছিল এত সাদা ও সুন্দর এবং যে ভারতীয় রুমাল দিয়ে যে হাত তিনি মুছতেন তা যে ছিল কী দামী, কী চমৎকার সোনার লতাপাতা কাটা!

খাবার সময় হতে সমস্ত দলটা একসঙ্গে টেবিলে গিয়ে বসল।

১৬

জার্মান ডিনার যে কি জিনিষ তা সকলেই জানেন। জলের মত স্যুপ, শক্ত দলাপাকান মালপো ও দারচিনি, ছিপির মত শুকনো সেদ্ধ গোমাংস—তার গায়ে সাদা সাদা চর্ব্বির দলা আটকে রয়েছে, চটচটে আলু, থলথলে বীটের মূল, দেখলে মনে হয় চিবিয়ে রাখা হয়েছে এমন গাজর, ক্যাপার ও ভিনিগার দেওয়া নীলচে বাণ মাছ, মাংসের সঙ্গে জেলি, আর সেই *Mehlspeise* বলে টক লাল সস্ দেওয়া এক ধরণের পুডিং। এটা থাকবেই থাকবে। কিন্তু বীয়র ও মদ চমৎকার। সডেনের হোটেলমালিক ঠিক এই ডিনার দিয়েই তাঁর খদ্দেরদের পরিতৃপ্ত করছিলেন। খাওয়াটা অবশ্য ভালভাবেই হল। অবশ্য একথা ঠিক যে বিশেষ স্ফুর্ত্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল না, এমন কি হের ক্লুবার যখন "যা আমরা সব-চেয়ে ভালবাসি!" (*Was wir lieben!*) তার স্বাস্থ্য পান করলেন, তখনও নয়। সব কিছুই অত্যন্ত শিষ্ট ও ভদ্রভাবে হল। ডিনারের পর কফি এল—পাতলা, মরিচার রঙের আসল জার্মান কফি। হের ক্লুবার প্রকৃত ভদ্রলোকের মতই জেম্মার কাছে একটা চুরুট খাবার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কিছু ঘটল—যা, যদি অশিষ্ট নাও হয় তবু অত্যন্ত অপ্রীতিকর।

কাছের একটা টেবিলে মেইল দুর্গরক্ষিবাহিনীর কয়েকজন অফিসার বসে ছিল। তাদের চাউনি ও নীচুগলার কথাবার্ত্তা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল

যে, জেম্মার রূপ তাদের চোখে লেগেছে। তাদের একজন সম্ভবতঃ আগে ফ্রাঙ্কফোর্টে এসেছে। সে জেম্মার দিকে এমনভাবে তাকাতে লাগল যেন আগে সে তাকে দেখেছে এবং জেম্মা কে তা সে নিশ্চয়ই জানে। হঠাৎ সে গেলাস হাতে উঠে দাঁড়াল—এই মিলিটারী ভদ্রলোকেরা বেশ জাকিয়ে মদ্যপান করছিল, তাদের টেবিলের উপর ছিল বোতলের সার—জেম্মা যে টেবিলে বসেছিল ছেলেটি সেই টেবিলের দিকে এল। ছেলেটির চেহারা সুন্দর, বয়স অত্যন্ত কম, মুখশ্রী চমৎকার—দেখামাত্রই খুব ভাল লাগে; কিন্তু পেটে যে মদ গিয়েছে তাতে তার দুই গালের পেশীগুলো কুঁকড়ে গিয়েছিল, তার জ্বালাভরা চোখ দু'টি উদ্ধতভাবে ঘুরছিল। প্রথমে তার ইয়ারবন্ধুরা তাকে থামাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু বেশীক্ষণ চেষ্টা করল না—আসলে, কি হয় দেখবার জন্য তারাও খুব কৌতুহলী হয়ে উঠেছিল।

একটু টলতে টলতে অফিসারটি জেম্মাব ঠিক সামনে এসে থামল এবং বেশ চেষ্টা-করা চড়া গলায এবং চেপে রাখার চেষ্টা সত্ত্বেও ভিতরের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠছে এমন কণ্ঠস্ববে বলে উঠল, "সারা ফ্রাঙ্কফোর্টের, সারা দুনিয়াব সেরা সুন্দবী দোকানী-মেযেব আমি স্বাস্থ্যপান কবছি।" (এখানে গেলাসের সবটুকু পানীয সে একেবারেই গলায ঢেলে দিল), "আর তার স্বর্গীয আঙুলে তোলা এই ফুলটি নিযে আমি নিজেকে পুরস্কৃত করছি!" টেবিলের উপর জেম্মাব প্লেটের পাশে পড়ে-থাকা একটা গোলাপ ফুল সে তুলে নিল। প্রথমটা বিস্ময়ে ও ভযে জেম্মার মুখ একেবারে মৃত্যুর মত বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল......পরে ভয় আর থাকল না, এল রাগ, হঠাৎ তার মাথার চুলের মূল পর্য্যন্ত লজ্জায় শিউরে উঠল, অপরাধীর উপর স্থিরনিবদ্ধ তার আঁখি দু'টি একই সঙ্গে অন্ধকার ও জ্বালাময়ী হয়ে উঠল, কখনও বিষাদে ভরে উঠল, কখনও অদম্য ক্রোধে জ্বলতে লাগল। এই দৃষ্টির সম্মুখে অফিসারটি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল এবং অস্পষ্টভাবে কি যেন বিড বিড় করে বলে, মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানিযে সে তার বন্ধুদের কাছে ফিরে গেল। বন্ধুরা তাকে উচ্চ হাসি ও কৃত্রিম বাহবায় অভ্যর্থনা জানাল।

হের ক্লুবার হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে নিজেকে সোজা করে নিলেন ও টুপীটা মাথায় দিয়ে চাপা গলায় না হলেও মর্য্যাদার সুরে বললেন, "কী সাংঘাতিক! কী সাংঘাতিক স্বেচ্ছাচার! (*Unerhort! Unerhorte Frechheit!*)", সঙ্গে সঙ্গে কঠোর স্বরে পরিচারককে ডেকে অবিলম্বে বিল আনতে হুকুম করলেন......এবং সেখানেই থামলেন না—গাড়ী জোতার হুকুম দিয়ে আরও বললেন যে, ভদ্রসমাজের লোকদের পান্থশালায যাওয়া চলবে না, কারণ সেখানে অপমানের ভয় রয়েছে। নিঃস্পন্দ হযে বসেছিল জেম্মা কিন্তু তার বুকখানা ভীষণভাবে স্পন্দিত হচ্ছিল। কথাগুলো শুনে সে হের ক্লুবাবের মুখের দিকে তাকাল......যে দৃষ্টিতে সে অফিসারটির দিকে তাকিয়েছিল হের ক্লুবারের দিকেও সে তাকাল সেই একই স্থির দৃষ্টিতে......। এমিল তো রাগে কাঁপতে লাগল।

হের ক্লুবার বললেন, "উঠুন, *Mein Fraulein*। আপনার পক্ষে এখানে থাকা শোভন নয। আমরা ভিতবে যাব, সবাইখানাব ভিতরে।" তাঁব কণ্ঠস্বর তখনও কঠোর।

জেম্মা নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল। হের ক্লুবার কনুই বাড়িযে দিতেই জেম্মা তাঁর বাহুর ভিতর হাত দিল। হেব ক্লুবার মহিমাগম্ভীব পদক্ষেপে তখন তাকে নিযে সরাইখানার দিকে যেতে লাগলেন। যেখানে বসে তাঁরা ডিনার খাচ্ছিলেন সেখান থেকে যতদূরে তিনি যেতে লাগলেন ততই তাঁর সমগ্র দেহভঙ্গিমার মত চলনভঙ্গিমারও মহিমাগাম্ভীর্য্য ও দাম্ভিকতা বাড়তে লাগল। বেচারা এমিল তাদের পিছন পিছন চলল।

কিন্তু হের ক্লুবার যখন পরিচারককে পাওনা মিটিযে দিচ্ছিলেন— শাস্তিস্বরূপ তাকে তিনি সামান্যতম বকসিসও দিলেন না; সানিন তখন অফিসাররা যেখানটায় বসেছিল দ্রুতপায়ে সেখানে এগিয়ে গেল এবং জেম্মাকে যে অপমান করেছে (ঠিক সেই সময় সে গোলাপটিকে পালা করে তার বন্ধুদের শুঁকতে দিচ্ছিল) তাকে উদ্দেশ করে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফরাসী ভাষায় বলল, "মঁসিয়ে, আপনি এখন যা করলেন তা করা কোন সৎ লোকের শোভা পায় না। আপনি যা করেছেন তাতে যে ইউনিফর্ম আপনি পরে আছেন তার অসম্মান করেছেন এবং আমি

আপনাকে এই কথা বলতে এসেছি যে, আপনি কখনও সভ্যতা শেখেন নি!" ছেলেটি লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তার বন্ধুদের মধ্যে একটু বয়স্ক একজন হাত নেড়ে তাকে থামাল ও বসিয়ে দিল। তারপর সানিনের দিকে তাকিয়ে সেও ফরাসীতেই তাকে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কে? এই তরুণীটির আত্মীয়, ভাই অথবা বাকদত্ত ভাবীস্বামী?"

উঁচুগলায় সানিন বলল, "আমি শুধু তাঁর পরিচিতদের একজন। আমি রুশ। এই ধরণের ঔদ্ধত্য আমি চুপ করে বসে দেখতে পারি না। এই রইল আমার কার্ড ও ঠিকানা—মঁসিয়ে অফিসার আমাকে খুঁজে নিতে পারবেন।"

এই কথাগুলো বলে সানিন একখানা ভিজিটিং-কার্ড টেবিলের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জেম্মার গোলাপটি ছোঁ মেরে তুলে নিল। ফুলটি একজন অফিসার তার প্লেটের উপর ফেলে রেখেছিল। ছেলেটি আবার চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠতে গেল কিন্তু তার বন্ধুটি আবার তাকে সামলাল, বলল, "ঠাণ্ডা হও, ডেনোফ!" (*Donhof, sei still*)। তারপর সে নিজে উঠে সানিনকে একটা আড়ষ্ট সেলাম জানিয়ে বলল যে, তাদের রেজিমেন্টের একজন অফিসার আগামী কাল সকালে তার সঙ্গে দেখা করবেন। তার কণ্ঠস্বর ও আচরণে সম্মানের একটু সূক্ষ্ম আভাস ছিল। জবাবে সানিন সামান্য একটু মাথা নাড়ল এবং দ্রুতপায়ে সঙ্গীদের কাছে ফিরে এল।

হের ক্লুবার এমন ভাব দেখালেন যেন সানিনের অনুপস্থিতি অথবা অফিসারদের সঙ্গে তার কথাবার্তা কিছুই তিনি লক্ষ্য করেননি। কোচ-ম্যান ঘোড়া জুতছিল; চটপট হাত চালাচ্ছে না বলে তিনি তাকে ধমক দিলেন। জেম্মাও সানিনকে কিছুই বলল না, এমন কি ভাল করে তার দিকে তাকালও না। তার কোঁচকান ভুরু, চাপা ঠোঁট এমন কি তার নিঃস্পন্দতার মধ্যেই তার মনের আলোড়ন অভিব্যক্ত হতে লাগল। একমাত্র যার মধ্যে সানিনের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠেছিল, সে

হচ্ছে এমিল। সানিনকে সে অফিসারদের কাছে গিয়ে তাদের হাতে সাদা একটা কি যেন দিতে দেখেছিল, হয়ত একটা নোট অথবা কার্ড... বেচারার বুকখানা ভীষণ ভাবে তোলপাড় করছিল, জ্বালা কবছিল দু'টি গাল, তার ইচ্ছে হচ্ছিল এখনই দু'হাতে সানিনের গলা জড়িয়ে ধরে সে কেঁদে ফেলে অথবা এই মুহূর্ত্তে সানিনের সঙ্গে গিয়ে দুইজনে মিলে জানোয়ার অফিসারগুলোকে মেরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয়। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে সে তার মহাপ্রাণ রুশ বন্ধুর প্রতিটি গতিবিধি মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করতে লাগল।

অবশেষে কোচম্যানের ঘোড়া জোতা শেষ হল এবং সমগ্র দলটি গাড়ীতে উঠল। তার্তাগ্লিযার পিছু পিছু এমিল লাফিয়ে কোচবাক্সে উঠে বসল। সেখানেই সে বেশী স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করল—ক্লুবারের দিকে তাকাতে হবে না। ক্লুবারকে এখন সে সমস্ত অন্তর দিযে ঘৃণা করে।

বাড়ী ফেরাব সারা পথটা জমিয়ে রাখলেন ক্লুবাব···একা ক্লুবাব। কেউ তাঁর কোন কথার প্রতিবাদ করল না। আবার কেউ তাঁব কোন কথায সায়ও দিল না। চারিপাশে ঘেরা গ্রীষ্মভবনেব ভিতবে বসে খাওয়ার যে প্রস্তাব তিনি করেছিলেন তা না শুনে যে ভুল কবা হয়েছিল তার উপরই তিনি সবচেযে বেশী গুরুত্ব আরোপ করলেন। তাঁর কথা যদি তারা শুনত তবে এই সব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারত না। তাবপর তিনি কিছুটা উদারনৈতিক মতবাদের দৃষ্টিতে সরকারের সমালোচনা করলেন, বললেন, যেভাবে সরকাব এই অফিসারদের ডিসিপ্লিনের দিকে না তাকিয়ে এদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন তা ক্ষমার অযোগ্য। সমাজের বেসামরিক নাগরিকদের (*das burgerliche Element in der Societat*) এরা উপযুক্ত সম্মান দেখাচ্ছে না, ফলে অসন্তোষ বেড়ে চলছে এবং এই অসন্তোষ থেকেই আসে বিপ্লব এবং এরই এক বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত (এখানে তিনি এমন এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন যার মধ্যে একাধারে সহানুভূতি ও কঠোরতা প্রকাশ পেল), এরই এক বেদনাদায়ক দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফ্রান্স। তিনি একথাও

জানাতে ভুললেন না যে, তিনি নিজে প্রভুশক্তিকে মান্য করেন এবং কখন, কখনই তিনি বিপ্লবী হবেন না, যদিও এই ধরণের স্বেচ্ছাচার দেখলে তার···আপত্তি···না জানিয়েও তিনি থাকতে পারবেন না। তারপর তিনি নৈতিকতা, অনৈতিকতা, সম্ভ্রান্ততা ও আত্মসম্মান সম্পর্কে গুটিকয়েক সাধারণ কথা বললেন।

ডিনারের আগে বেড়াবার সময়ই জেম্মা হের ক্লুবারের প্রতি বিরক্ত হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল এবং সেই জন্যই সে সানিনকে দূরে দূরে রাখছিল এবং মনে হচ্ছিল তার উপস্থিতিতে সে বিব্রত বোধ করছে। হের ক্লুবারের এই বক্তৃতার সারাক্ষণ জেম্মার মধ্যে, সে যে তার ভাবী স্বামীর আচরণে লজ্জিত হয়েছে, স্পষ্টই এমন ভাব ফুটে উঠছিল। যাত্রার শেষা-শেষি এসে তার বেদনা সত্যই তীব্র হয়ে উঠল এবং যদিও আগের মতই সানিনের সঙ্গে কথা বলতে সে বিরত রইল তবু এক মুহূর্ত্ত মিনতি-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে সে তাকাল।...সানিনের দিক থেকে হের ক্লুবারের প্রতি রাগের চেয়ে জেম্মার প্রতি করুণাই হল বেশী। আগামী কাল সকালেই ডুয়েল লডাই করার আহ্বান আসতে পারে জেনেও, সারা দিনে যা কিছু ঘটল তার জন্য তার হৃদয় একটা অস্পষ্ট খুসীতে ভরে উঠল।

অবশেষে সেই যন্ত্রণাকর *partie de plaisir* [প্রমোদ-ভ্রমণ] শেষ হল। মেঠাযের দোকানের সামনে জেম্মাকে গাড়ী থেকে নামতে সাহায্য করার সময নিঃশব্দে সানিন উদ্ধার-করা গোলাপটি তার হাতে দিল। জেম্মা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে তার হাতখানাতে একটু চাপ দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ফুলটা কোথায় যেন রেখে দিল। যদিও সবেমাত্র সন্ধ্যা হচ্ছিল, তবু বাড়ীর ভিতর যাবার ইচ্ছা তার ছিল না। জেম্মাও তাকে ভিতরে আসতে বলল না। তাছাড়া, পান্তালিওন দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়ে জানিয়ে দিল ফ্রাউ লিনোরে শুয়ে পড়েছেন। এমিল লাজুকভাবে সানিনের কাছ থেকে বিদায় নিল; সানিনের আচরণে সে বিস্ময়ে এতখানি অভিভূত হয়েছিল যে, তাকে সে প্রায় এড়িয়ে চলতে চাইছিল। ক্লুবার সানিনকে গাড়ী করে হোটেলে পৌঁছে দিলেন এবং সাড়ম্বর শিষ্টাচারের সঙ্গে বিদায়

নিলেন। কিন্তু তাঁব সমস্ত আত্মপ্রত্যয় সত্ত্বেও এই সুসংবৃত জার্মানটি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। অস্বস্তি বোধ করছিল প্রত্যেকেই।

সানিন নিজে অবশ্য এই অস্বস্তির ভাব তাড়াতাড়ি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল। অস্পষ্ট হলেও আরামের এমনকি উচ্ছ্বাসের একটা ভাব এসে অস্বস্তির স্থান দখল করল; মন থেকে সমস্ত চিন্তা মুছে ফেলে দিযে সে ঘরের ভিতর পায়চারী করতে করতে শিস দিতে লাগল। নিজের উপর সে খুব খুসী হয়ে উঠেছে।

১৭

পরদিন সকালে সাজগোজ সেরে সে মনে মনে বলল, "অফিসারটির আসাব ও তাব বক্তব্য শোনার জন্য আমি দশটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করব। তাবপবে এলে সে আমাকে খুঁজে বেব করুক।" কিন্তু জার্মানরা সকালে ঘুম থেকে ওঠে। ঘডিতে ন'টা বাজতে না বাজতেই পরিচারক এসে সানিনকে জানাল যে, সেকেণ্ড লেফ্টেন্যাণ্ট (*der Herr Seconde Lieutenant*) ফন বিখ্টার তার সঙ্গে দেখা করতে চান। তাড়াতাড়ি কোটটা গায়ে চডিযে, সানিন ভদ্রলোককে ভিতরে নিয়ে আসার জন্য পরিচাবকটিকে বলল। আগন্তুকের অল্পবযসী চেহারা দেখে সানিন বিস্মিত হল। এ যে বালক! হেব ফন রিখ্টার তাব শ্মশ্রুগুম্ফহীন মুখে মর্য্যাদা ও গাম্ভীর্য্যেব ভাব ফুটিযে তুলতে চাইল, কিন্তু একেবাবেই পারল না। এমনকি নিজের বিব্রতভাবও সে ঢেকে রাখতে পাবল না। একটা চেযারে বসতে গিযে নিজের তরোয়ালে লেগে পা ফসকে পডে যাবার উপক্রম হল। থেমে থেমে, ভাঙ্গা ভাঙ্গা কদর্য্য ফরাসীতে সে সানিনকে জানাল যে, গতকল্যকার অপমানকর কথার জন্য হেব ফন জানিনের কাছ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা দাবী করতে তার বন্ধু ব্যারণ ফন ডনহফ্ তাকে পাঠিয়েছেন এবং হের ফন জানিন যদি এই দাবী না মানেন, তবে ব্যারন ফন ডনহফ্ পরিশোধ চেয়েছেন। জবাবে সানিন জানাল যে, ক্ষমাপ্রার্থনার কোন ইচ্ছা তার নাই, তবে পরিশোধ দিতে সে রাজী। তখন হের ফন রিখ্টার

তো তো করতে করতে জিজ্ঞাসা করল কার সঙ্গে, কখন এবং কোথায় তাকে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ব্যাপারগুলো ঠিক করতে হবে। সানিন উত্তরে জানাল, হের ফন রিখ্টার যেন দু'ঘণ্টার জন্য ঘুরে আসেন, ইতিমধ্যে সে চেষ্টা করে একজন সহকারী জোগাড করবে। (মনে মনে সে বলল, 'কাকে আবার যোগাড় করি'।) হের ফন রিখ্টার উঠে দাঁড়াল এবং বিদায় নিতে লাগল...কিন্তু যেন অনুতাপে দগ্ধ হয়ে দোর-গোড়ায় থামল এবং সানিনের দিকে ফিরে বিড় বিড় করে বলল "তার বন্ধু ব্যারন ফন ডনহফ্ নিজের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, ...গতকালের ঘটনার জন্য তিনি···কিছুটা...দোষী। এবং তাই সামান্য ক্ষমাপ্রার্থনাতেই—*des exghizes lecheres*—তিনি খুসী হবেন।" সানিন জানাল "সামান্য অথবা ভাল করে, কোনভাবেই ক্ষমাপ্রার্থনার ইচ্ছা তার নাই, কারণ সে নিজেকে কোনমতেই দোষী মনে করে না।"

আরও বেশী লজ্জা পেয়ে ফন রিখ্টার বলল, "সেক্ষেত্রে বন্ধুত্বমূলক গুলী বিনিময় হবে—*des groups de bisdolet a l'amiaple*।"

সানিন বলল, "মাফ করবেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। আমরা কি আকাশে গুলী ছুঁড়ব?"

এবার একেবারে লজ্জায় থতমত খেয়ে সেকেণ্ড লেফ্টেন্যাণ্ট তো-তো করে বলল, "না, না, তা নয়। আমি শুধু ভাবছিলাম সংশ্লিষ্টেরা যখন সম্মানিত ব্যক্তি...কিন্তু আমি আপনার সহকারীর সঙ্গে কথা বলব—"এই পর্য্যন্ত বলেই সে চলে গেল।

লেফ্টেন্যাণ্টটি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সানিন একটা চেয়ারে ভেঙ্গে পড়ল ও মেঝের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। "এসব কি ঘটছে? হঠাৎ আমার জীবন এ কি অদ্ভুত বাঁক নিয়ে বসল? হঠাৎ যেন আমার সমস্ত অতীত, সমস্ত ভবিষ্যৎ অর্থহীন হয়ে গেছে এবং ফ্রাঙ্ক-ফোর্টে ডুয়েল লড়াইএর পরিণতি ছাড়া আর কিছুই তার অবশিষ্ট নেই।" তার এক পাগল পিসী এই ধুয়ো গেয়ে গেয়ে অনবরত নাচত:

এস হে এস

আমার প্রাণের পেয়ার।

লেফ্টেন্যাণ্ট পেয়ার,
হও হে আমার স্কুদে ঘোড়সওয়ার।

হো হো করে হেসে উঠে সেও পাগলীর মত গাইতে সুরু করল :

লেফ্টেন্যাণ্ট পেয়ার,
হও হে আমার স্কুদে ঘোড়সওয়ার!

"কিন্তু একটা কিছু করতে হবে, হাতে আর সময় নেই।"—চেঁচিয়ে বলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াতেই সামনে দেখে হাতে একখানা চিঠি নিয়ে পান্তালিওন দাঁড়িয়ে।

চিঠিখানা তার হাতে দিয়ে বিড় বিড় করে বুড়ো বলল, "বার কয়েক দরজায় ঘা দিয়েছি, কিন্তু আপনি কোন সাড়া দেননি। ভাবলুম আপনি বাইরে গেছেন। চিঠিখানা দিয়েছেন শ্রীমতী জেম্মা।"

যন্ত্রচালিতের মত চিঠিখানা হাতে নিল সানিন, শীলমোহর খুলে ফেলে, চিঠিখানায় সে চোখ বুলাল। জেম্মা লিখেছে কোন একটা ঘটনায় সে খুব উদ্বিগ্ন হয়ে রয়েছে, ঘটনাটি সানিনের অজানা নয়। সে এখনই সানিনের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বোঝা গেল চিঠিতে কি লেখা আছে পান্তালিওন তা জানে। সে বলল, "দিদিমণি ব্যস্ত হয়ে আছেন। আমাকে বললেন, এসে আপনি কি করছেন তা দেখতে ও আপনাকে নিয়ে যেতে।"

সানিন এই বৃদ্ধ ইতালীয়ানের দিকে তাকাল—এবং ভাবতে লাগল। হঠাৎ তার মাথার ভিতর একটা বুদ্ধি খেলে গেল। প্রথমে ব্যাপারটা নিজের কাছে মনে হল প্রায় অসম্ভবরূপ অসঙ্গত।...

"কিন্তু তবু...কেন নয়?" নিজেকে জিজ্ঞাসা করল সে।

সে জোরে ডাকল, "মঁসিয়ে পান্তালিওন!"

বৃদ্ধ চমকে উঠল; ক্রাভাতের ভিতর মুখ ডুবিয়ে একদৃষ্টিতে তাকাল সানিনের দিকে।

সানিন বলল, "গতকাল কি ঘটেছিল আপনি কি তা জানেন?"

পান্তালিওনের ঠোঁট দু'টি কাঁপতে লাগল। সে তার কপালের উপরের বিপুল কেশভার ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে সরিয়ে দিল।

"জানি।"

(বাড়ী গিয়েই এমিল তাকে সব কথা বলেছিল।)

"ওঃ, জানেন। তাহলে শুনুন,...এইমাত্র একজন অফিসার এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। নচ্ছারবটা আমাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করেছে। তার চ্যালেঞ্জ আমি গ্রহণ করেছি। কিন্তু আমার কোন সহকারী নেই। 'আপনি' আমার সহকারী হবেন?"

ভ্রু কপালে তুলে পান্তালিওন চমকে উঠল। কপালের উপর যে কেশগুচ্ছগুলি দুলছিল, তার ভিতর হারিয়ে গেল তাব ভ্রু।

অবশেষে ইতালীয ভাষায সে বলে ফেলল, "সত্যিই আপনি লড়বেন?" এতক্ষণ পর্য্যন্ত সে ফরাসী ভাষাতেই কথা বলছিল।

"নিশ্চয়ই। অন্যথায় চিরজীবন আমাকে অপমানের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে।"

"হুম্। আর যদি আমি আপনার সহকাবী হতে অস্বীকার করি—তাহলে আপনি অন্যলোক খুঁজবেন?"

"নিশ্চযই খুঁজব।"

পান্তালিওন চোখ দু'টি নামাল। বলল, "একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব সিনর ডি জানিনি। আপনাদের এই ডুয়েলে কোন ব্যক্তিবিশেষের সুনামের হানি হবে কি?"

"হবে বলে তো মনে হয় না। আর হলেও, উপায় নেই।"

"হুম" বলে ক্রাভাতের গভীরে আরও ডুবে গেল পান্তালিওন। হঠাৎ মুখ ভাসিযে সে বলে উঠল, "আর সেই *ferroflucto Cluberio*-টার কি হবে?"

"তার? কিছুই না।"

"*Che!*" পান্তালিওন কাঁধ দু'টি ঝাঁকাল। কিছুক্ষণ থেমে কাঁপা গলায় বলল, "সে যাই হোক, আমার এই বর্ত্তমান হীন অবস্থার মধ্যেও আপনি যে আমাকে একজন সম্মানিত ব্যক্তি—*un galant'uomo* বলে চিনতে পেরেছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। এতেই বোঝা যাচ্ছে আপনি নিজে একজন সত্যিকার *galant'uomo*। কিন্তু আপনার প্রস্তাবটি আমাকে ভেবে দেখতে হবে।"

"কিন্তু আর তো সময় নেই মঁসিয়ে চি···চিপা..."

"...তোলা," তাড়াতাড়ি বলে দিল বৃদ্ধ। "ভাববার জন্য মাত্র এক ঘণ্টা সময় চাইছি। আমার আশ্রয়দাতাদের মেয়ে এর মধ্যে জড়িত... আমাকে ভেবে দেখতেই হবে...আমি বাধ্য...আপনি আমার সিদ্ধান্ত জানতে পারবেন এক ঘণ্টার মধ্যেই—পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই।"

"বেশ! আমি অপেক্ষা করব।"

"কিন্তু এখন...শ্রীমতী জেম্মাকে আমি কি জবাব দেব?"

এক টুকবো কাগজ তুলে নিয়ে সানিন লিখল, "আমার জন্য চিন্তিত হবেন না, প্রিয় বন্ধু! আমি তিন ঘণ্টার মধ্যে আপনাদের ওখানে যাচ্ছি। তখন সব কিছুই আপনাকে বলব। আপনার সহানুভূতির জন্য অন্তবের ধন্যবাদ।" চিঠিখানা সে পান্তালিওনের হাতে দিল।

চিঠিখানাকে যত্ন করে পাশ-পকেটে ঢুকিযে, বারবার 'এক ঘণ্টার মধ্যেই আসছি' বলতে বলতে পান্তালিওন দরজাব দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ ফিরে দাঁড়িযে সে সানিনের কাছে দৌড়ে এল এবং তার হাতখানা নিযে নিজের বুকে জামাব উপর চেপে ধবে বলতে লাগল, "মহান যুবক! মহান হৃদয! (*Nobil giovanotto! Gran cuore!*) এই দুর্ব্বল বৃদ্ধ তোমার বীর হস্ত ধারণ করছে।" বলেই এক পা পিছনে লাফিয়ে সে দুই হাত তুলে ধরল এবং তারপব বেরিয়ে গেল।

পিছন থেকে সানিন তার দিকে তাকিযে রইল···তাবপব একখানা খবরের কাগজ তুলে নিযে পড়তে লাগল। কিন্তু তার চোখ দু'টি বৃথাই লাইনগুলো পডে যেতে লাগল, একটা কথার অর্থও তার মাথায় ঢুকল না।···

১৮

এক ঘণ্টা পরে পরিচারক আবার সানিনের কাছে এল। এবার এল তার হাতে দিতে একখানা পুরানো ময়লা দাগ-লাগা ভিজিটিং-কার্ড। কার্ডখানির উপর লেখা ছিল, "পান্তালিওন চিপাতোলা, নিবাস ভারিসী,

মহামহিমান্বিত মোদেনার ডিউকের রাজসভার গায়ক (*cantante di camera*)"; পরিচারকের পিছু পিছু এল পান্তালিওন নিজে। তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একেবারে বদলে গেছে। এখন তার গায়ে একটা মরিচা-রঙের ফ্রককোট, একটা সাদা ওয়েষ্টকোট, তার উপর একটা মেকি সোনার চেন বিস্তৃতভাবে ঝুলানো। নীলমণির একটা ভারী শীল-মোহর তার আঁটসাঁট কাল ট্রাউজারের উপর নেমে এসে ঝুলছিল। তার ডান হাতে ধরা ছিল একটা র‍্যাবিট-ফেল্টের কাল টুপী, বাঁ হাতে ছিল এক জোড়া পুরু সুয়েডের দস্তানা। তার এবারের ক্রাভাত আগের চেয়েও বেশী চওড়া ও উঁচু; পিনের উপর বসানো একখানা 'নারঙ্গা' পাথর (*oeil de chat*) লাগান ছিল তার মাড়-দেওয়া জামার বুকের উপর। তার ডান হাতের তর্জ্জনীতে শোভা পাচ্ছিল একটা চিহ্নাঙ্কিত আংটি—জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ডকে জড়িয়ে রয়েছে দু'টি হাত—এই ছবি আঁকা সেই আংটির উপর। বৃদ্ধের পোষাক থেকে একটা বাসি গন্ধ আসছিল—কর্পূর আর কস্তুরীর মিশ্রিত গন্ধ। তার দেহভঙ্গীর গুরুগাম্ভীর্য্য যে কোন উদাসীন দর্শককেও সচকিত করে তুলবে। তাকে অভ্যর্থনার জন্য সানিন উঠে দাঁড়াল।

নাচিয়েদের মত বুটের ডগার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কোমর থেকেই দেহ খুব নীচু পর্য্যন্ত অবনত করে পান্তালিওন ফরাসী ভাষায় ঘোষণা করল, "আমি আপনার সহকারী। আমি আপনার হুকুমের জন্য এসেছি। আপনি কি চরম শেষ পর্য্যন্ত লড়তে চান?"

"চরম শেষ পর্য্যন্ত কেন, মঁসিয়ে চিপাতোলা? আমি গতকাল যা বলেছি তা প্রত্যাহার করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আমার নাই, কিন্তু আমি রক্ত-পিপাসু নই। অপেক্ষা করুন, আমার প্রতিদ্বন্দ্বীর সহকারী এক মিনিটের মধ্যেই এখানে এসে যাবেন। আমি পাশের ঘরে যাব, আপনারা তখন করণীয়-সম্পর্কে একটা চুক্তি সেরে ফেলবেন। বিশ্বাস করুন, আপনার এই উপকার আমি কখনও ভুলব না, আমি আপনাকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

"সকলের আগে সম্মান।" উত্তর দিল পান্তালিওন এবং সানিনের

বলার অপেক্ষা না রেখেই একখানা আরাম-কেদারায় বসে পড়ল। ফরাসী ও ইতালীয়ান কথার জগাখিচুড়ী করে সে বলতে লাগল, "যদি সেই *ferroflucto spiccebubbio*-টার, সেই দোকানদার ক্রুবেরিওটার যদি কর্ত্তব্যজ্ঞান না থাকে, যদি সেটা একটা কাপুরুষ হয়—তবে গোল্লায় যাক সে। ওটা একটা বাজে লোক। ব্যস! ডুয়েলের সর্ত্ত সম্পর্কে—আমি হচ্ছি আপনার সহকারী, আপনার স্বার্থ আমার কাছে পবিত্র! আমি যখন পাদুয়াতে থাকতাম তখন সেখানে 'হোয়াইট ড্রাগুনদের' একটা রেজিমেন্ট থাকত। কয়েকজন অফিসারের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা হয়েছিল। তাদের সম্মানের বিধিবিধান আমার ভালভাবেই জানা আছে। আর প্রায়ই এ সব বিষয় নিয়ে আপনাদের *Principe Tarbusski*-র সঙ্গে আমার আলোচনা হত।...ও সহকারীটি কি শীঘ্রই এখানে আসবে?"

"যে কোন সময় এসে পড়তে পারে।" জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই সানিন বলে উঠল, "এই যে এসে গেছে!"

পান্তালিওন উঠে দাঁড়াল, ঘড়িটা দেখল, সামনের চুলগুলো ঠিক করে নিল, ট্রাউজারের পা থেকে ঝুলছিল যে ফিতের মুখটা, তাড়াতাড়ি সেটা বুটের মাথার ভিতর ঢুকিয়ে দিল। তরুণ সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্টটি ঘরে ঢুকল। তখনও তার মুখ বিব্রত ও লজ্জায় লাল হয়ে রয়েছে।

সানিন সহকারীদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—"*Monsieur Richter, souslieutenant!—Signor Zippatola, artiste!*"

বৃদ্ধের চেহারা দেখে সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্টটির মুখে কিছুটা বিস্ময় ফুটে উঠল। যদি এই সময় কেউ তার কানে কানে বলে দিত, এই মাত্র যে 'শিল্পী'টিকে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল, সে রন্ধনশিল্পেও সুনিপুণ, তাহলে সে কী বলত? কিন্তু পান্তালিওন এমন ভাব দেখাল যে, ডুয়েলের ব্যবস্থাপনায় যোগ দেওয়া যেন তার নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। নিঃসন্দেহে তার অতীত মঞ্চজীবনের স্মৃতি এ ব্যাপারে তাকে সাহায্য করল এবং সহকারীর ভূমিকা সে এমনভাবে অভিনয় করল যেন সত্যিই থিয়েটারের কোন ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়েছে। উভয় পক্ষই এক মুহূর্ত্ত নীরব রইল।

নীরবতা ভঙ্গ করল পান্তালিওন।

সীসমণির শীলমোহরটি নাড়াচাড়া করতে করতে সে বলল, "তাহলে সুরু করা যাক।"

সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট জবাব দিল, "নিশ্চয়ই। কিন্তু...প্রধানদের এক-জনের উপস্থিতিটা···।"

সানিন বলে উঠল "আমি এখনই যাচ্ছি।" বলেই মাথা নুইয়ে অভিবাদন করে সে তার শোবার ঘরে চলে গেল এবং পিছনে এ ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।

বিছানায় শুয়ে পড়ে সে জেম্মার কথা ভাবতে লাগল।···কিন্তু বন্ধদ্বারের ভিতর দিয়েই সহকারীদের কথাবার্ত্তা কানে আসতে লাগল। কথাবার্ত্তা চলছিল ফরাসীতে। উভয় পক্ষই প্রত্যেকেই নিজ নিজ পদ্ধতিতে এই ভাষাটিকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করছিল। পান্তালিওন আবার সেই পাদুয়ার 'ড্রাগুনদের' কথা, *Principe Tarbusski*-র কথা তুলল; সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্ট সেই *exghizes lecheres*-র কথা, সেই *goups a l'amiaple*-এর কথা তুলল। কিন্তু *exghizes*-এর কোন কথা বৃদ্ধ কানেই তুলল না! আতঙ্কিত হযে সানিন শুনল হঠাৎ সে তাব শ্রোতাকে কোন নিষ্পাপ তরুণী কুমারীর কথা বলতে সুরু কবেছে, এবং বলছে যে দুনিয়াষ যত অফিসার আছে সব মিলেও এই কুমারীর একটি কড়ে আঙুলেবও যোগ্য হবে না। (*oune zeune damigella innoucenta, qu'a, ella sola dans soun peti doa vale piu que toutt le zouffissie del mondo!*)...ক্ষিপ্তস্বরে সে বার বার বলল, "কলঙ্কের কথা! কলঙ্কের কথা! (*E ouna onta, ouna onta!*) প্রথমে সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যাণ্টটি এসব কথায় কান দেয়নি, কিন্তু শীঘ্রই ছেলেটির গলার স্বরে ক্রোধের আভাস পাওয়া গেল। সে বলল, সে নীতিকথা শুনতে আসেনি।...

পান্তালিওন বলে উঠল, "আপনার বয়সে ভাল কথা শোনা সব সময়ই ভাল।"

দুই মাননীয় সহকারীর মধ্যে কথাবার্ত্তা প্রতি মুহূর্ত্তেই উত্তেজিত হয়ে উঠতে লাগল। এইভাবে চলল এক ঘণ্টার উপর; কিন্তু শেষকালে

এই সর্ত্তগুলি স্থির হল—"পরদিন সকাল দশটায় হানাউয়ের নিকটবর্ত্তী একটি ছোট বনের মধ্যে ব্যারণ ফন ডনহফ্ ও মঁসিয়ে ডি সানিন মিলিত হবেন এবং বিশ পা দূর থেকে গুলি ছুঁড়বেন। সহকারীদের সঙ্কেতমত প্রত্যেক পক্ষ দুইবার গুলি ছুঁড়বেন; পিস্তল হবে এক ঘোড়া-ওয়ালা, রাইফেল-নলী পিস্তল হলে চলবে না।" হেব ফন রিখ্‌টার চলে গেল। পান্তালিওন তখন গম্ভীরভাবে শোবার ঘরের দরজা খুলে বৈঠকের ফলাফল ঘোষণা করে আবেগের সঙ্গে বলে উঠল "*Bravo, Russo! bravo giovanotto!* [সাবাস রুশ! সাবাস যুবক!] তুমিই জয়ী হবে!"

কয়েক মিনিট পরে তারা রসেল্লি দোকানের দিকে রওনা হল। ডুয়েলের ব্যাপারটা একান্ত গোপন রাখার জন্য সানিন পান্তালিওনকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিল। জবাবে শুধু বৃদ্ধ আঙ্গুল তুলে ও চোখ কুঁচকে ফিস ফিস করে তাড়াতাড়ি পর পর দুবার বলল: *Segredezza!* (গোপন!) মনে হল তার বয়স কমে গিয়েছে, তার পদক্ষেপ পর্য্যন্ত হালকা হয়ে গেছে। অপ্রীতিকর হলেও এই অসাধারণ ঘটনাগুলি তাকে সেই অতীতের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে যখন সে নিজে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করত ও জানাত—অবশ্য মঞ্চে। সকলেই জানেন, ব্যারিটোনেরা বাগাড়ম্বর করতে খুব ভালবাসে।

১৯

সানিনকে অভ্যর্থনা জানাতে বাইরে ছুটে এল এমিল। এক ঘণ্টার উপর সে তার আসার প্রতীক্ষায় রয়েছে। তাড়াতাড়ি সানিনের কানে কানে সে বলে দিল যে, গতকল্যকার অপ্রীতিকর ঘটনার কিছুই তার মা জানেন না এবং এই ঘটনার যেন বিন্দুমাত্র উল্লেখ করা না হয়; সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়ে দিল যে তাকে আবার দোকানে পাঠান হচ্ছে, ...কিন্তু সেখানে যাবার তার ইচ্ছা নাই, সে কোথাও লুকিয়ে থাকবে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই সব কিছু জানিয়ে দিয়ে, সে হঠাৎ সানিনের

কাঁধের উপব নিজেকে চেপে ধরল এবং রাস্তা দিযে ছুটে বেরিয়ে যাবার আগে আবেগভবে তাকে চুমু খেল। দোকানের ভিতর জেম্মার সঙ্গে সানিনেব দেখা হল; জেম্মা তাকে কি যেন বলতে চেষ্টা করল কিন্তু পাবল না। তার ঠোঁট দু'খানি একটু কেঁপে উঠল, চোখ দু'টি কুঞ্চিত হল, সে দ্রুত এপাশ-ওপাশ চাইতে লাগল। সানিন তৎক্ষণাৎ তাকে শান্ত ও আশ্বস্ত করার জন্য বলল যে, ব্যাপারটা চুকে গেছে...শেষ পর্য্যন্ত কিছুই হয়নি।

জেম্মা জিজ্ঞাসা করল, "আজ কেউ আপনাব সঙ্গে দেখা কবতে আসেনি ?"

"এসেছিলেন একজন। ব্যাপাবটা আমবা আলোচনা কবি এবং... খুবই সন্তোষজনক সিদ্ধান্তে পৌঁছাই।"

জেম্মা আবাব কাউণ্টাবেব পিছনে ফিবে গেল।

সানিন মনে মনে বলল, "ও আমাব কথা বিশ্বাস কবেনি।"... তবু সে পিছনেব ঘবে গেল। সেখানে দেখল ফ্রাউ লিনোবে বয়েছেন।

তাঁব মাথাধবা কমেছে, কিন্তু মনটা বিষণ্ণ। সানিনকে দেখে তিনি আপ্যাযনের হাসি হাসলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানিযে দিলেন, আজ তাঁব সঙ্গ সানিনেব ভাল লাগবে না, কাবণ তাকে খুসী কবাব মত দেহমনেব অবস্থা তাঁর নাই। তাঁব পাশে বসতেই সানিন দেখল তাঁব চোখেব পাতা লাল ও ফুলেছে।

"কি হয়েছে আপনাব, ফ্রাউ লিনোবে ? আপনি কাঁদছিলেন না তো ?"

"চুপ।"...যে-ঘবে মেয়ে বযেছে তাব দবজাব দিকে মাথা নেড়ে তিনি ফিস ফিস করে বললেন: "জোবে বলবেন না...ও কথা।"

"কিন্তু আপনি কাঁদছিলেন কেন ?"

"তা আমি নিজেই জানি না, মঁসিয়ে সানিন।"

"কেউ কি আপনার মনে আঘাত দিয়েছে ?"

"না, না...হঠাৎ আমার মনটা এত খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল জিওভান বাতিস্তার কথা...আমার নিজের তরুণ বয়সেব কথা...কত তাড়াতাড়ি সব ফুরিয়ে গেল, সেই কথা। আমি যে বুড়ী হয়ে যাচ্ছি,

বন্ধু…একথা কিছুতেই মন শান্তভাবে নিতে পারছে না। আমি আগে যেমন ছিলাম, এখনও তো তাই রয়েছি…কিন্তু বার্দ্ধক্য—বার্দ্ধক্য যে এসে গেল।" ফ্রাউ লিনোরের চোখ জলে ভরে উঠল। "আপনি আমার দিকে অবাক হয়ে চাইছেন…। কিন্তু, বন্ধু, আপনার জীবনেও বার্দ্ধক্য আসবে। তখন বুঝবেন সে কী জ্বালা!"

সানিন তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল; বলল, নিজের সন্তানদের মধ্যে নিজের যৌবনকে আবার নূতন করে জাগিয়ে তুলতে পারেন তিনি। এমনকি তাঁর সঙ্গে একটু ঠাট্টার চেষ্টা করল সানিন, বলল, তিনি এখন স্তুতি শুনতে চাচ্ছেন…কিন্তু তিনি সানিনকে থামতে মিনতি করলেন এবং সে মিনতিতে কোন ঠাট্টার আভাস পাওয়া গেল না। আর সানিন জীবনে এই প্রথম বুঝল যে এই ধরণের দুঃখের—বার্দ্ধক্য এসে যাবার চেতনা থেকে যে দুঃখ সেই দুঃখের—কোন সান্ত্বনা নাই, কোন কিছু দিয়েও এ দুঃখকে ভোলান যায় না। এ দুঃখ আপনা থেকেই কেটে যাবার প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। সে একহাত 'ত্রিসেত্তি' খেলার প্রস্তাব করল। এর থেকে ভাল কিছু তার মাথায় এল না। তিনি স্বেচ্ছায় সম্মত হলেন এবং মনে হল মনটা তাঁর আবার একটু চাঙ্গা হয়েছে।

দুপুরের খাওয়া পর্য্যন্ত সানিন তাস খেলল। খাওয়ার পর আবার খেলতে বসল। খেলাতে পান্তালিওনও যোগ দিল। আজ তার কপালের উপর সামনের ঝাঁকড়া চুলগুলো যতটা নেমে এসেছিল, এবং ক্রাভাতের ভিতর মুখখানা যত ডুবে গিয়েছিল ততটা আর কোনদিন দেখা যায়নি। তার প্রতিটি গতিবিধি গাম্ভীর্য্যে এতখানি কঠিন হয়ে উঠেছিল যে, তার দিকে তাকালেই যে কেউ বিস্মিত হয়ে ভাবছিল লোকটি কোন গোপন রহস্য প্রাণপণে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু—*segredezza, segredezza!*

সারাদিন ধরে সে সর্ব্বোপায়ে সানিনের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেষ্টা করল। একটা দৃঢ় গাম্ভীর্য্যের ভাব নিয়ে খাবার টেবিলে মেয়েদের রেখে সানিনকে সে আগে পরিবেশন করল।

তাস খেলায় সানিনকে সে 'পুল' ছেড়ে দিল, যখন সানিন অন্যায়ভাবে 'পাশ' দিল তখন তাকে একটা কথাও বলল না এবং সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক-ভাবেই ঘোষণা করল যে, রুশরা দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে উদার, বীর ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাতি।

সানিন মনে মনে বলল, "বুড়ো খচ্চর!"

সানিন এসে মাদাম রসেল্লিকে যে অপ্রত্যাশিত মানসিক অবস্থায় দেখেছিল, তার চাইতেও সানিনকে বেশী চিন্তিত করল সানিনের প্রতি তাঁর মেয়ের আচরণ। সে ঠিক তাকে এড়িয়ে চলল না, বরঞ্চ প্রায় সব সময়ই তার খুব কাছেই বসে রইল, তার কথা শুনল, তার দিকে তাকাল। কিন্তু কিছুতেই তার সঙ্গে কথাবার্তা বলল না। যখনই সানিন তার উদ্দেশ্যে কিছু বলছিল, তখনই সে নিঃশব্দে উঠে কয়েক মিনিটের জন্য বাইরে চলে যাচ্ছিল। ফিরে এসে ঘরের এককোণে বসে একদম চুপ করে কি যেন ভাবছিল, কিসে যেন বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে থাকছিল··· সর্বোপরি তন্ময় হযে থাকছিল কোন এক বিস্ময়ে। অবশেষে তার এই অদ্ভুত আচরণ ফ্রাউ লিনোরেরও চোখে পড়ল। তিনি জেম্মাকে দু' একবার জিজ্ঞাসা করলেন, তার কি হযেছে।

জেম্মা উত্তর দিল, "কিছুই না। তুমি তো জান, মাঝে মাঝে ওরকম হয়।"

"সে কথা ঠিক।"—মা সায় দিলেন।

দীর্ঘ সারাটা দিন এইভাবে কেটে গেল, খুব উদ্দীপনার মধ্যেও নয়, আবার বিশেষ আলস্যের মধ্যেও নয—স্ফূর্তিতেও নয়, নিরানন্দেও নয়। জেম্মার আচরণ যদি অন্যরূপ হত তাহলে নিজের মনের ভাব একটু প্রকাশ করার প্রলোভন ত্যাগ করা সানিনের পক্ষে সম্ভব হত না— অথবা চিরদিনের মত বিদায় নেবার আগে সে শুধু একটু ব্যথার আবেগে মনটা ভরে তুলত। কিন্তু যেহেতু জেম্মার সঙ্গে জীবনে আর সে কোনদিন কথাটি পর্য্যন্ত বলতে পারবে না, তাই কফি আসার আগে মিনিট পনের পিয়ানোয় একটু হালকা টুং টাং করেই নিজেকে তৃপ্ত রাখল।

এমিল ফিরল দেরীতে এবং পাছে হের ক্লুবার সম্পর্কে তাকে কেউ

কোন কথা জিজ্ঞাসা করে তাই তাড়াতাড়ি শুতে গেল। সানিনের বিদায় নেবার সময় এল।

প্রথমে সে জেম্মার কাছ থেকে বিদায় নিল। কেন যেন তার পুশকিনের 'ইভ্‌গেনি অনিয়েগিন'র লেনস্কি ও ওলগার বিদায়ের কথা মনে পড়ল। সে তার হাতখানা একটু জোরে চেপে ধরে তার মুখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল, কিন্তু জেম্মা একটু ঘুরে আঙুলগুলো ছাড়িয়ে নিল।

২০

যখন সে অলিন্দে পা দিল তখন আকাশে সমস্ত তারা উঠে গেছে। সংখ্যাতীত গ্রহনক্ষত্র—বড়, ছোট, হলদে, লাল, সবুজ, সাদা। সবগুলিই জ্বলছে, ঝিকমিক করছে, অবিরাম পিট পিট করছে। আকাশে চাঁদ নাই, কিন্তু ছায়াহীন পাতলা গোধুলিতে বিনা চাঁদেই সব কিছু স্পষ্ট চোখে পড়ে। সানিন হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার শেষ পর্য্যন্ত চলে গেল······তার ঘরে ফিরতে ইচ্ছা করছিল না; শুধু ইচ্ছা করছিল ঘুরে বেড়িয়ে একটু বিশুদ্ধ বাতাস উপভোগ করার। সে আবার ফিরল এবং রসেল্লি-দোকানটি যে বাড়ীতে অবস্থিত, সবেমাত্র সেই বাড়ীর বরাবর এসে পৌঁছেছে ঠিক এমন সময হঠাৎ রাস্তার উপবের একটা জানালা শব্দ করে খুলে গেল এবং তার শূন্য কাল চতুষ্কোণের মধ্যে (ঘরে আলো ছিল না) দেখা দিল এক নারীমূর্ত্তি। সানিন শুনল তার নাম ধরে কে ডাকছে:

"মঁসিয়ে দিমিত্রি!"

সে দৌড়ে জানালার কাছে গেল...জেম্মা।

জানালার গোবরাটের উপর ভর দিয়ে বাইরে ঝুঁকে দাঁড়িযেছিল জেম্মা। সাবধানী গলায় সে বলতে সুরু করল, "মঁসিয়ে দিমিত্রি, আজ স্যারাদিন একটা জিনিষ আপনাকে দেব দেব করেছি...কিন্তু মন স্থির করে উঠতে পারিনি। কিন্তু এখন আবার আপনাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে মনে হল এ যেন নিয়তির নির্দ্দেশ..."

এইটুকু বলে জেম্মা আর বলতে পারল না, অনিচ্ছায় থেমে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা আশ্চর্য্য জিনিষ ঘটল।

আকাশে মেঘের কণামাত্র ছিল না। অথচ সেই গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যথেকে হঠাৎ একটা দমকা ঝড়ো বাতাস উঠে এল, সে বাতাস এত প্রচণ্ড যে মনে হল বুঝি পৃথিবীটাই কাঁপছে, মনে হল তারাগুলোর স্বচ্ছ আলো বুঝি কেঁপে কেঁপে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এবং বাতাস নিজে ঘূর্ণিপাক খাচ্ছে। এই দমকা হাওয়াটা ঠাণ্ডা নয়, গরম, এমন কি গুমোট। গাছগুলোকে, বাড়ীগুলোর ছাদ ও দেয়ালগুলোকে এবং রাস্তার গায় ঝাপটা মেরে সানিনের টুপীটা উড়িয়ে নিযে, জেম্মার কুঞ্চিত কেশদামকে ভেঙ্গে ওলটপালট করে দিয়ে, চলে গেল সেই বাতাস। জানালার গোববাটের সমান সমান ছিল সানিনের মাথাটি, নিজের অজ্ঞাতসারেই সে জানালা ঘেঁসে দাঁড়াল, আর জেম্মা দু'হাত দিয়ে তার দু'টি কাঁধ আঁকড়ে ধরে নিজের বুকখানা তার মাথার সঙ্গে চেপে দাঁড়াল। ঝড়ের ভীষণ অট্টরোল মিনিট খানেক থাকল। তারপর, প্রকাণ্ড বড় বড় পাখীব একটা ঝাঁক উড়ে চলে যাবার মত এই ঝঞ্ঝাও, তার শক্তি ফুরিযে যাওযায, শেষ হযে মিলিয়ে গেল...আবার চারিদিকে গভীব নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

মাথা তুলে সানিন সেই মুখের দিকে তাকাল—এত সুন্দর, এত শঙ্কিত, এত উত্তেজিত; সানিন তাকাল সেই চোখ দু'টির দিকে—এত বিশাল, এত অতল, এত মহান। এমন এক সৌন্দর্য্য তার চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল, যা দেখে এক মুহূর্তের জন্য তার হৃৎস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেল। রেশমী চুলের একটা অলকগুচ্ছ এসে জেম্মার বুকের উপর পড়েছিল, সেটা ওষ্ঠাধরে চেপে ধরে সে শুধু ডাকল, "জেম্মা!"

সুদূর শূন্যপানে তাকিয়ে জেম্মা জিজ্ঞাসা করল, "ও কি? বিদ্যুৎ?" তার খালি বাহু দু'খানা তখনও সানিনের কাঁধের উপর।

সানিন আবার ডাকল, "জেম্মা!"

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে পিছনে ঘরের ভিতর তাকাল। তারপর দ্রুত নিজের পোষাকের সামনে থেকে একটা শুকনো গোলাপ বের করে সানিনের দিকে ছুঁড়ে দিল।

"এই ফুলটিই আপনাকে দিতে চেয়েছিলাম।..."

গোলাপটি সে চিনল। এটাই আগের দিন সে উদ্ধার করে এনেছিল। কিন্তু জানালা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। এবং কাল পাল্লার ওপাশে আর কিছুই দেখা গেল না, কিছুই না, একটা সাদা দাগ পর্য্যন্ত নয়।...

বিনা টুপীতেই সানিন হোটেলে ফিরে এল।...টুপী যে হারিয়ে গেছে তা পর্য্যন্ত তার খেয়াল ছিল না।

২১

ঠিক সকাল হবার আগে সে ঘুমিয়ে পড়ল। এতে আশ্চর্য্য হবাব কিছু নাই। গ্রীষ্মের হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে বুঝেছে—জেম্মা যে সুন্দরী তা নয, জেম্মাকে যে তাব অত্যন্ত ভাল লেগেছে তা নয, সে যে আগে জানত...তাও নয়—বুঝেছে সে জেম্মাকে ভাল-বাসে। ঘূর্ণিঝড়েব মতই হঠাৎ প্রেম এসেছে তার জীবনে। এখন এই ডুযেল লডাই কবা নির্বুদ্ধিতা। তীব্র হতাশা ও বিষণ্ণ দুশ্চিন্তায তাব মন ভরে উঠল। যদি সে নিহত নাও হয...তবুও অপরের বাকদত্তা এই মেযেটির প্রতি তার ভালবাসার পরিণতি কি হবে? এই 'অপর' যদি একজন খুব সাংঘাতিক প্রতিদ্বন্দ্বী নাও হন, এবং জেম্মা যদি তাকে ভাল-বাসতে পারে অথবা ইতিমধ্যেই তাকে ভালবেসেছে...তা হলেই বা কি হবে? এ কী প্রশ্ন? তার মত সুন্দরী মেয়ে...

সে কিছুক্ষণ ঘবেব মধ্যে পায়চারী করল, তারপর একটা টেবিলেব পাশে বসে একখানা কাগজ নিযে তাব উপর কযেক লাইন লিখল—আবার তৎক্ষণাৎ তা ঘষে মুছে ফেলে দিল।...সে ভাবতে লাগল জেম্মার কথা, তারার আলোয অন্ধকার জানালার ফ্রেমে-আঁটা গুমোট হাওযায বিস্রস্তকেশা জেম্মাব নিরুপম মূর্ত্তিটির কথা। তার মনে পডল, মর্ম্মবমূর্ত্তির বাহুর মত, গ্রীক দেবীর বাহুর মত জেম্মার বাহুযুগলের কথা, মনে হল যেন এখনও তার দু'টি কাঁধের উপর সেই বাহু দু'টির ভার চেপে রযেছে। ...জানালা দিয়ে জেম্মা যে গোলাপটি ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেটা এখন সে

হাতে তুলে নিল, মনে হল ফুলটির শুকিয়ে-যাওয়া পাপড়িগুলো থেকে এমন একটি গন্ধ বেরোচ্ছে যা গোলাপফুলের সাধারণ গন্ধের চেয়ে সূক্ষ্ম।

"আর যদি সে নিহত কিম্বা অঙ্গহীন হয়?"

সে বিছানায় গেল না, পুরো পোষাকপরা অবস্থাতেই সোফার উপর ঘুমিয়ে পড়ল।

কে যেন তার কাঁধের উপর আস্তে আস্তে চাপড় মারছে।...

চোখ খুলতে সে দেখল সামনে পান্তালিওন দাঁড়িয়ে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বৃদ্ধ বলে উঠল, "সেকোন্দর সাহ্ যেন বাবিলোন যুদ্ধের পূর্ব্বসন্ধ্যায় ঘুমিয়ে নিচ্ছেন!"

সানিন জিজ্ঞাসা করল, "কেন? ক'টা বেজেছে?"

"সাতটা বাজতে পনের মিনিট। হানাউ এখান থেকে দু'ঘণ্টার পথ। আমাদেরই প্রথম পৌঁছাতে হবে। রুশরা চিরদিনই শত্রুদের আগে আগে থাকে। ফ্রাঙ্কফোর্টের সবচেয়ে ভাল গাড়ীখানা আমি ভাড়া করেছি।"

সানিন হাতমুখ ধুতে লাগল।

"পিস্তল কোথায়?"

"পিস্তল আনছে *Ferroflucto Tedesco*। একজন ডাক্তারও সে আনছে।"

স্পষ্টতঃই, পান্তালিওন মেজাজের সুরটা আগের দিনের মতই চড়াপর্দ্দায রাখতে চাইছিল। কিন্তু সে যখন গাড়ীতে উঠে সানিনের পাশে বসল এবং কোচম্যান চাবুক মারতেই ঘোড়াদুটো যখন কদমে চলতে সুরু করল, তখন পাদুয়ার ড্রাগুনদের বন্ধুটিব মধ্যে হঠাৎ একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। মনে হল সে যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে, এমন কি ভয় পেয়ে গেছে। কোনমতে খাড়াকরা দেয়ালের মত কি যেন তার মধ্যে ধ্বসে পড়েছে।

নিজের চুলের গোড়া মুঠি করে ধরে তীক্ষ্ণস্বরে সে চীৎকার করে উঠল, "হায়, ভগবান! *santissima Madonna* [পবিত্র ম্যাডোনা],

কি করছি আমরা ? আর 'আমি' কী করছি—আমি এক বোকা বুড়ো, পাগল *frenetico* [উন্মাদ]।"

বিস্মিত হয়ে সানিন হাসতে হাসতে হাত দিয়ে পান্তালিওনের কোমর জড়িয়ে ধরে একটি ফরাসী প্রবাদ আউড়ে দিল : "*Le vin est tire—il faut le boire.*" [মদ যখন ঢালা হয়েছে তখন তা খেতেই হবে।]

বৃদ্ধ জবাব দিল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ। এই পেয়ালার তলানিটুকু পর্যন্ত আপনাকে ও আমাকে খেতে হবে। কিন্তু আমি একটা পাগল, আমি একটা পাগল। সবই ছিল শান্ত ও চমৎকার—হঠাৎ কোথা থেকে... টা-টা, ট্রা-টা-টা।"

একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে সানিন বলল, "অর্কেষ্ট্রায় যখন 'তু-ত্তি' বাজায় ঠিক সেই রকম। কিন্তু দোষ তো আপনার নয়।"

"জানি আমার নয়, কিন্তু হলে ভাল হত। কিন্তু যাই বলুন, এ বড় হঠকারিতার কাজ।" সামনের চুল ঝাঁকুনি দিয়ে পিছনে ফেলে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে আবার বলল, "দিযাভোলো ! দিযাভোলো !" [সযতান, সযতান !]।

গাড়ী এগিয়ে চলল।

— — —

সকালটি ছিল চমৎকার। ফ্রাঙ্কফোর্টের পরিচ্ছন্ন ও আরামপ্রদ রাস্তা-ঘাটগুলো সবেমাত্র জেগে উঠতে সুরু করেছে। জানালাগুলো টিনের পাতের মত ঝিকমিক করছিল এবং যখন তারা মাশুল আদাযের ফটক পার হচ্ছে তখন মাথার উপর নীল অথচ তখনও বিবর্ণ আকাশে ভরত-পাখীর গান শুনতে পেল। হঠাৎ বড় রাস্তার একটা বাঁকে উঁচু পপলার গাছের পিছন থেকে একটি পরিচিত মূর্ত্তি বেরিয়ে এল এবং তাদের দিকে কয়েক পা এগিয়ে এসে থামল। সানিন আবার তাকিয়ে দেখল... আরে ! এমিল !

পান্তালিওনের দিকে ফিরে সানিন বলল, "তার মানে ? ও তাহলে ব্যাপারটা জানে ?"

হতভাগ্য ইতালীয়ানটি বিলাপ করে উঠল, "আমি তো আপনাকে

বলেছি, আমি একটি পাগল।" তার গলার স্বর চড়তে চড়তে প্রায় হতাশার এক আর্ত্ত চীৎকারে পরিণত হল। "এই হতভাগা ছোঁড়া সারা রাত্রি আমাকে জালিয়েছে, শেষে আজ সকালে তাকে আমি সব কথা বলেছি।"

সানিন নিজের মনে বলল, "এই তোমার *segredezza*।"

এমিল যেখানে দাঁড়িয়েছিল গাড়ী সেখানে আসতেই সানিন কোচম্যানকে ঘোড়া থামাতে হুকুম দিল এবং 'হতভাগা ছোঁড়াকে' কাছে আসতে বলল। এমিল দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে এল; তার চেহারা ফ্যাকাসে, হৃৎরোগের আক্রমণের দিন যেমন ফ্যাকাসে ছিল তেমনই ফ্যাকাসে। সে দাঁড়াতে পারছিল না।

সানিন তাকে কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করল, "এখানে তুমি কি করছিলে? বাড়ী ছেড়ে এসেছ কেন?"

দু'টি হাতে জোড় করে এমিল কাঁপা গলায় মিনতি করল, "আমাকে আপনাদের সঙ্গে যেতে দিন!" তার দাঁতে দাঁত লেগে খটখট শব্দ হচ্ছিল, খুব জ্বর হলে যেমন হয়। "আমি কোন কিছুর ভিতর থাকব না। শুধু আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিন, আমাকে আপনাদের সঙ্গে নিন!"

সানিন বলল, "যদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র ভালবাসা বা শ্রদ্ধা থাকে, তবে এখনই বাড়ী অথবা হের ক্লুবারের দোকানে ফিরে যাও এবং কাউকে একটি কথা না বলে আমার ফিবে আসার জন্য অপেক্ষা করে থাক।"

"আপনাব ফিরে আসা!"—এমিলের ভাঙ্গাগলায় গোঁয়ানিব মত স্বর বেরোল। "আর যদি আপনি..."

হুঁসিয়ারীর দৃষ্টিতে কোচম্যানের দিকে একবার চেয়ে সানিন বলল, "এমিল! নিজেকে সামলে নাও! বাড়ী যাও, এমিল, তোমার পায়ে পড়ি, কথা শোন, বন্ধু! তুমি তো সব সময়ই বল আমাকে ভালবাস। তা হলে বাড়ী যাও—আমার জন্য বাড়ী যাও!"

সানিন হাত বাড়িয়ে দিল। এক লাফে এগিয়ে এসে এমিল কাঁদতে কাঁদতে সানিনের হাতখানা ঠোঁটে চেপে ধরল এবং ছুটে রাস্তা থেকে দূরে চলে গেল, মাঠের ভিতর দিয়ে সে ফ্রাঙ্কফোর্টের দিকে দৌড়তে লাগল।

পান্তালিওন বলে উঠল, "আর একটি মহান হৃদয়।" কিন্তু সানিন তার এদিকে বিরক্ত দৃষ্টিতে তাকাতেই বৃদ্ধ সীটের এক কোণে জড়সড় হয়ে বসে রইল। সে জানত দোষ তারই; প্রতি মুহূর্ত্তে তার বিস্ময় বেড়ে চলছিল—এও কি সম্ভব যে, 'সে'ই সহকারীর কাজ করছে, এবং শান্ত গৃহকোণ ছেড়ে ভোর ছটায় বোধহয় 'সে'ই গাড়ীর হুকুম দিয়েছে ও সব কিছু দেখাশুনা করছে? সর্ব্বোপরি, বাতের ব্যথায় তার পা দু'খানা টনটন করছিল।

সানিন বুঝল তাকে একটু চাঙ্গা করে তোলা দরকার এবং তাকে জাগিয়ে তুলবার উপযুক্ত কথা খুঁজে নিয়ে আসল তন্ত্রীটিতেই ঘা দিল। সে বলল, "মাননীয় সিনর চিপাতোলা, কোথায় গেল আপনার সেই সেকালের মেজাজ? কোথায় গেল *il antico valor?*"

সিনর চিপাতোলা সোজা হয়ে উঠে বসলেন এবং ভ্রুকুটি করলেন। গম্ভীর গলায় তিনি বলে উঠলেন, *"Il antico valor? Non e ancora spento* (এখনও কিছুটা অবশিষ্ট আছে)—*il antico valor!"*

আবার নিজেকে সোজা করে নিয়ে সে তার মঞ্চ-জীবনের কথা, অপেরার কথা, মহান টেনর-গায়ক গার্চিয়ার কথা বলতে সুরু করল এবং হানাউতে যখন তারা পৌঁছাল তখন সে অন্য মানুষ। ভেবে দেখলে, একটি কথার মত এতখানি শক্তিমান ও এতখানি শক্তিহীন—জিনিষ দুনিয়ায় আর কিছুই নাই।

২২

যে ছোট বনটায় লড়াই হবার কথা, সেটি হানাউ থেকে প্রায় সিকি মাইল। পান্তালিওনের ভবিষ্যদ্বাণীই ফলল, সানিন ও সে-ই আগে পৌঁছাল। কোচম্যানকে তারা বনের ধারে অপেক্ষা করতে বলে একটা বেশ ঘন ঝোপের ছায়ায় গিয়ে বসল। তাদের প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হল।

এই প্রতীক্ষা সানিনের কাছে বিশেষ কষ্টকর মনে হল না। পাখীর গান শুনতে শুনতে, পতঙ্গের ওড়া দেখতে দেখতে সে সরু পথটিতে

পায়চারী করতে লাগল এবং অনুরূপ অবস্থায় অধিকাংশ রুশের মত কিছু চিন্তা না করার চেষ্টা করতে লাগল। শুধু একবার সে চিন্তার কবলে পড়ে গিয়েছিল, যখন সম্ভবতঃ গতকালের হঠাৎ মরে-যাওয়া একটা ছোট লেবুগাছ তার চোখে পড়েছিল। গাছটা যে মরছিল তাতে সন্দেহ নাই, পাতাগুলো সব কুঁকড়ে গিয়েছিল। তার মনের ভিতর খেলে গেল, "এটা কি? অশুভ লক্ষণ?" কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই সে শিস দিতে দিতে লেবু-গাছের শায়িতগুঁড়িটা লাফিয়ে পার হয়ে আবার পায়চারী করতে লাগল। ওদিকে পান্তালিওন কিন্তু অনবরত গজগজ করতে লাগল, জার্ম্মানদের শাপ শাপান্ত করতে লাগল, কাশতে লাগল এবং পিঠ ও হাঁটু ঘষতে লাগল। উত্তেজনায় সে সত্যিই হাই তুলতে লাগল ও এতে তার ছোট শুকনো মুখখানাকে খুবই হাস্যকর দেখাতে লাগল। তার দিকে তাকিয়ে সানিন হাসিতে প্রায় ফেটে পড়ছিল আর কি!

অবশেষে গরম রাস্তার উপর চাকার শব্দ তাদের কানে এল। নিজেকে সোজা করে সতর্ক হয়ে দাঁড়িয়ে পান্তালিওন ঘোষণা করল, "ওরা আসছে।" একটা সাময়িক স্নায়বিক কম্পনও তার মধ্যে দেখা দিয়েছিল, কিন্তু 'বু-র্-র্-র্' বলে চীৎকার করে এবং আজ সকালে কী ঠাণ্ডাই না পড়েছে বলে মন্তব্য করে, সে তাড়াতাড়ি সেই কাঁপুনিটা লুকিয়ে ফেলল। প্রচুর শিশিরপাতের ফলে ঘাস ও গাছের পাতা ভিজে গিয়েছিল। কিন্তু একটা গুমোট গরম বনের গভীরতম অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছিল।

শীঘ্রই গাছগুলির ছায়ার নীচে দুইজন অফিসারকে দেখা গেল। তাদের সঙ্গে আসছে খাটো গাঁট্টাগোঁট্টা ধরণের একটি লোক, মুখে যেন তার কেমন একটা ঢিলে, অলস, এমন কি ঘুম ঘুম ভাব। ইনি রেজিমেণ্টের সার্জ্জেন। দরকার লাগতে পারে বলে তিনি বয়ে আনছিলেন জলভর্ত্তি মাটির কুঁজো এবং অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম ও ব্যাণ্ডেজভর্ত্তি একটি ব্যাগ তাঁর বাঁ কাঁধে ঝোলান ছিল। স্পষ্টতঃই লোকটি এই ধরণের অভিযানে পুরাপুরি অভ্যস্ত, এটা তাঁর আয়ের অন্যতম ক্ষেত্র—প্রতি ডুয়েলে তিনি পান আট সার্ভো-নোস্তি [মুদ্রাবিশেষ], প্রতি প্রতিদ্বন্দ্বীপক্ষ দেয় চার সার্ভোনোস্তি করে। পিস্তলের বাক্সটা বয়ে আনছিল হের ফন রিখটার। হের ফন ডনহফ্

একহাতে একখানা ছোট শিকারের ছুরি ঘোরাতে ঘোরাতে আসছিল— নিঃসন্দেহে একে সে চরম সাহসের পরিচয় বলে মনে করছিল।

সানিন বৃদ্ধকে ফিস ফিস করে বলল, "পান্তালিওন, যদি···আমি নিহত হই, আপনি তো জানেন সব কিছুই ঘটতে পাবে, তাহলে আমার পাশ-পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করবেন। দেখবেন তা দিয়ে একটা ফুল জড়ান রয়েছে। সেটা শ্রীমতী জেম্মাকে দেবেন। শুনছেন আমার কথা? প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন?"

বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তার দিকে একবার তাকিয়ে বৃদ্ধ সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।···কিন্তু সানিন যা তাকে করতে বলল তা সে বুঝেছে কিনা, তা কেবল ঈশ্বরই জানেন।

প্রতিদ্বন্দ্বীরা ও সহকারীরা যথানিয়মে অভিবাদন বিনিময় করল। সম্পূর্ণ অবিচলিত রইলেন শুধু মাত্র ডাক্তার। তিনি ঘাসের উপর বসে হাই তুলতে লাগলেন। যেন বলতে চান, "এই সব বীরোচিত সৌজন্য দেখানর আমার কোন প্রয়োজন নেই।" হের 'সিবাদোলা'কে হের ফন রিখ্টার জায়গা বেছে নিতে বলল। হের 'সিবাদোলা' জবাব দিলেন, "আপনি যা ভাল বোঝেন করুন, মশায়; আমি শুধু দাঁড়িয়ে দেখব।···" তার কণ্ঠস্বর আবেগে গাঢ় হয়ে উঠেছিল (তার ভিতরের 'প্রাচীর'টি আবার ধ্বসে পড়েছিল।)

হের ফন রিখ্টার কাজ সুরু করল। বনের মধ্যেই সে একটা চমৎকার ফাঁকা জায়গা খুঁজে বের করল, জায়গাটির সর্ব্বত্র ফুলে-ফুলে ঢাকা। সে পা মাপল, তাড়াতাড়ি ধারাল-করা একটা ছড়ি দিয়ে দুই প্রান্ত চিহ্নিত করে প্রতি প্রান্তে স্থান স্থির করল, থলি থেকে পিস্তল বের করল, গুলী ভরবার জন্য মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল—এককথায়, অনবরত একটা সাদা রুমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে, তার যথাসাধ্য সে করল। সে যেখানেই যাচ্ছিল, তার পিছু পিছু পান্তালিওন যাচ্ছিল; মনে হচ্ছিল, সে যেন শীতে কাবু হয়ে পড়েছে। যতক্ষণ এই প্রস্তুতিকার্য্য চলল, ততক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তাদের দেখাচ্ছিল যেন দুজন শাস্তি-পাওয়া স্কুলের ছেলে শিক্ষকের উপর রেগে দাঁড়িয়ে আছে।

চরম মুহূর্ত এসে গেল।...

দুজনেই হাতে তুলে নিল পিস্তল।...

কিন্তু এখানে হের ফন রিখ্‌টার পান্তালিওনকে বলল যে, ডুয়েলের নিয়ম অনুসারে মারাত্মক "এক! দুই! তিন!" উচ্চারণ করার আগে তাকে প্রতিপক্ষদের শেষ উপদেশ দিতে হবে এবং বিরোধ মিটিয়ে নেবার জন্য অনুরোধ করতে হবে। যদিও এই অনুরোধের কোন ফল হয় না এবং এই অনুরোধ প্রকৃতপক্ষে একান্ত আনুষ্ঠানিক মাত্র, তবু, হের 'সিবাদোলাকে' এই কাজ দিযে সে নিজের দায়িত্বের বোঝা কিছুটা লাঘব করতে চাইল; এবং প্রকৃত পক্ষে এই কাজটি * কোন তথাকথিত নিবপেক্ষ সাক্ষ্যের কবণীয (*unparteiischer Zeuge*), কিন্তু, তেমন কোন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না, তাই সে, ফন রিখ্‌টার তার বয়োজ্যেষ্ঠ সহযোগীকে এই সুবিধাটি ছেড়ে দিতে চায়। অপরাধী অফিসারটিকে দেখতে না হয় সে জন্য আগেভাগেই পান্তালিওন একটা ঝোপের আড়ালে গিয়ে লুকিয়েছিল। সে প্রথমে হের ফন রিখ্‌টারের কথার এক বর্ণও বুঝতে পারল না। না বুঝার আরও কারণ, ফন রিখ্‌টাব একটু নাকি-স্বরে কথা বলে। পরমুহূর্তে অবশ্য সে নিজেকে চাঙ্গা কবে তুলল, আগ্রহভরে এগিয়ে গেল, মুঠি দিয়ে ভীষণভাবে বুক ঠুকতে ঠুকতে বিভিন্ন ভাষার হাস্যকর সংমিশ্রণে ভাঙ্গাগলায় চীৎকার করে বলতে লাগল, "*A la la la...Chè bestialita! Deux zeun 'ommes comme ca que si battono—perche? Che diavolo? Andate a casa!* *

সানিন তাড়াতাড়ি বলল, "আমি কোন মিটমাটে রাজী হব না।"

তার বলার পর তার প্রতিদ্বন্দ্বীও বলল, "আমিও না।"

বিমূঢ় পান্তালিওনকে উদ্দেশ করে ফন রিখ্‌টার বলল, "এবার চীৎকার করে বলুন, 'এক! দুই! তিন!' "

* যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগে রোমান সেনাপতিরা যে বক্তৃতা দিতেন, সেই রকমের বক্তৃতা।—অনুবাদক

* "কী পশুর মত আচরণ! এই রকম দুইজন যুবক লড়ছে! আর তাও বা কিসের জন্য? কেন এই সব? বাড়ী ফিরে যাও।"—অনুবাদক।

সঙ্গে সঙ্গে পান্তালিওন আবার ঝোপের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কুঁকড়ে-মুকড়ে, চোখ দুটো কুঁচ্‌কে, মাথাটা বাঁচিয়ে তবু সেখান থেকে সে তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, *"Una···due...e tre !"* [এক... দুই...তিন !]

প্রথম গুলী ছুঁড়ল সানিন—গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। তার বুলেট ঢং করে একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যারণ ফন ডনহফ্‌ গুলী ছুঁড়ল, ইচ্ছা করে একপাশে লক্ষ্য করে এবং ফাঁকায়।

কিছুক্ষণ একটা স্তব্ধ নীরবতা বিরাজ করল। . কেউ নড়ল না। পান্তালিওনের গলা দিয়ে একটু মৃদু গোঙানি বেরোল।

ডনহফ জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কি চান আরও চলুক?"

সানিন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ফাঁকায় গুলী ছুঁড়লেন কেন?"

"সেটা আপনার কোন ব্যাপার নয়।"

সানিন বলল, "আপনি কি পরের বারও ফাঁকায় গুলী করবেন?"

"হয়ত করব। জানি না।"

ফন রিখ্‌টার বলে উঠল, "মহাশয়রা, মহাশয়রা! প্রধানদের পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে নেই। এটা ঠিক হচ্ছে না।"

"আমি আমার গুলী ছোঁড়ার অধিকার ত্যাগ করলাম।"—এই বলে সানিন মাটিতে পিস্তলটা ফেলে দিল।

ফন ডনহফ্‌ও তার পিস্তল ফেলে দিয়ে বলে উঠল, "আমি আর এই ডুয়েল চালাতে চাই না। তা ছাড়া আমি স্বীকার করতে প্রস্তুত আছি যে, সেদিন আমি অন্যায় করেছিলাম।"

কি করবে ঠিক করতে না পেরে এক মুহূর্ত্ত সে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর সন্দিগ্ধভাবে সে হাতখানি বাড়িয়ে দিল। সানিন তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে তার করমর্দ্দন করল। দুই তরুণ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসল, দুই জনেরই গাল তখন লাল হয়ে উঠেছে।

ঝোপের আড়াল থেকে হঠাৎ লোটন পায়রার ভঙ্গীতে বেরিয়ে এসে পান্তালিওন হাততালি দিয়ে পাগলের মত চীৎকার করতে লাগল, *"Bravi ! Bravi !"* [সাবাস ! সাবাস !] একটু দূরে একটা কেটে-ফেলা

গাছের গুঁড়ির উপর বসেছিলেন ডাক্তার। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়ে কুঁজোর জলটা ঢেলে ফেলে দিলেন এবং অলসভাবে বেড়াতে বেড়াতে বনের ধারে চলে গেলেন।

ফন রিখটার ঘোষণা করল, "মানরক্ষা হয়েছে, ডুয়েল শেষ হয়েছে।"

"Fuori !" [বেরিয়ে যাও !] আর একবার চেঁচিয়ে উঠল পান্তালিওন। তার মন তখন অতীতে ফিরে গেছে।

অফিসারদের সঙ্গে নমস্কার বিনিময়ের পর গাডীতে বসে, একথা স্বীকার করতেই হবে যে, সানিনের মনে হল তার সমগ্র অস্তিত্ব এমন একটা অনুভূতিতে ভরে উঠেছে যাকে ঠিক আনন্দ বলা চলে না, যা খানিকটা অস্ত্রোপচারের পরের আরামের অনুভূতির মত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা অনুভূতিও তার মধ্যে জেগে উঠল, যে অনুভূতি প্রায় লজ্জার মত।...যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে এইমাত্র তার ভূমিকা সেরে এল, তার মনে হল সেটা সম্পূর্ণ মিথ্যা, একটা চিরাচরিত সবকারী নিয়মবাঁধা কাজ, একটা মামুলি অফিসার-ছাত্রের ব্যাপার। অলস ডাক্তারটির কথা তার মনে পড়ল, মনে পড়ল তাঁর মুখের হাসি, বিশেষ করে ব্যারণ ফন ডনহফের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে বন থেকে সানিনকে বেরিয়ে আসতে দেখে তাঁর নাসিকা কুঞ্চন। পরে পান্তালিওন যখন ডাক্তারকে তাঁর দস্তুরী চার সার্ভোনোস্তি দিল···সমস্ত ব্যাপারটাই তার কেমন অপ্রীতিকর মনে হল!

হ্যাঁ, সানিন কিছুটা লজ্জিত ও নিজেকে অপরাধী বোধ করল।... কিন্তু এ ছাড়া আর কিইবা সে করতে পারত? উদ্ধত তরুণ অফিসারটিকে শাস্তি না দিয়ে সে ছেড়ে দিতে পারত না, হের ক্লুবারের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে সে পারত না। জেম্মাকে রক্ষা করার জন্য সে এগিয়ে এসেছিল। ...খুব সত্য কথা। কিন্তু মনটা তার অস্বস্তিতে ভরে উঠেছিল, সে লজ্জিত বোধ করছিল, নিজেকে প্রায় অপরাধী মনে হচ্ছিল তার।

আর পান্তালিওন! তার হয়েছিল নিছক জয়ের উল্লাস। হঠাৎ তার মন গর্বে ভরে উঠেছিল। সদ্য রণজয়ের পর রণাঙ্গণ থেকে ফিরে-আসা কোন

বিজয়ী জেনারেলও এতখানি আত্মতৃপ্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতে পারতেন না। ডুয়েলের সময় সানিনের আচরণ দেখে তার মন উৎসাহে ভরে উঠেছিল। সে তাকে বীর বলে ডাকতে লাগল এবং কোন তিরস্কার বা অনুনয়-বিনয় কানে তুলল না। তাকে সে মর্ম্মর বা ব্রোঞ্জের স্মৃতি-সৌধের সঙ্গে—'ডন জুয়ান' বইয়ের সেনাধ্যক্ষের প্রস্তরমূর্ত্তির সঙ্গে তুলনা করল। নিজের দিক থেকে যে স্বীকার করল সে কিছুটা ভয় পেয়েছিল। "দেখুন, আমি হচ্ছি একজন শিল্পী, তার উপর আমার দুর্ব্বল স্নায়ুর ধাত, আর আপনি তো বরফ ও শক্ত পাথরের দেশের মানুষ।"

এই উত্তেজিত শিল্পীকে কেমন করে শান্ত করা যায় সানিন তা ভেবে পেল না।

দু'ঘণ্টা আগে রাস্তাব যেখানটায এমিলের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিল, প্রায় ঠিক সেই জাযগাটাতেই আনন্দের চীৎকার দিযে এমিল একটা গাছের আড়াল থেকে বেবিযে এল এবং টুপী নাড়তে নাডতে ও লাফাতে লাফাতে সোজাসুজি গাডীর উপর এসে পড়ল। সে প্রায চাকার তলায় চলে যাচ্ছিল, ঘোড়া দুটোকে লাগাম টেনে থামাবার অপেক্ষা না করেই সে চলন্ত গাড়ীর দরজার উপর দিযে গিয়ে সানিনের উপব ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সে চেঁচিযে বলে উঠল, "আপনি বেঁচে আছেন, আপনি আহত হননি! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আপনার কথা শুনিনি, আমি ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে যাইনি,...যেতে পারিনি! আমি আপনাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করে ছিলাম।...আমাকে সব বলুন। আপনি কি···তাকে হত্যা করেছেন?"

এমিলকে শান্ত করতে ও তাকে জোর করে বসিয়ে দিতে সানিনকে রীতিমত বেগ পেতে হল।

পান্তালিওন বাগাড়ম্বর সহকারে এবং স্পষ্টতঃই বেশ আরাম করে ডুয়েলের সমস্ত খুঁটিনাটি তাকে বলল, অবশ্য ব্রোঞ্জের স্মৃতিস্তম্ভ ও কম্যাণ্ডারের প্রতিমূর্ত্তিরও আবার উল্লেখ করতে ভুলল না। সে সত্যই

উঠে দাঁড়াল, ভারসাম্য রক্ষার জন্য দুই পা ফাঁক করে দাঁড়াল এবং কম্যাণ্ডার সানিন সাজবার জন্য বুকের উপর হাত দু'খানি আড়া-আড়ি রেখে কাঁধের উপর দিয়ে একটা অগ্নিদৃষ্টি হানল। ভয়ে, বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় স্তম্ভিত হয়ে শুনতে লাগল এমিল; মাঝে মাঝে তার আবেগের চীৎকারে অথবা তাড়াতাড়ি উঠে বীর বন্ধুকে চুম্বনে বর্ণনা বাধাগ্রস্ত হতে লাগল।

গাড়ীর চাকার শব্দ ধ্বনিত হয়ে উঠল ফ্রাঙ্কফোর্টের শানবাঁধান রাস্তায় এবং অবশেষে গাড়ী এসে থামল সানিনেব হোটেলেব সামনে।

দুই অনুচরসহ দোতলার সিঁড়ি দিয়ে সে কেবল উঠতে সুরু কবেছে, এমন সময় গুণ্ঠনে মুখ ঢাকা এক নারী বারান্দাব অন্ধকারেব ভিতর থেকে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে এল; সানিনের সামনে সে একটুক্ষণ থামল, একটু দুলে উঠল তার দেহটা, ঘনঘন নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে কাঁপতে লাগল সে, তারপর দৌড়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল এবং রাস্তায় বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিস্ময়াভিভূত পরিচারক সানিনকে জানাল যে, বিদেশী ভদ্রলোকের ফিববার অপেক্ষায় এই মহিলাটি একঘণ্টার উপর প্রতীক্ষা করছিলেন। ছায়ামূর্ত্তিটিকে ক্ষণিকের জন্য দেখলেও সানিন কিন্তু জেম্মাকে চিনতে পেরেছিল। তার গোলাপী গুণ্ঠনের পুরু সিল্কের নীচে তার চোখ দু'টি সে দেখতে পেয়েছিল। সে টেনে টেনে বলল, "তা হলে ফ্রাউলিন জেম্মাও জানেন, দেখছি!" তার কণ্ঠস্বরে বিরক্তি ফুটে উঠল। এমিল ও পান্তালিওনকে উদ্দেশ করে সে বলল জার্ম্মান ভাষায়। তারা তার ঠিক পিছনেই আসছিল।

এমিলের মুখ লাল হয়ে উঠল, তার মুখ দেখে বোঝা গেল সে বিব্রত হয়ে পড়েছে।

সে তো তো করে বলল, "তাকে সব বলতে হল আমাকে। সে আন্দাজ করেছিল—আর আমিও কিছুতেই পারলাম না..." তারপর হঠাৎ উদ্দীপ্ত হয়ে সে বলে উঠল, "কিন্তু এখন তো আর ভয়ের কোন কারণ নেই। সব কিছুই এত চমৎকারভাবে শেষ হল আর ও তো আপনাকে সুস্থ ও নিরাপদ দেখে গেল!"

তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল সানিন।

"কী বাচালই না তোমরা দু'জন!"—বিরক্তভাবে বিড়বিড় করে এই কথাগুলো বলে সানিন নিজের ঘরে গিয়ে একখানা চেয়ারের উপর বসে পড়ল।

"আমার উপর রাগ করবেন না।"—কাকুতি করল এমিল।

"বেশ, করব না।" (সানিন সত্যই রাগ করেনি—যতই হোক, এ ব্যাপারের 'একেবারে কিছুই' জেম্মা জানবে না সানিন তা চাইতেই পাবে না...) "বেশ—কিন্তু কোলাকুলি যথেষ্ট হয়েছে। এখন যাও।··· আমি একটু একা থাকতে চাই। ঘুমাবার জন্য আমি এখন শোব। আমি ক্লান্ত।"

পান্তালিওন চেঁচিয়ে উঠল, "খুব ভাল কথা! আপনার কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন। এই বিশ্রাম আপনার ষোল আনা প্রাপ্য, মহাশয়। চলে এস, এমিল। পা টিপে টিপে! পা টিপে টিপে। স্স্স্!"

সঙ্গীদের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্যই সানিন শুধু বলেছিল সে ঘুমোতে চায়। কিন্তু একলা হতেই সে সত্যি টের পেল তার সারা দেহে কতখানি ক্লান্তি! গতকাল সারারাত্রি তার এক বিন্দু ঘুম হয়নি, আর এখন বিছানায় পড়তেই সে গভীর ঘুমে ডুবে গেল।

২৩

কয়েক ঘণ্টা ধরে সে এক গাঢ় ঘুম ঘুমাল। তারপর সে স্বপ্ন দেখল সে আবার ডুয়েল লড়ছে; তার প্রতিদ্বন্দ্বী হের ক্লুবার; এবং ডুমুর গাছে বসে একটা তোতাপাখী ঠোঁট দিয়ে টিক টিক শব্দ করে অনবরত বলে যাচ্ছে *"Una · due···tre, tre...tre...tre..."*

এই তোতাপাখী হচ্ছে পান্তালিওন। কিন্তু এই *tre-tre-tre* শব্দ শেষে এত স্পষ্ট হতে লাগল যা স্বপ্নের মধ্যে হতে পারে না; সানিন চোখ খুলে বালিশ থেকে মাথা তুলল...কে যেন দরজায় ঘা দিচ্ছে।

সানিন চেঁচিয়ে বলল, "ভিতরে আসুন।"

পরিচারক ঘরে ঢুকে জানাল একজন মহিলা তার সঙ্গে কথা বলবার জন্য ব্যস্ত হয়ে অপেক্ষা করছেন।

তার মনের মধ্যে খেলে গেল, "জেম্মা"...কিন্তু দেখা গেল মহিলাটি হচ্ছেন জেম্মার মা—ফ্রাউ লিনোরে।

ঘরে ঢুকেই তিনি একখানা চেয়ারে ভেঙ্গে পড়ে কেঁদে উঠলেন।

তাঁর পাশে বসে এবং ধীরে ধীরে ও স্নেহভরে তাঁর হাত স্পর্শ করে সানিন জিজ্ঞাসা করল, "ব্যাপার কি, মাদাম রসেল্লি? কি হয়েছে? কথা শুনুন, শান্ত হোন!"

"হায় হের দিমিত্রি, আমি বড অসুখী, বড অসুখী।"

"আপনি অসুখী?"

"হ্যাঁ, খুব বেশী! এমনটি ঘটবে কে ভেবেছিল? হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত..."

তিনি হাঁফাচ্ছিলেন।

"কিন্তু ব্যাপারটা কি? আমাকে খুলে বলুন। একটু জল খাবেন?"

"না, ধন্যবাদ।"—রুমাল দিযে চোখ মুছে ফ্রাউ লিনোরে আবাব আগের চাইতেও জোরে জোরে কাঁদতে সুরু করলেন। বললেন, "আমি সব জানি! সব!"

"আপ্নি কি বলতে চান—সব?"

"আজ যা যা ঘটেছে সব। এর কারণও আমি জানি। উদারচেতা মানুষের মতই কাজ করেছেন আপনি। কিন্তু কী বিশ্রী পরিস্থিতি বলুন দেখি। সডেনে বেড়াতে যাওয়ায় আমার যে মত ছিল না, তার নিশ্চয়ই কারণ ছিল, নিশ্চয়ই ছিল!" (বেডাতে যাওয়ার দিনটিতে ফ্রাউ লিনোরে একবার উল্লেখ পর্য্যন্ত করেননি, তখন যে তিনি 'এসব কিছুই' ঘটবে বলে বুঝতে পেরেছিলেন, আজ সে বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত।) "যদিও মাত্র পাঁচ দিন আপনার সঙ্গে পরিচয়, তবু একজন মানী লোক বলে, বন্ধু বলে আপনার কাছে এসেছি।...কিন্তু আপনি জানেন আমি একজন বিধবা, নিঃসঙ্গ...আমার মেয়ে..."

ফ্রাউ লিনোরের কণ্ঠস্বর চোখের জলে রুদ্ধ হয়ে গেল। তিনি কি

বলতে চান সানিন ভাবতে পারল না। সে শুধু প্রতিধ্বনির মত বলল, "আপনার মেয়ে?"

"আমার মেয়ে—জেম্মা..." অশ্রুসিক্ত রুমালের পিছন থেকে প্রায় গোঙানির মত পেরিয়ে এল ফ্রাউ লিনোরের কণ্ঠস্বর। "আমার মেয়ে—জেম্মা ...আজ আমাকে বলেছে যে, সে হের ক্লুবারকে বিয়ে করবে না এবং এই কথাটি যেন আমি তাকে বলে দিই।"

সানিন একটু চমকে উঠল—এ সে প্রত্যাশা করেনি।

ফ্রাউ লিনোরে বলতে লাগলেন, "কেলেঙ্কারীর কথা আমি তুলছি না, যদিও কে কবে শুনেছে, মেয়ে হবু-বরকে প্রত্যাখ্যান করছে? কিন্তু হের দিমিত্রি, এতে আমাদের সবারই সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে!" ফ্রাউ লিনোরে রুমালখানা জোরে জোরে পেঁচিয়ে একটা শক্ত ছোট বল করে ফেললেন, যেন তাঁর সমস্ত দুঃখকে এর ভিতর পেঁচিয়ে ভরে রাখার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হয়েছেন। "দোকান থেকে যে আয় হয় তাতে আর আমাদের চলছে না, হের দিমিত্রি। হের ক্লুবার খুব পয়সাওয়ালা লোক এবং ক্রমেই তাঁর পয়সা বেশী হবে। কেন তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হবে? তাঁর ভাবী স্ত্রীর সম্মান রক্ষার জন্য তিনি দাঁড়াননি বলে? হ্যাঁ, কাজটা তিনি ভাল করেননি। কিন্তু তিনি তো একটা অসামরিক নাগরিক, তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাও তাঁর নেই। তা ছাড়া কোথাকার কোন অখ্যাত ক্ষুদে অফিসার কি একটু ঠাট্টা করেছে, তাঁর মত সম্মানিত কারবারী অনায়াসে সেটা উপেক্ষা করতে পারেন। তা ছাড়া এমন একটা কিছু তো করেনি?"

"মাফ করবেন, ফ্রাউ লিনোরে, আপনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছেন..."

"আমি আপনার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই করছি না, আপনি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—সমস্ত রুশদের মত আপনিও মিলিটারীর লোক।..."

"মাফ করবেন, কিন্তু না, আমি তো..."

সানিনের কথায় কান না দিয়ে ফ্রাউ লিনোরে বলতে লাগলেন, "আপনি বিদেশী, আগন্তুক, আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।" কথা বলার

সময় তিনি ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছিলেন, হাত পা নেড়ে বোঝাচ্ছিলেন, রুমালখানা টেনে সোজা করছিলেন, নাক ঝাড়ছিলেন। যে পদ্ধতিতে তিনি তাঁর মনের দুঃখ প্রকাশ করছিলেন, উত্তর দেশে যে তাঁর জন্ম হয়নি তা বোঝাবার পক্ষে সেই পদ্ধতিটিই যথেষ্ট।

"আর যদি খরিদ্দারদের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তবে হের ক্লুবার দোকান চালাবেনই বা কি করে? এমন কথা কেউ কখনও শোনেনি! আর আমাকেই এখন বলতে হবে যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হল। আমরা বাঁচব কিসের উপর নির্ভর করে? আগে আমরাই শুধু 'এঞ্জেল কেক' ও পেস্তা দেওয়া 'নুগাৎ' তৈরী করতাম এবং খরিদ্দারও ছিল প্রচুর। কিন্তু এখন সবাই 'এঞ্জেল কেক' বানাচ্ছে। একবার ভাবুন দেখি,—এসব ছাড়াও আপনার ডুয়েল নিয়ে সহরে খুব কথাবার্ত্তা চলবে...এ ব্যাপার তো আর চাপা দেওয়া যায় না। তারপর হঠাৎ পাকা সম্বন্ধ ভেঙ্গে দেওয়া। ...'কেলেঙ্কারী,' 'কেলেঙ্কারী।' জেম্মা খুব ভাল মেয়ে, আমাকে খুব ভালবাসে, কিন্তু একগুঁয়ে রিপাবলিকান, লোকে কি বলছে তা গ্রাহ্যই করে না। একমাত্র আপনি তাকে বলে-কয়ে বোঝাতে পারেন।"

সানিনের বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ল—"আমি, ফ্রাউ লিনোরে?"

"হ্যাঁ, আপনি, একমাত্র আপনিই। সেই জন্যই তো আপনার কাছে এসেছি, আর কিছুই তো আমি ভাবতে পারছি না। আপনি এত বিজ্ঞ, এত ভাল। তার সম্মানরক্ষার জন্য আপনি দাঁড়িয়েছিলেন। সে আপনার কথা বিশ্বাস করবে। বিশ্বাস করতে সে বাধ্য—তার জন্য আপনি আপনার নিজের জীবন বিপন্ন করেছিলেন। আপনিই তাকে বোঝাতে পারবেন—আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—যে সে নিজের ও আমাদের সকলের সর্ব্বনাশ করতে বসেছে। আপনি আমার ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন, আজ আমার মেয়েকে বাঁচান। ঈশ্বর আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন...আমি নতজানু হয়ে আপনার কাছে মিনতি জানাতে রাজী আছি···"

যেন সানিনের পায় পড়ার জন্যই ফ্রাউ লিনোরে চেয়ার ছেড়ে উঠতে যাচ্ছিলেন।···সানিন তাঁকে নিরস্ত করল।

"ফ্রাউ লিনোরে, দোহাই আপনার! কী করছেন আপনি?"

আবেগভরে তার দু'খানি হাত জড়িয়ে ধরে ফ্রাউ লিনোরে বললেন, "আপনি কথা দিচ্ছেন ?"

"ভেবে দেখুন, ফ্রাউ লিনোরে—আমার পক্ষে কি করে তা সম্ভব ?..."

"আপনি কথা দিচ্ছেন ? আপনি কি চান এই মুহূর্তেই আমি মরে আপনার পায়ের গোড়ায় পড়ে যাই ?"

কি করবে সানিন ভেবে পেল না। এর আগে কখনও সে ইতালীয় প্রকৃতির সক্রিয়রূপের মুখোমুখি হয়নি।

সে বলে উঠল, "আপনি যা চান সবকিছুই আমি করব। আমি ফ্রাউলিন জেম্মার সঙ্গে কথা বলব..."

ফ্রাউ লিনোরের কণ্ঠ থেকে একটা আনন্দধ্বনি বেরিয়ে এল।

"কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না এর ফল কি হবে..."

ফ্রাউ লিনোরে মিনতি করলেন, "আপত্তি করবেন না, আপত্তি করবেন না! আপনি কথা দিয়েছেন! আমি নিশ্চয় জানি, এর ফল হবে চমৎকার। তাছাড়া করবারও আর আমার কিছু নেই। সে আমার কথা শুনবে না।"

একটু থেমে সানিন জিজ্ঞাসা করল, "হের ক্লুবারকে যে তিনি বিয়ে করবেন না, সেকথা কি আপনাকে তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন ?"

"সোজাসুজি 'না' বলে দিয়েছে। ও একেবারে ওর বাপ জিওভান বাতিস্তার মত। একেবারে গোঁয়ার।"

ধীরে ধীরে সানিন বলল, "গোঁয়ার ? জেম্মা ?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, কিন্তু বড় ভাল মেয়ে! সে আপনার কথা শুনবে। আপনি আসছেন তো—শিগ্‌গীর শিগ্‌গীর ? হে আমার রুশ বন্ধু।" ফ্রাউ লিনোরে আবেগ ভরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালেন, এবং দু'টি বাহু দিয়ে যেভাবে উপবিষ্ট সানিনের গলা জড়িয়ে ধরলেন, তাও কম আবেগ-ভরে নয়। "মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন—আমাকে এক গ্লাস জল দিন!"

সানিন মাদাম রসেল্লিকে এক গ্লাস জল এনে দিল। কথা দিল সে এখনই আসছে, তাঁকে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এল। ঘরে ফিরে সে বিমূঢ় বিহ্বলভাবে একদৃষ্টিতে সামনে তাকিয়ে রইল।

নিজের মনে সে বলল, "ঘটনাস্রোত যেন এখন থেকে আক্রোশভরে ছুটতে সুরু করল! ছুটছে এত দ্রুত যে আমার মাথা ঘুরছে।" নিজের হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখার, সেখানে কি হচ্ছে তা বোঝার চেষ্টা পর্য্যন্ত সে করল না। সে শুধু জানত সবকিছুই এখন একটা বিভ্রান্তির মধ্যে। "হায়রে, কী দিন! কী দিন!" তার ওষ্ঠ দু'টি নিজের অজ্ঞাতেই বলতে লাগল, "গোঁয়ার, সে গোঁয়ার? তার নিজের মা একথা বলেছে।...আর আমায় তাকে উপদেশ দিতে হবে...'তাকে' উপদেশ? আমার পক্ষে দেবার মত চমৎকার উপদেশ।"

সত্যিই সানিনের মাথা ঘুরছিল আর তার অনুভূতি, প্রতিচ্ছবি ও অব্যক্ত চিন্তার সমগ্র আবর্তের শীর্ষদেশে ভাসছিল জেম্মার ছবি—সেই বিদ্যুৎভরা উত্তপ্ত রাত্রে গুচ্ছ গুচ্ছ নক্ষত্রের আলোকে অন্ধকার জানালার ফ্রেমে-আঁটা যে ছবি চিরদিনের মত তার মানসপটে মুদ্রিত হয়ে গেছে—সেই ছবি।

২৪

দ্বিধাজড়িত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে সানিন মাদাম রসেল্লির বাড়ীর কাছে এসে গেল। তার বুকের মধ্যে প্রচণ্ড তোলপাড় চলছিল। সে স্পষ্ট বুঝতে পারছিল তার হৃৎপিণ্ড এসে পাঁজরায় ঘা মারছে, এমন কি তার শব্দও সে শুনতে পারছে। জেম্মাকে সে কি বলবে? কেমন করে সে জেম্মার সঙ্গে কথা বলবে? দোকান-ঘরের ভিতর দিয়ে না গিয়ে সে খিড়কির দরজা দিয়ে বাড়ী ঢুকল। বাইরের ছোট ঘরটিতে ফ্রাউ লিনোরের সঙ্গে তার দেখা হল। তাকে দেখেই তিনি একই সঙ্গে খুসী ও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন।

একবার এ-হাতে একবার ও-হাতে সানিনের হাত চেপে ধরে তিনি ফিস ফিস করে বললেন, "আপনার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি। বাগানে যান—সে ওখানে আছে। মনে রাখবেন—আমি আপনার উপর নির্ভর করে আছি।"

সানিন বাগানে গেল।

পথের পাশে একটা বেঞ্চির উপর বসে জেম্মা একটা বড় ঝুড়ি থেকে সবচেয়ে পাকা চেরীফলগুলো বেছে একটা প্লেটের উপর রাখছিল। সূর্য্য হেলে পড়েছে—প্রায় সাতটা বাজে—মাদাম রসেল্লির ছোট বাগানটির সারা গায় যে বড় বড় বাঁকা রশ্মিগুলো এসে পড়েছিল তার রং ততটা সোনালী নয়, যতটা গাঢ় লাল। ধীরে ধীরে, প্রায় শোনা-যায়-না এমনই ভাবে পাতায় পাতায় মর্ম্মর ধ্বনি উঠছিল, একবার থেমে গিয়ে আবার গুঞ্জন করে উঠে প্রস্ফুটিত ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছিল দেরী-করা মৌমাছিরা; শ্রান্তি ক্লান্তিহীনভাবে একটানা ডেকে চলেছিল একটা ঘুঘু।

জেম্মার মাথায় সেই বড় টুপীটা, সডেনে যাবার সময় যেটা সে পরেছিল। টুপীটির নোয়ান কিনারের নীচে থেকে সে সানিনের দিকে তাকাল এবং আবার ঝুড়ির উপর ঝুঁকে পড়ল।

সানিন যতই জেম্মার কাছে আসতে লাগল, ততই অজ্ঞাতসারে তার পদক্ষেপের দীর্ঘতা প্রতিবারই আগের থেকে কমতে লাগল, আর···আর ···কেন সে চেরীফল বেছে রাখছে—এছাড়া তাকে জিজ্ঞাসা করার মত অন্য কোন কথা সে ভেবে বের করতে পারল না।...

তার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে জেম্মার একটু সময় লাগল।

শেষ পর্য্যন্ত সে বলতে পারল, "ঐগুলো—সব চেয়ে পাকাগুলো—মোরব্বা তৈরী করতে লাগবে, আর এইগুলোতে 'চাটনি' হবে। জানেন তো, আমরা মিষ্টি চাটনি বিক্রী করি।"

কথাগুলো বলে জেম্মা আরও ঝুঁকে পড়ল এবং দুটো চেরীফল আঙুলে ধরা অবস্থায় তার ডান হাতখানি ঝুড়ি ও প্লেটের মাঝামাঝি ঝুলে রইল।

"আপনার পাশে একটু বসতে পারি?"

"বসুন!" বলে জেম্মা বেঞ্চির উপর সামান্য একটু সরে বসল। সানিন ভাবতে লাগল, "কি করে সুরু করি?" কিন্তু এই বিপদ উত্তীর্ণ হতে জেম্মা তাকে সাহায্য করল।

অপূর্ব্ব সুন্দর লজ্জারক্ত মুখখানি সানিনের মুখের পরে পরিপূর্ণ মেলে ধরে সে আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আজ একটা ডুয়েল

লড়েছেন।" তাঁর দুই চোখে কী গভীর কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠল। "অথচ কত শান্ত আপনি! মনে হয় আপনার কাছে বিপদ বলে কিছুই নেই।"

"আরে, ও কিছু নয়! কোন বিপদেই পড়তে হয়নি আমাকে। সব কিছুই খুব নির্ঝঞ্ঝাটে চুকে গেছে।"

ইতালীয় ভঙ্গীতে জেম্মা একটি আঙুল চোখের সামনে ডান পাশ থেকে বাঁ পাশ পর্য্যন্ত টেনে বলে উঠল,..."না, না! ওকথা বলবেন না! আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না! পান্তালিওন আমাকে সব কথা বলেছে!"

"আর আপনি তাকে বিশ্বাস করেছেন। কম্যাণ্ডারের মূর্ত্তির সঙ্গে সে আমার তুলনা করেনি?"

"তার কথার অলঙ্কার হাস্যকর হতে পারে। কিন্তু তার অনুভূতির মধ্যে হাস্যকর কিছু নেই, কিম্বা আজ আপনি যা করেছেন তার মধ্যেও হাসির কিছু নেই। আর এ সব কিছুর কারণ হচ্ছি আমি···আমারই জন্য···আমি কোনদিন একথা ভুলব না।"

"আমাকে বিশ্বাস করুন, ফ্রাউলিন জেম্মা..."

আর একবার তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে জোরের সঙ্গে আবার বলল জেম্মা, "আমি কোনদিন একথা ভুলব না।" বলে সে মুখ ফিরিয়ে নিল।

এতক্ষণে তার মুখপার্শ্বের সুন্দর, শুদ্ধ রেখাগুলি সানিনের চোখে পড়ল। নিজেকে নিজে সে বলল, এমনটি তো আগে কখনও দেখিনি; ঠিক এই মুহূর্ত্তের এই অনুভূতি তো আগে জীবনে কখনও আসেনি। তার হৃদয়-মনপ্রাণ যেন অগ্নিশিখায় জ্বলতে লাগল।

"আমার প্রতিশ্রুতি!"—হঠাৎ মনে পড়ে গেল সানিনের।

এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করে সে আবার সুরু করল, "ফ্রাউলিন জেম্মা..."

"বলুন?"

সানিনের দিকে সে ফিরে তাকাল না। আঙুলের ডগা দিয়ে সন্তর্পণে বোঁটা ধরে এবং অতি যত্নে পাতাগুলোকে তুলে ধরে জেম্মা পাকা চেরী-ফল বেছে তুলতে লাগল...কিন্তু এই 'বলুন?' কথাটির মধ্যে যে কতখানি বিশ্বাসভরা ভালবাসা রয়েছে!

"আপনার মা আপনাকে কিছু বলেননি..."

"কি সম্পর্কে?"

"আমার সম্পর্কে?"

এই মাত্র জেম্মা ঝুড়ি থেকে যে চেরীগুলো তুলেছিল হঠাৎ সেগুলো আবার সে ঝুড়ির মধ্যে ফেলে দিল।

"তিনি কি আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন?"—এবার পাল্টা জিজ্ঞাসা করল জেম্মা।

"হ্যাঁ।"

"কি বলেছেন তিনি আপনাকে?"

"তিনি আমাকে বলেছেন যে...আপনি হঠাৎ...আপনার আগেকার ইচ্ছার পরিবর্ত্তন করা স্থির করেছেন।"

জেম্মা আবার মাথা নীচু করল। মনে হল টুপীর কিনাবের নীচে সে অদৃশ্য হযে গিয়েছে, শুধু দেখা যাচ্ছে তাব গ্রীবাটি, কোন একটা প্রকাণ্ড ফুলেব মৃণালের মত নমনীয় ও কোমল।

"কোন ইচ্ছা?"

"আপনাব ইচ্ছা···আপনাব জীবনেব ভবিষ্যৎ ব্যবস্থা...সম্পর্কে।"

"আপনি হেব ক্লুবাবের সম্পর্কে বলতে চাইছেন, তাই নয়?"

"হ্যাঁ।"

"মা আপনাকে বলেছেন যে আমি হের ক্লুবাবেব স্ত্রী হতে চাই না?"

"হ্যাঁ।"

জেম্মা বেঞ্চির উপব সরে বসল। ঝুড়িটা কাৎ হযে পড়ে গেল... কতকগুলি চেরী গড়িয়ে পথের উপর চলে গেল। এক মিনিট কেটে গেল, আর এক মিনিট...

জেম্মার কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "কেন তিনি আপনাকে সে কথা বলতে গেলেন?"

সানিন তখনও জেম্মার ঘাড়টি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। তার বুকখানা তখন অস্বাভাবিক দ্রুততালে ওঠানামা করছিল।

"কেন তিনি আমাকে বললেন? আপনার মার ধারণা হয়েছে যেহেতু

আপনি ও আমি এত অল্প সময়ের মধ্যে পরস্পরের বন্ধু হয়ে গেছি, সেই হেতু আমার প্রতি আপনার কিছুটা আস্থা জন্মেছে আর সেই আস্থার জোরে আমি আপনাকে সদুপদেশ দিতে পারি—এবং আপনি আমার উপদেশ শুনবেন।"

জেম্মার হাত দু'খানা আস্তে কোলের উপর নেমে এল...এবং তার পোষাকের ভাঁজ টেনে সমান করতে লাগল।

একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করল, "আপনি আমাকে কী উপদেশ দেবেন, মঁসিয়ে দিমিত্রি?"

সানিন দেখতে পেল জেম্মার হাত দু'খানা তার কোলের মধ্যে কাঁপছে ...শুধু এই কাঁপুনি ঢাকার জন্যই সে পোষাকের ভাঁজ টেনে টেনে সমান করছিল। এই বিবর্ণ, কম্পিত আঙুলগুলির উপর সানিন ধীরে ধীরে নিজের হাতখানা রাখল।

বলল, "জেম্মা, আপনি আমার দিকে তাকাচ্ছেন না কেন?"

হঠাৎ সে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে টুপীটা ফেলে দিল এবং আগের মতই বিশ্বাসভরা কৃতজ্ঞতাভরা স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল। সানিন কি বলবে, তার জন্য সে অপেক্ষা করছিল...কিন্তু তার মুখ দেখে সানিন যুগপৎ বিব্রত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ল। তার তারুণ্যভরা মুখখানির উপর সন্ধ্যাসূর্য্যের আতপ্তরশ্মি যেন সোনা মাখিয়ে দিয়েছিল এবং এই মুখের ভাব সূর্য্যালোকের চেয়েও বেশী উজ্জ্বল, বেশী জীবন্ত হয়ে উঠেছিল।

সে বলল, "আপনার উপদেশ শুনব, মঁসিয়ে দিমিত্রি।" তার মুখে হাসির একটা সূক্ষ্ম রেখা খেলে গেল, একটু উঁচু হল ভ্রূ-যুগল। "কিন্তু আমার প্রতি কী আপনার উপদেশ?"

"উপদেশ?"—প্রতিধ্বনি করল সানিন। "দেখুন, আপনার মা মনে করেন, হের ক্লুবার সেদিন বিশেষ সাহস দেখাতে পারেননি কেবলমাত্র এই জন্য তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা..."

ঝুড়িটা পাশে বেঞ্চির উপর রেখে দিয়েছিল জেম্মা। মাথা নীচু করে আবার সেটা তুলে নিয়ে মৃদুস্বরে সে বলল, "শুধু এই জন্য?"

"...এবং আপনার পক্ষে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করাটা হবে...সাধারণভাবে

অযৌক্তিক কাজ ; এই ধরণের একটা কিছু করে বসার আগে আপনার উচিত সমস্ত ফলাফল বিবেচনা করে দেখা এবং সর্ব্বশেষে আপনার এই ব্যাপারে আপনাদের পরিবারের প্রত্যেকেরই কিছু কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে।..."

জেম্মা বলল, "এসব তো মার মত। এসব হুবহু তাঁরই কথা। এসব আমি জানি। 'আপনার' মত কি?"

"আমার মত?" সানিন চুপ করে রইল। তার মনে হল, একটা দলা উঠে তার গলা আটকে গেছে, সে শ্বাস নিতে পারছে না। বেশ খানিকটা চেষ্টা করে সে বলল, "আমিও মনে করি..."

জেম্মা সোজা হয়ে বসল, "আপনিও? আপনি?"

"হ্যাঁ, মানে"...সত্যিই সানিন আর একটা কথাও বলতে পারল না।

জেম্মা বলল, "বেশ। বন্ধু হিসাবে আপনি আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন করার,...অর্থাৎ আগেকার সিদ্ধান্ত পরিবর্ত্তন না করার—বেশ, আমি ভেবে দেখব।" কি করছে না জেনে জেম্মা প্লেট থেকে চেরীগুলো নিয়ে আবার ঝুড়ির ভিতর ফেলতে লাগল।..."মা আশা করেন আপনি যা বলবেন আমি তাই শুনব।...ভাল কথা। হয়ত সত্যিই শুনব .."

"কিন্তু ফ্রাউলিন জেম্মা, আগে বলুন কিসের চাপে আপনি.."

জেম্মা বলল, "আপনি যা বলবেন আমি তাই করব।" তার ভ্রূ কুঁচকে গেল, গাল দু'টি ফ্যাকাসে হয়ে গেল, নীচের ঠোঁটটা সে কামড়ে ধরল। "আপনি আমার জন্য এত করেছেন যে, আপনি যা চান তা করতে আমি বাধ্য। আমি আপনার ইচ্ছা পূরণ করতে বাধ্য। মাকে আমি বলব— আমি আবার ভেবে দেখব। এই যে মা নিজেই আসছেন।"

সত্যিই বাড়ীর ভিতর থেকে বাগানে আসার দরজাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিলেন ফ্রাউ লিনোরে। তিনি এত অধৈর্য্য হয়ে পড়েছিলেন যে, আর চুপ করে বসে থাকতে পারেননি। যদিও সানিন ও জেম্মার কথাবার্ত্তা মাত্র মিনিট পনেরো চলছিল, তবু তাঁর হিসাবে মনে হয়েছিল বহু আগেই সানিন জেম্মার সঙ্গে কথাবার্ত্তা শেষ করেছে।

হঠাৎ যেন ভয় পেয়েছে প্রায় সেইভাবে তাড়াতাড়ি কাকুতি করল সানিন, "না, না, না, ঈশ্বরের দোহাই, ওঁকে এখন কিছুই বলবেন না,

কিছুই না! অপেক্ষা করুন...আমি আপনাকে বলব, আমি আপনাকে লিখে জানাব...ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন না...অপেক্ষা করুন!"

জেম্মার হাতখানিতে চাপ দিয়ে, বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে উঠে টুপীটা তুলে এবং অস্ফুটে কি বলতে বলতে বিস্মিত ফ্রাউ লিনোরের পাশ দিয়ে সে দৌড়ে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ফ্রাউ লিনোরে মেয়ের কাছে এলেন।

"লক্ষীটি বল, জেম্মা..."

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে জেম্মা মাকে জড়িয়ে ধরল, "লক্ষী মা, আর একটু দেরী কর মা, একটু দেরী! কাল পর্য্যন্ত? করবে! আর কাল পর্য্যন্ত যেন কাউকে কিছু বল না।...ঠিক তো!"

হঠাৎ এক শুভ্রসুন্দর অশ্রুর বন্যায় সে নেয়ে উঠল, এতে সে নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। ফ্রাউ লিনোরে সবচেয়ে বেশী বিস্মিত হলেন এই দেখে যে, জেম্মার মুখের ভাবে কোথাও বিষাদের চিহ্ন নাই। যদি কিছু থাকে তা হল আনন্দ।

তিনি বললেন, "তোর কি হয়েছে রে? তুই ত কখনও কাঁদিস না—আর হঠাৎ..."

"কিছু না, মা, কিছু না। একটু অপেক্ষা কর। আমরা দুজনেই অপেক্ষা করব। কাল পর্য্যন্ত আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা কর না—সূর্য্য ডোবার আগেই এস আমরা চেরীগুলো বেছে রাখি।"

"কিন্তু, তুই অবুঝ হবি না ত?"

"আমি মোটেই অবুঝ না, মা।" অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়ল জেম্মা। নিজের উচ্ছ্বসিত মুখখানার উপর উঁচু করে তুলে ধরে ছোট ছোট গুচ্ছে সে চেরীগুলো কুড়িয়ে তুলতে লাগল। চোখের জল সে মুছল না—সে জল তার গালের উপর শুকিয়ে গেল।

২৫

প্রায় এক দৌড়ে স্যানিন হোটেলে ফিরে এল। তার নিশ্চিত মনে হয়েছিল, একমাত্র সেখানেই এবং যখন সে একা হবে শুধু তখনই সে

আবিষ্কার করতে পারবে তার ভিতরে কি চলছে। এবং তাই হল—ঘরে ঢুকেই ডেস্কের সামনে, ডেস্কের উপর কনুই দু'টি রেখে দুই গালে হাত দিয়ে সে বসে পড়ল এবং বিষাদক্লিষ্ট শূন্য কণ্ঠে চীৎকার করে উঠল: "আমি তাকে ভালবাসি! আমি তাকে পাগলের মত ভালবাসি!" জ্বলন্ত অঙ্গারখণ্ডের উপর থেকে হঠাৎ ভস্মাচ্ছাদন সরিয়ে দিলে সে যেমন-ভাবে জ্বলতে থাকে, ঠিক তেমনই তার ভিতরের সব কিছু জ্বলতে লাগল। একটি ক্ষণমুহূর্ত্ত—কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে পাবল না, কেমন করে সে তার পাশে বসেছে, কেমন করে সে তার সঙ্গে কথা বলেছে এবং কেমন করে সে বোঝেনি যে সে তার পোষাকের পাড়টিকে পর্য্যন্ত পূজা করে, তরুণদের ভাষায় 'তার পায়েব তলায় মরতে' সে প্রস্তুত। বাগানের ভিতর গত সাক্ষাতেই সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে। এখন সে যখন তার কথা ভাবতে লাগল, তখন আর তারার আলোয় বিস্রস্ত-কেশ মূর্ত্তির কথা তার মনে এল না। মনে এল এইমাত্র তার যে-মূর্ত্তি সে দেখে এল সেই মূর্ত্তি—বাগানেব বেঞ্চিতে বসে মাথার টুপীটা পিছনে সরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসভবা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে আছে।......সঙ্গে সঙ্গে এক শঙ্কিত প্রণয়শিহরণ ও তীব্র প্রণয়পিপাসার স্রোত তার শিরা-উপশিরা দিয়ে বয়ে যেতে লাগল। তার মনে পড়ল সেই গোলাপ ফুলটির কথা, যেটিকে সে দুইদিন ধরে পকেটে নিয়ে ঘুরছে। পকেট থেকে বের কবে অধীর উত্তেজনায় ফুলটিকে সে এত জোরে ওষ্ঠাধরে চেপে ধরল যে, সত্যিই সে যন্ত্রণায় শিউরে উঠল। এখন সে আর বিচার করল না, চিন্তা করল না, হিসাব করল না, ভবিষ্যতের দিকে তাকাল না। নিজের সমস্ত অতীত থেকে সে নিজেকে ছিন্ন করেছে, লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে। সঙ্গিহীন কুমারজীবনের নিরানন্দ ঘাটের নোঙর ছিঁড়ে সে আজ উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত, প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল—কিছুই গ্রাহ্য করল না, একবার ভেবেও দেখল না এ স্রোত তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অথবা তার দুর্ব্বল তরীখানা গিয়ে কোন পাহাড়ে ঘা খেতে পারে কিনা। এ আর সেই উলান্দ্ গীতিকথার মৃদুমন্দ স্রোত নয়, যাতে সম্প্রতি তার এতটা উপশম হয়েছিল। এ যে প্রচণ্ড

দুর্বার তরঙ্গদল। মহাবেগে ছুটে চলেছে এ তরঙ্গদল এবং সেও চলেছে তার সঙ্গে।

সে একখণ্ড কাগজ টেনে নিয়ে লিখল—লেখার মধ্যে একবারও সে কাটাকুটি করল না এবং কাগজ থেকে কলম তুলল না:

"প্রিয় জেম্মা,

আপনাকে কি উপদেশ দেবার ভার আমি নিয়েছিলাম তা আপনি জানেন; আপনি জানেন আপনার মায়ের কি ইচ্ছা এবং আমাকে তিনি কি করতে বলেছিলেন। কিন্তু যা আপনি জানেন না এবং যা এখন আপনাকে বলতে আমি বাধ্য বলে আমার মনে হচ্ছে, তা হল এই যে, আমি আপনাকে ভালবাসি, আমাব হৃদযেব সমস্ত আবেগ দিয়ে ভালবাসি এবং আমার এই হৃদয় আগে কখনও ভালবাসেনি। এই শিখা অভাবিত-ভাবে জ্বলে উঠেছে আমার হৃদয়ে, কিন্তু এমন বেগে জ্বলে উঠেছে যে তা বর্ণনা করার ভাষা আমার নেই, যখন আপনার মা এসে আমাব সাহায্য চেযেছিলেন, তখনও এ আগুন আমাব মধ্যে শুধু ধূমায়িত হয়েই ছিল; নতুবা, যে-দায়িত্ব তিনি আমার উপর চাপিয়েছিলেন, সৎ মানুষ হিসাবে হযত তা গ্রহণ করতে আমি অসম্মত হতাম।...এখন আমি যে স্বীকারোক্তি করছি তা একজন সৎ মানুষেরই স্বীকাবোক্তি। কার সঙ্গে আপনাব বোঝাপড়া, আপনার তা জানা একান্ত উচিত ও প্রয়োজন—আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া চলবে না। জানবেন আমি আপনাকে কোন উপদেশ দিতে পারব না···আমি আপনাকে ভালবাসি, আপনাকে ভালবাসি, আপনাকে ভালবাসি—এ ছাড়া আমার মনে বা হৃদয়ে আর কিছুই নেই।"

"দ. সানিন।"

চিঠিখানা ভাঁজ করে ও শীলমোহর করে সানিন প্রথমে ভাবল, ঘণ্টা বাজিয়ে পরিচারককে ডেকে এনে তার হাতে পাঠিয়ে দেওয়া যাক। "না, তা করলে হবে না। চিঠিটা নিয়ে যাবার জন্ম এমিলকে বলব? কিন্তু দোকানে গিয়ে অন্যান্ত দোকানীদের মধ্যে তাকে খোঁজা খারাপ দেখাবে। ...তা ছাড়া; সন্ধ্যা' তো হয়েই গেছে। হয়ত সে দোকান

থেকে চলে গেছে।" এই সব কথা ভাবতে ভাবতে টুপীটি মাথায় দিয়ে সানিন বেরিয়ে পড়ল। সানিন একটা মোড় পর্য্যন্ত গেল, তারপর আর একটা, তারপর এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে দেখল—এমিল। বগলে একটা চামড়ার থলি ও হাতে একটা কাগজের পুলিন্দা নিয়ে তরুণ উৎসাহীটি দ্রুতপায়ে বাড়ীর দিকে যাচ্ছে।

সানিন ভাবল, "প্রত্যেক প্রেমিকেরই একটি করে সৌভাগ্যতারকা থাকে বলে যে প্রবাদ আছে তার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে।" সানিন ডাকল এমিলকে।

ডাক শুনে ফিবে দাঁড়িযে ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তাব কাছে দৌড়ে এল।

সানিন তাকে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দিল না, চিঠিখানা তার হাতে দিযে কাকে দিতে হবে এবং কি ভাবে দিতে হবে বুঝিয়ে দিল। ...এমিল মনোযোগ দিয়ে শুনল।

সে জিজ্ঞাসা করল, "কেউ যেন না দেখতে পায়, কেমন তো?" তার মুখে একটা গুরুত্ব ও বহস্তেব ভাব ফুটে উঠল। সে যেন বলতে চাইছে, "ব্যাপাবটা যে কি তা আমি আব আপনি জানি।"

সানিন বলল, "হ্যাঁ, বন্ধু, তাই।" সে কিছুটা বিব্রত বোধ কবল বটে কিন্তু এমিলেব গালটা একটু চাপড়ে দিল। "আব যদি কোন উত্তর থাকে, তাহলে আমাব কাছে নিয়ে আসবে, কেমন? আমি সব সময় বাসায়ই থাকব।"

খুসীব সঙ্গে ফিস ফিস করে এমিল বলল, "আপনি কিচ্ছু ভাববেন না।" —বলেই দৌড দিল এবং দৌডতে দৌড়তে কাঁধেব উপর দিযে পিছনে চেযে মাথা নাডতে লাগল।

নিজেব ঘবে ফিবে গেল সানিন এবং বাতি না জ্বেলেই হাত দু'খানি মাথাব পিছনে বেখে সোফায শুযে পডল। তাবপব সত্তস্বীকৃত ভালবাসাব অনুভূতিতে নিজেকে সে ভাসিয়ে দিল। এই অনুভূতিব বর্ণনাব চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। এই অনুভূতি যাব হয়েছে সেই পেয়েছে এর অলস মাধুর্য্যের আস্বাদ। এই অনুভূতি যার হয়নি, তাব কাছে এব বর্ণনা দিয়ে কোন লাভ নাই।

দরজা খুলে মাথা বাড়াল এমিল।

ফিস ফিস করে সে বলল, "এই যে এনেছি। এই যে—উত্তর।"

ভাঁজকরা এক টুকরো কাগজ সে উঁচু করে মাথার উপর তুলে ধরল।

সোফা থেকে লাফিয়ে পড়ে সানিন এমিলের হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিল। তার আবেগ তখন এত তীব্র হয়েছে যে, এমনকি ছেলেটির অর্থাৎ জেম্মার ভাইয়ের সামনেও তা চেপে রাখার কথা অথবা ভব্যতা দেখানর কথা সে আর ভাবতেও পারল না। যদি পারত তবে এই ছেলেটির সামনে সে সানন্দেই মনের ভাব চেপে রাখত এবং নিজেকে সামলে রাখত।

হোটেলের ঠিক সামনেই একটা রাস্তার আলো জ্বলছিল। সানিন জানালার কাছে গিয়ে সেই আলোয় পড়ল:

"লক্ষীটি, দোহাই আপনার। কাল সারা দিন আমাদের এখানে আসবেন না, নিজের মনোভাব প্রকাশ করবেন না। আমার এটা দরকার—একান্ত দরকার। পরে সব কিছু ঠিক হবে। আমি জানি আপনি আমার কথা ফেলবেন না, কারণ......"

"জেম্মা"

সানিন দু'বার চিঠিখানা পড়ল—হাতের লেখাটি যে তার কাছে কী মিষ্টি, কী মধুর সুন্দর লাগল। তারপর এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে সে এমিলের দিকে ফিরল এবং তাকে চেঁচিয়ে নাম ধরে ডাকল। এমিল নিজেকে বিবেচক যুবকরূপে দেখাবার আগ্রহে দেয়ালের দিকে দাঁড়িয়ে নখ দিয়ে দেয়াল খুঁটছিল। ডাক শুনে তৎক্ষণাৎ সে সানিনের কাছে ছুটে গেল।

"কী করতে পারি আপনার জন্য?"

"শুনুন বন্ধু। আপনি কি—"

বাধা দিয়ে করুণস্বরে এমিল বলল, "আপনি আমাকে 'তুমি' বলে ডাকেন না কেন, মঁসিয়ে দিমিত্রি?"

সানিন হেসে উঠল। "বেশ! (আনন্দে এমিল ছোট্ট একটু লাফ দিল।) শোন বন্ধু, তুমি কি গিয়ে বলতে পারবে একজনকে—কাকে নিশ্চয়ই বুঝতে

পাবছ—সে যেমন যেমন বলেছে ঠিক তাই হবে? (এমিল ঠোঁটে ঠোঁট চেপে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল)। ...আর তুমি...তুমি কাল কি কবছ?"

"আমি? কি করতে বলেন আপনি আমাকে?"

"পাব তো কাল খুব সকালে আমাব এখানে চলে এস। আমবা ফ্রাঙ্কফোর্টেব চাবিপাশেব পল্লী অঞ্চলে হেঁটে বেড়াব। তোমাব ভাল লাগবে না?"

আবাব এমিল আনন্দে লাফিয়ে উঠল। "নিশ্চযই লাগবে। এব চেয়ে ভাল আব কি হতে পাবে? আপনাব সঙ্গে হেঁটে বেড়ান—ওঃ এ এক অসম্ভব কাণ্ড। নিশ্চযই আমি আসব।"

"আব ধব যদি ওবা তোমাকে আসতে না দেয?"

"দেবে।"

"শোন, আমি যে তোমাকে সাবাদিনেব জন্য নিমন্ত্রণ কবেছি সে কথা ...তাকে বলো না · কাব কথা বলছি বুঝতে পাবছ?..."

"কেন বলতে যাব? আমি শুধু যাব, ব্যস্। কি আসে যায?"

সানিনকে আবেগভবে চুমু খেযে এমিল দৌড়ে চলে গেল।

সানিন অনেকক্ষণ ধবে ঘবেব মধ্যে পাযচাবী কবল এবং অনেক দেবীতে শুতে গেল। এক তীব্র মধুব অনুভূতিব স্রোতে, আধআনন্দ আধভযেব বেদনাব স্রোতে, সম্মুখেব নতুন জীবনেব চিন্তাব স্রোতে আবাব সে আপনাকে ভাসিযে দিল। আগামী কাল সাবাদিনেব মত এমিলকে সে আমন্ত্রণ কবেছে ভাবতেই তাব দারুণ আনন্দ হল। সে যে একেবাবে তাব বোনেব মতই। "সে তাব কথা আমাকে মনে কবিযে দেবে।"—নিজেকে বলল সানিন।

কিন্তু তাব মনে একটা প্রশ্ন প্রায় অন্য সমস্ত প্রশ্নকেই ছাপিযে উঠতে লাগল: আজকেব তুলনায গতকাল কেমন কবে সে সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ ছিল? তাব মনে হতে লাগল, সে চিবকাল ধবে জেম্মাকে ভালবাসছে—এবং আজ যেমন ভালবাসছে চিবদিন ঠিক এমনি ভাবেই ভালবেসে আসছে।

২৬

পরদিন সকাল আটটায় তার্তাগ্লিয়ার গলায় শিকল ধরে এমিল সানিনের ঘরের দরজায় দেখা দিল। তার বাবা-মা যদি জার্ম্মান হতেন, তাহলেও সে এর চেয়ে বেশী সময়ানুবর্ত্তী হতে পারত না। সে বাড়ীতে তাঁদের কাছে মিথ্যা কথা বলেছে, বলেছে যে প্রাতঃরাশের আগে সানিনের সঙ্গে সে হেঁটে বেড়াতে যাচ্ছে এবং তারপর সোজা দোকানে যাবে। সানিন যখন জামা কাপড় পরছিল, তখন এমিল ভয়ে ভয়েই তাকে জেম্মার কথা, হের ক্লুবারের সঙ্গে জেম্মার ঝগড়ার কথা বলতে গেল; কিন্তু সানিনের কঠোর নীরবতা দেখে এমিল এমন ভাব দেখাবার চেষ্টা করল যেন সে বুঝতে পেরেছে কেন এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারের সামান্যতম উল্লেখও করা চলবে না; এবং সে নিজেই ও-প্রসঙ্গ চাপা দিল ও মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মুখের ভাব চিন্তামগ্ন ও কঠোর করে তুলতে লাগল।

কফিপানের পর দুই বন্ধু হাউৎসেনের দিকে রওনা হল—অবশ্য হেঁটে। হাউৎসেন ফ্রাঙ্কফোর্টের কাছেই অরণ্যবেষ্টিত একটি ছোট গ্রাম। তাউনুস পর্ব্বতের সমগ্র শৈলমালা এখান থেকে দেখা যায়। দিনটি ছিল চমৎকার। সূর্য্য উঠেছিল, কিন্তু সে সূর্য্য তাদের উত্তপ্ত করল, দগ্ধ করল না। সবুজ ঘাসের মধ্য দিয়ে উল্লাসভরে তাজা বাতাস বয়ে যাচ্ছিল। ঊর্দ্ধাকাশের গায়ে ভাসছিল সমুদ্রতরঙ্গের মত বড় বড় মেঘখণ্ড, আর তাদের ছোট ছোট ছায়া মসৃণভাবে মাটির উপর দিয়ে দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছিল। শীঘ্রই তরুণেরা সহর পিছনে ফেলে সুরক্ষিত ও মসৃণ রাস্তার উপর দিয়ে খুসীভরা মনে দ্রুতপায়ে হাঁটতে লাগল। একটা বনের ভিতর ঢুকে সেখানে কিছুক্ষণ তারা ঘুরে বেড়াল। তারপর একটা গ্রাম্য সরাইখানায় তারা পেট পুরে খেল। তারপর তারা একটা পাহাড়ে উঠল, প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসা করল, পাহাড়ের ঢালু বেয়ে পাথর গড়িয়ে দিতে লাগল, এবং পাথরগুলোর খরগোসের মত লাফিয়ে লাফিয়ে চলার কৌতুককর দৃশ্য দেখে আনন্দে হাততালি দিল; যতক্ষণ না নীচে থেকে একজন

অদৃশ্য পথচারী জোয়াল খনখনে গলায় তাদের শাপ-শাপান্ত করল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই খেলা চলল। তারপর তারা স্বল্পপরিসর, শুকনো খুমল-হলদে শ্যাওলার উপর শুয়ে রইল। তারপর তারা বীয়র খাওয়ার জন্য আরেকটা সরাইখানায় গেল, তারপর তারা কে আগে দৌড়ে যেতে পারে ও বেশী দূর লাফ দিতে পারে তার পাল্লা দিল। একটা প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করে তারা তার সঙ্গে গান গেয়ে ও কু দিয়ে আলাপ জুড়ে দিল। তারা কুস্তি করল, গাছের ডাল ভাঙল এবং ফার্ণ দিয়ে টুপী সাজাল—এমন কি তারা নাচল। যতটা পারল তার্তাগ্লিযাও এসব খেলায় যোগ দিল। সত্য বটে সে কোন পাথর ছুঁড়ল না, কিন্তু পাথরগুলোর পিছনে পিছনে সে গড়াতে গড়াতে ছুটল; তরুণেরা যখন গান গাইল তখন সে কুঁই কুঁই করল এবং এমন কি বীয়র পর্য্যন্ত খেল, যদিও স্পষ্টতঃই বিরক্তির সঙ্গে—এই কাজটি তাকে শিখিয়েছিল তার একসময়কার মালিক এক ছাত্র। সে তার মনিব পান্তালিওনের যতটা অনুগত ছিল, এমিলের ততটা ছিল না—এবং এমিল যখন তাকে 'কথা বলতে' অথবা 'হাঁচতে' হুকুম করত, তখন সে শুধু জিবটা কুঁচকে মুখ থেকে বাইরে ঝুলিয়ে দিয়ে লেজ নাড়তে থাকত।

এই দুই তরুণের মধ্যে কথাবার্ত্তার বিষয়ের অভাব হল না। সানিন বয়োজ্যেষ্ঠ অতএব বেশী যুক্তিশীল বলে বেড়ানর সুরুতেই *fatum* বা অদৃষ্টের বিষয় তুলল, মানুষের বৃত্তির তাৎপর্য্য ও প্রকৃতি কী এবং কী তার উপাদান সে-প্রসঙ্গের অবতারণা করল; কিন্তু এই আলাপ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই গুরুগম্ভীর হয়ে উঠল। এমিল তার বন্ধু ও মুরুব্বীকে রুশিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল—সেখানে কিভাবে ডুয়েল-লড়া হয়, সেখানকার মেয়েদের দেখতে ভাল কিনা এবং রুশভাষা শিখতে বেশী দেরী লাগে কিনা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, অফিসারটি যখন তার দিকে তাক করেছিল তখন তার কেমন মনে হয়েছিল। আর সানিন এমিলকে জিজ্ঞাসা করল তার বাবার কথা, তার মায়ের কথা, তার সামগ্রিক পারিবারিক বিষয়ের কথা, প্রাণপণে চেষ্টা করল নাম ধরে জেম্মাব কথা উল্লেখ না করার—এবং জেম্মার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবল না। সত্য

কথা বলতে, ঠিক তার কথাই যে সে ভাবছিল তা নয়, ভাবছিল সেই রহস্যময় আগামী কালটির কথা, যা তার জীবনে আনবে এক অনস্বাপূর্ব পরমাশ্চর্য্য সুখ। সানিনের মনে হল, তার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে কে যেন কোন পাতলা ও হাল্কা জিনিষের একটা পর্দা টেনে দিয়েছে এবং বার বার ঈষৎ দুলে দুলে উঠছে এই পর্দাটি—আর এই পর্দার ওপাশে সে যেন দেখতে পাচ্ছে...একখানি তরুণ মুখ—নিস্পন্দ, স্বর্গীয, অধরে কোমল হাসি, আঁখিপল্লব দু'টি কৃত্রিম কঠোরতায় অবনত। এ মুখ জেম্মার নয, এ মুখ নিজের সুখের মুখ। অবশেষে 'তার' লগ্ন এসে গেল, দ্রুত সঞ্চালনে উঠে গেল পর্দাটি, উন্মুক্ত হল দু'টি অধর, উত্তোলিত হল দু'টি আঁখিপল্লব—স্বর্গ চোখ মেলে দেখল তাকে—তারপর চারিদিকে সূর্য্যের মতই জ্যোতির উদ্ভাস—অনন্ত আনন্দ, অনন্ত উচ্ছ্বাস! যখন সে এই লগ্নটির কথা ভাবল, ভাবল আগামী দিনটির কথা, তার হৃদয যেন আনন্দে, ক্রমে বেড়ে-ওঠা প্রত্যাশার কামনা-শিহরণে, বারেক স্পন্দিত হতে ভুলে গেল।

কিন্তু এই প্রত্যাশা, এই কামনা তার কোন কাজেই বাধা সৃষ্টি করল না; সানিনের সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরল এরা, কিন্তু কোন অন্তরায হল না কোথাও। আর একটি সরাইযে এমিলকে নিযে আবার একপ্রস্থ পেট পুরে খেয়ে নিতেও তাকে তারা বাধা দিল না, শুধু বার বার বিদ্যুৎঝলকের মত তার মনের আকাশে খেলে যেতে লাগল—লোকে যদি জানত! খাবার পর এমিলের সঙ্গে ব্যাঙ-লাফ খেলতেও তার বুকের অধীর কামনা তাকে কোন বাধা দিল না। এই খেলা খেলছিল তারা একটা মস্ত বড় সবুজ মাঠের উপর।...খেলতে খেলতে হঠাৎ সানিন ভযে ও বিভ্রান্তিতে চমকে উঠল। তার্তাগ্লিয়ার ডাকের তালে তাল মিলিয়ে সবেমাত্র সে পা দু'খানি আলতোভাবে ফাঁক করে এমিলের নোয়ান পিঠের উপর দিযে পাখীর মত উড়ে যেতে উপক্রম করেছে, এমন সময় তার চোখে পড়ল মাঠের কিনারে দুইজন অফিসার দাঁড়িয়ে। দেখার সঙ্গে সঙ্গেই সে চিনল গতকল্যকার প্রতিদ্বন্দ্বী ও তার সহকারী—হের ফন ডনহফ্ ও হের ফন রিখ্টার। প্রত্যেকেই একচোখে 'মনোকল্' এঁটে তাকিযে দেখছে ও হাসছে...সানিন পাথরের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ফিরে গিয়ে তাড়াতাড়ি খুলে-রাখা

কোটটি পরে ফেলল এবং এমিলকে এক কথায় কিঁ হুকুম দিল। এমিলও তারপর দ্রুত পায়ে সেখান থেকে চলে গেল।

তারা ফ্রাঙ্কফোর্টে পৌঁছল দেরীতে।

সানিনের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় এমিল বলল: "ওরা আমাকে বকবে। কিন্তু আমি কেয়ার করি না। দিনটি আমার চমৎকার, চমৎকার কেটেছে।"

হোটেলে ফিরে এসে সানিন দেখল, জেম্মার একখানা চিঠি এসে রয়েছে। সে পরের দিন তাদের একটা সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে—সকাল সাতটায় পাবলিক পার্কগুলির একটিতে। এই ধরণের পাবলিক পার্কে ফ্রাঙ্কফোর্টের চারিদিক ঘেরা।

নেচে উঠল তার হৃদয়! তার কথা জেম্মা এমন ভাবে পুরাপুরি মেনেছে দেখে কী খুসীই না সে হয়ে উঠল! হে ভগবান, এই অবিশ্বাস্য অনন্যপূর্ব্ব অসম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী আগামীকাল কী নিয়ে আসছে তার জন্য—কী না নিয়ে আসছে!

জেম্মার চিঠিখানাকে সে ছু'চোখ দিয়ে খুব ভাল করে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। কাগজখানার তলার দিকে জেম্মার নামের আদ্যক্ষর *'G'* অক্ষরটির লম্বা, সুন্দর লেজটি দেখে তার চমৎকার আঙুলগুলোর কথা, চমৎকার হাতখানির কথা তার মনে পড়ে গেল।...তার মনে পড়ল এই হাতখানি সে কখনও তার ওষ্ঠাধরে স্পর্শ করেনি।...সে ভাবতে লাগল, "ইতালীয় মেয়েদের সম্বন্ধে যা শোনা যায় তা ঠিক নয়; তারা নম্র ও সংযত...বিশেষতঃ জেম্মা। সে রাণী, সে দেবী...মর্ম্মরের মত পবিত্র, অনাঘ্রাত।..."

'কিন্তু এমন সময় আসবে, যে সময় বেশী দূরে নয়...'

সে রাত্রে ফ্রাঙ্কফোর্টে একজন সুখী মানুষ ছিল...সে ঘুমাল বটে কিন্তু নিজের সম্বন্ধে সে বলতে পারত কবির ভাষায়:

'আমি ঘুমাই...কিন্তু আমার প্রহরী হৃদয় ঘুম জানে না...'

গ্রীষ্মসূর্য্যের রশ্মির তলায় ফুলের উপর বিশ্রামরত পতঙ্গের পাখার মতই সে হৃদয় মৃদুস্পন্দনে স্পন্দিত হতে লাগল।

২৭

পাঁচটার সময় জেগে উঠল সানিন, বেশভূষা শেষ করল ছ'টার মধ্যে ; এবং সাড়ে ছ'টা নাগাদ পার্কের মধ্যে জেম্মার চিঠিতে উল্লিখিত একটি ছোট গ্রীষ্মভবনের সামনে পায়চারী করতে লাগল।

সকালটি ছিল স্তব্ধ, তপ্ত, ধূসর। বার বার মনে হচ্ছিল বৃষ্টি এল বলে। কিন্তু হাত মেলে দিলে জল টের পাওয়া যায় না, শুধু কোটের হাতায় খুব ভাল করে তাকিয়ে দেখলে খুব ছোট ছোট গুঁড়ি গুঁড়ি ফোঁটার হালকা আভাস পাওয়া যায়। এমনকি শীঘ্রই এগুলো পড়াও বন্ধ হয়ে গেল। বলা যেত, পৃথিবীতে বাতাসের মত এমন জিনিষ আর হয়নি। শব্দ চলাচল করছে না, শূন্যে স্তম্ভিত হয়ে আছে ; দূরে দেখা যায় সাদাটে কুয়াসা। মিনিয়নেত ও প্রস্ফুটিত সাদা এ্যাকাসিয়ার গন্ধে বাতাস ভরে রয়েছে।

দোকানপাট তখনও বন্ধ, কিন্তু পথে পদচারীরা দেখা দিতে সুরু করেছে। মাঝে মাঝে রাস্তার উপর এক একখানি গাড়ীর চাকার শব্দ শোনা যায়।..পার্কের ভিতর কোন ভ্রমণকারী ছিল না। একজন মালী অলস মন্থরভাবে কোদাল দিয়ে পথ চেঁছে দিচ্ছিল এবং কাল কাপড়ের আংরাখা-পরা এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধা একটি প্রশস্ত পথ দিয়ে থপ থপ করে হাঁটছিল। সানিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও এই জরাজীর্ণাকে সম্ভবতঃ জেম্মা বলে ভুল করতে পারে না, তবু তার হৃদয় লাফিয়ে উঠল এবং যতক্ষণ না এই কাল দাগটি মিলিয়ে গেল, ততক্ষণ দুই চোখ দিয়ে তাকে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল।

গীর্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে সাতটা বাজল।

থেমে দাঁড়াল সানিন। এও কি হতে পারে যে সে আসবে না? তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে একটা শীতল শিহরণ বয়ে গেল। এক মুহূর্ত্ত পরে আবার সেই একই শিহরণ—কিন্তু এবার কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। পিছন থেকে লঘু পদশব্দ ও মেয়েদের পোষাকের মৃদু খসখসানি সানিনের কানে এল...সানিন ফিরে দাঁড়াল—সে এসেছে।

পথ বেয়ে জেম্মা তার দিকেই আসতে লাগল। সে পরেছিল একটা ধূসর রঙের আংরাখা ও একটা ছোট কাল টুপী। সে মুখ তুলে সানিনের দিকে তাকাল, মাথাটা একপাশে ফেরাল এবং সানিনের কাছে আসতেই সে দ্রুতপায়ে তাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।

প্রায় শোনা যায় না এমনভাবে সানিন ডাকল: "জেম্মা!"

সামান্য একটু মাথা নেড়ে সে হেঁটেই চলল। সানিন চলতে লাগল তার পিছু পিছু। তার নিঃশ্বাস বইছিল ঘন ঘন এবং পা দু'খানি অতি কষ্টে তার হুকুম পালন করছিল।

জেম্মা গ্রীষ্মভবন পেরিয়ে ডানদিকে ঘুরে একটি ছোট অগভীর ঝরণা পার হয়ে গেল; এই ঝরণাটিতে একটি মাত্র চড়ুই পাখী ব্যস্তভাবে জল ছেটাচ্ছিল। কতকগুলি দীর্ঘ লাইলাক ঝোপের পিছনে গিয়ে জেম্মা একখানি বেঞ্চির উপর বসে পড়ল। চারিপাশ ঢাকা, একটি নির্জ্জন গোপন স্থান। সানিন তার পাশে বসল।

এক মিনিট কেটে গেল। কেউ কোন কথা বলল না। জেম্মা সানিনের দিকে একবার তাকালও না, কিন্তু সানিন তাকিয়ে দেখতে লাগল—জেম্মার মুখখানি নয়, ছোট একটি ছাতার উপর ভাঁজ করে রাখা তার হাত দু'খানি সে দেখতে লাগল। বলবারই বা কী ছিল? দুজনে একসঙ্গে একাকী, এত ভোরে, এত কাছাকাছি—এর কাছে কথার মূল্য কতটুকু!

অবশেষে সানিন কোনমতে বলল: "আপনি কি···আপনি কি আমার উপর রাগ করেছেন?"

এর চেয়ে বোকার মত কথা তখন আর কিছু হতে পারে না এবং তা নিজে সে ভালভাবেই জানত···কিন্তু নীরবতা ভাঙ্গতে হবে তো?

সে বলল: "আপনার পরে রাগ? কেন? না।"

সানিন বলল: "আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন?"

"চিঠিতে আপনি যে কথা লিখেছেন, সেই কথা?"

"হ্যাঁ।"

জেম্মা মাথা নত করে রইল, কোন কথা বলল না। তার হাত থেকে

ছাতাটা খসে পড়ে গেল। পথের উপর পড়ার আগেই সে তাড়াতাড়ি সেটাকে তুলে নিল।

সানিন বলে উঠল: "বিশ্বাস করুন। আমি যা লিখেছি তা বিশ্বাস করুন!" তার সমস্ত ভীরুতা হঠাৎ কোথায় মিলিয়ে গেল; সে আবেগ-ভরে বলতে লাগল: "এ দুনিয়ায় যদি সত্য বলে কিছু থাকে, পবিত্র, অখণ্ডনীয় সত্য বলে কোন জিনিষ থাকে তবে—তা হচ্ছে এই যে আমি আপনাকে ভালবাসি, সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসি, জেম্মা!"

জেম্মা মুহূর্ত্ত মাত্র তার দিকে তির্য্যকদৃষ্টিতে তাকাল। ছাতাটা আবারও তার হাত থেকে খসে পড়ে গেল প্রায়।

সানিন জেম্মার দিকে দু'খানি হাত বাড়িয়ে দিল, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে সাহস পেল না। মিনতিকরুণ কণ্ঠে সে বলল: "আমাকে বিশ্বাস করুন, আমাকে বিশ্বাস করুন! কেমন করে আপনাকে আমি বিশ্বাস করাব?"

জেম্মা আবার সানিনের দিকে তাকাল।

সে বলল: "আমাকে বলুন তো, মঁসিয়ে দিমিত্রি, সেদিন যখন আপনি আমাকে বুঝিয়ে রাজী করাতে এসেছিলেন—তখনও আপনি জানতেন না ...তখনও আপনি বুঝতে পারেননি..."

"আমি বুঝেছিলাম", আগ্রহভরে জবাব দিল সানিন, "কিন্তু আমি জানতে পারিনি। আপনাকে যখন প্রথম দেখলাম, সেই প্রথম দেখার প্রথম মুহূর্ত্ত থেকেই আমি আপনাকে ভালবেসেছি। কিন্তু আপনি যে আমার কী হয়ে উঠেছেন, তৎক্ষণাৎ আমি বুঝতে পারিনি। তাছাড়া শুনেছিলাম, আপনি বাগ্‌দত্তা।...আমার কাছে আপনার মায়ের অনুরোধ? প্রথমতঃ, কেমন করে সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারতাম! দ্বিতীয়তঃ, আমার মনে হয়, এ অনুরোধ আমি এমনভাবে রক্ষা করেছি যাতে আপনি আন্দাজ করতে পেরেছেন..."

ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল, এবং লাইলাক ঝোপগুলির পিছন থেকে এক কাঁধে একটা কার্পেটের ব্যাগ নিয়ে ভারিক্কী চেহারার এক ভদ্রলোক, সম্ভবতঃ বিদেশী, বেরিয়ে এলেন এবং বেঞ্চির উপর বসা

তরুণ-তরুণীর দিকে একবার ভ্রমণকারীসুলভ অভদ্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে জোরে জোরে কেশে নিজের পথে চলে গেলেন।

তাঁর ভারী পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতেই সানিন বলল: "আপনার মা আমাকে বললেন, আপনার প্রত্যাখ্যানে একটা কেলেঙ্কারী রটবে।" (প্রায় দেখা যায় না এমনভাবে একটু ভ্রূকুটি করল জেম্মা।) "তিনি বললেন, আমি আমার কাজের দ্বারা অপ্রীতিকর কথাবার্তার কিছুটা সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছি, এবং···সেইজন্যই···আপনার ভাবী স্বামী হের ক্লুবাবকে প্রত্যাখ্যান না করাব জন্য আপনাকে বুঝিয়ে রাজী করাতে আমার এক রকমের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।"

যে-পাশে সানিন বসে ছিল, সেই পাশের চুলের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে জেম্মা বলল: "মঁসিয়ে দিমিত্রি, দয়া কবে হের ক্লুবারকে আব আমার ভাবী স্বামী বলবেন না। আমি কখনও তাঁব স্ত্রী হব না। আমি তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবেছি।"

"তাঁকে প্রত্যাখ্যান কবেছেন? কখন?"

"গতকাল।"

"মুখেব উপর?"

"মুখের উপব। আমাদের বাড়ীতে। তিনি আমাদেব সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন।"

"জেম্মা! এর মানে কি আপনি আমাকে ভালবাসেন?"

জেম্মা সানিনের দিকে ফিরল।

হাত দু'খানি বেঞ্চির উপব এলিয়ে দিয়ে ফিস ফিস করে সে বলল: "যদি না বাসতাম, তাহলে কি আমি এখানে আসতাম?"

বেঞ্চির উপর এলান সেই অসহায় উত্তপ্ত করযুগল চেপে ধরল সানিন; চেপে ধবল নিজেব চোখে নিজেব ওষ্ঠাধবে।...গতকাল তাব সামনে যে পর্দা কাঁপছিল, তা অপসারিত হয়ে গেছে। তার সামনে এখন সুখ, সুখের জ্যোতির্ম্ময় মুখচ্ছবি!

মাথা তুলে সে সোজা নির্ভীক দৃষ্টিতে জেম্মাব মুখের দিকে তাকাল। মৃদু আনতচোখে ঠিক তেমনই দৃষ্টিতেই জেম্মাও তার মুখের দিকে তাকাল।

তার আনত আঁখিপল্লবের ছায়াতল থেকে সুখের অশ্রুজলের পর্দা ভেদ করে দীপ্তি পেতে লাগল তার চোখ দু'টি। তার মুখখানি হাসছিল, কিন্তু সে হাসি ঠিক স্মিত হাসি নয়—সে হাসি উচ্চহাসি, ভরা সুখের অশ্রুত উচ্চহাসি।

সানিন যেন তাকে বুকে চেপে ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু জেম্মা সরে এল এবং সানিনের দিকে চেয়ে মাথাটা নাড়ল। জেম্মা তখনও নিঃশব্দে হাসছিল। তার সুখভরা দু'টি চোখ যেন বলতে চাইল: "দাঁড়াও!"

সানিন বলে উঠল: "ওঃ জেম্মা! আমি কি কখনও ভাবতে পেরেছিলাম যে তুমি আমাকে ভালবাসবে?" (এই প্রথম 'তুমি' কথাটি তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতেই তার হৃদয় বীণার মত কেঁপে উঠল)

মৃদুকণ্ঠে জেম্মা বলল: "আমি নিজেও কখনও ভাবিনি।"

সানিন বলতে লাগল: "কখনও কি আমি ভাবতে পেরেছি যে, যে ফ্রাঙ্কফোর্টে দু'এক ঘণ্টার বেশী থাকার ইচ্ছা আমার ছিল না, সেই ফ্রাঙ্কফোর্টেই আমি আমার সারা জীবনের সুখের দেখা পাব?"

"আপনার সারা জীবনেব? সত্যি বলছেন?"—জিজ্ঞাসা করল জেম্মা।

আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল সানিন: "আমার সারা জীবনের, চিরদিনের!"

হঠাৎ তারা যে বেঞ্চির উপর বসেছিল, তা থেকে দু'পা দূরে মালীর কোদাল পথ চাঁছতে লাগল।

ফিস ফিস করে জেম্মা বলল: "চলুন বাড়ী যাই। দু'জনে এক সঙ্গে—কেমন তো?"

সেই মুহূর্ত্তে জেম্মা যদি তাকে বলত, "সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।—কেমন তো?" তাহলে জেম্মার কথা শেষ হবার আগেই সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিত।

তারা দু'জনে একসঙ্গে পার্ক থেকে বেরোল এবং সহরের মধ্য দিয়ে না গিয়ে সহরতলীর নির্জ্জন পথ ধরে বাড়ীর দিকে চলল।

সানিন হাঁটতে লাগল জেম্মার পাশে পাশে এবং বার বার কয়েক পা পিছিয়ে পড়তে লাগল। সব সময়ই তার চোখ ছু'টি নিবদ্ধ রইল জেম্মার উপর, সব সময়ই তার মুখে লেগে রইল হাসি। যদিও জেম্মাকে খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছিল, তবু মাঝে মাঝে সে হঠাৎ থেমে পড়ছিল। সত্য কথা বলতে, ছুজনেই তারা যেন স্বপ্নে এগিয়ে চলেছিল—সানিনের মুখ বিবর্ণ, জেম্মার মুখ আবেগে রাঙা। তাদের ছু'টি হৃদয় পরস্পরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে। এই আত্মসমর্পণ এত বিহ্বলকারী, এত নতুন, এত ভীষণ; এত হঠাৎ তাদের সমস্ত জীবন পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে গেছে যে এর বিহ্বলতা এতক্ষণেও পুরোপুরি তাদের কেউই কাটিয়ে উঠতে পারেনি; এবং তাদের শুধু এইটুকু জানা ছিল যে, যে-নৈশঝঞ্ঝা তাদের পরস্পরকে পরস্পরের বাহুতে প্রায় ছুঁড়ে দিয়েছিল তার মতই এক ঘূর্ণিঝড়ের মধ্যে তারা এসে পড়েছে। এমনকি হাঁটতে হাঁটতে সানিনের মনে হল, জেম্মাকে সে নতুন ভাবে দেখছে। একটিমাত্র মুহূর্ত্তেই সে তার গতিভঙ্গী ও অঙ্গ সঞ্চালনের মধ্যে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য দেখতে পেল; আর কী অনন্ত সুষমা, কী অনন্ত মাধুর্য্যই যে সেখানে রয়েছে! জেম্মাও অনুভব করল, সানিন তাকে 'অন্যভাবে' দেখছে।

ছুজনেরই জীবনে এই প্রথম প্রেম। তাদের মধ্যে প্রথম প্রেমের আশ্চর্য্য লীলাগুলি চলতে লাগল। প্রথম প্রেম বিপ্লবের মত। দৈনন্দিন জীবনের একটানা নিয়মিত গতিস্রোত এক মুহূর্ত্তেই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়; যৌবন দাঁড়ায় ব্যারিকেডের সামনে। মাথার উপর ঊর্দ্ধে পত পত করে উড়তে থাকে তার উজ্জ্বল পতাকা; মৃত্যু অথবা নতুন জীবন—ভাগ্য তার যাই হোক না কেন, সেই ভাগ্যকেই উদ্দীপ্ত উৎসাহে অভ্যর্থনার জন্যই ব্যারিকেডের সামনে এসে দাঁড়ায় যৌবন।

কেউ যাতে চিনতে না পারে এমন ভাবে কাপড়ে গা-মাথা ঢেকে

একটা লোক তাড়াতাড়ি তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল। তাকে দেখিয়ে সানিন বলে উঠল: "ও কে? আমাদের বৃদ্ধ নয় ত?" আনন্দের আতিশয্যে তার মনে হল—ভালবাসা নিয়ে নয়, সম্পূর্ণ অন্য কিছু নিয়ে জেম্মার সঙ্গে কথা বলা দরকার। ভালবাসার ব্যাপার ত সব ঠিক হয়ে গেছে।

খুশীর সঙ্গে জেম্মা জবাব দিল: "হ্যাঁ, পান্তালিওন। সম্ভবতঃ বাড়ী থেকে বেরোবার সময় থেকেই সে আমার পিছু নিয়েছে। কাল সারা-দিন ও আমার পিছু পিছু ফিরেছিল।...ও আঁচ করেছে।"

"ও আঁচ করেছে।"—সানিনও বলে উঠল খুসীতে ভরপুর হয়ে। জেম্মার এমন কোন কথা ছিল যা শুনে সে খুসী হয়ে উঠত না?

সানিন তখন জেম্মার কাছে গতদিন কি কি ঘটেছে তার একটা বিস্তৃত বিবরণ জানতে চাইল।

তৎক্ষণাৎ জেম্মা তাড়াতাড়ি এক কাহিনী বলে যেতে লাগল। বলতে বলতে কখনও সে গুলিয়ে ফেলতে লাগল, কখনও হাসল, কখনও একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলল, কখনও বা সানিনের সঙ্গে দ্রুত উজ্জ্বল দৃষ্টি বিনিময় করল। সে বলতে লাগল, কেমন করে পরশুর কথাবার্তার পর তার মা তার কাছ থেকে স্পষ্ট কিছু আদায় করার জন্য চেষ্টা করতে থাকেন, কেমন করে সে একদিনের মধ্যে তার সিদ্ধান্ত জানাবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে আটকে রাখে, কেমন করে সে এই স্থগিত রাখাটা সম্ভব করে তোলে, কাজটা কত শক্ত হয়, কেমন করে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে হের ক্লুবার এসে উপস্থিত হন—এত নিখুঁত ও মাড়-দেওয়া পোষাকে আগে তিনি কখনও আসেননি—কেমন করে রুশ আগন্তুকের ক্ষমার অযোগ্য বাল্যকোচিত ব্যবহারে তিনি ক্রোধ প্রকাশ করেন—"তিনি তোমার ডুয়েলের কথা বলছিলেন"—হের ক্লুবারের কাছে এত গভীর অপমানকর মনে হয়েছে (এগুলো ঠিক তাঁরই কথা), এবং তিনি দাবী করেন যে 'তোমাকে' যেন বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া না হয়। 'কারণ', তিনি বলেন, —জেম্মা এখানে তাঁর গলার ও ভঙ্গীর সূক্ষ্মভাবে নকল করে বলতে লাগল—"এতে আমার নামে কলঙ্ক রটবে, মনে হবে, প্রযোজন অথবা

সুবিধা থাকলেও আবার নিজের ভাবী স্ত্রীর সম্মানরক্ষার্থে আমি এগিয়ে যেতে পারিনি। আগামীকাল সমস্ত ফ্রাঙ্কফোর্ট জানবে কোনও বিদেশী এসে আমার ভাবী স্ত্রীর পক্ষ নিয়ে একজন অফিসারের সঙ্গে লড়েছে —কে কবে এমন কথা শুনেছে? এ আমার নামে কলঙ্ক!" আর ভাব একবার, মাও তাঁর কথায় সায় দিলেন। কিন্তু আমি তৎক্ষণাৎ তাঁকে বললাম যে, তাঁর সম্মানের জন্য ও তাঁর নিজের জন্য তাঁকে উদ্বিগ্ন হতে হবে না, তাঁর ভাবী স্ত্রীর সম্পর্কে আলোচনাতেও তাঁকে আর অপমানিত বোধ করতে হবে না, কারণ আমি আর তাঁর ভাবী স্ত্রী নই এবং কখনও তাঁর স্ত্রী হব না। আমি স্বীকার করছি, তাঁর সঙ্গে চূড়ান্তভাবে সম্পর্কচ্ছেদের আগে তোমার সঙ্গে আমার কথা বলে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি এলেন—আর আমিও না বলে পারলাম না। মা ভয়ে একেবারে চীৎকার করে উঠলেন, কিন্তু আমি পাশের ঘরে গিয়ে তাঁর আংটিটি নিয়ে এলাম—তুমি লক্ষ্য করনি দু'দিন আগে আঙুল থেকে আমি আংটিটি খুলে ফেলেছিলাম—এবং আংটিটি তাঁকে ফিরিয়ে দিলাম। তিনি দারুণ রেগে গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি চিরদিনই অত্যন্ত দাম্ভিক ও অহঙ্কারী। তাই বিশেষ কিছু না বলেই তিনি সোজা চলে গেলেন। আমাকে অবশ্য মায়ের কাছ থেকে অনেক কিছু সহ্য করতে হল। তিনি দুঃখ পাচ্ছেন দেখে নিজেও যে কী কষ্টই পেলাম! এমনকি ভাবলাম কাজটা বড় তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। কিন্তু আমি যে তোমার চিঠি পেয়েছিলাম, আর তার আগে থেকেই আমি জানতাম……"

"যে আমি তোমাকে ভালবাসি"—তাড়াতাড়ি যোগ করল সানিন।

"হ্যাঁ, তুমি আমাকে ভালবাস।"

জেম্মা বকে যেতে লাগল, কখনও কাহিনীর সূত্র হারিয়ে ফেলতে লাগল, কখনও নীচু গলায় কথা বলতে লাগল, অথবা কেউ কাছাকাছি এলে বা পাশ দিয়ে চলে গেলে একদম থেমে যেতে লাগল। উচ্ছ্বসিত আবেগে শুনে যেতে লাগল সানিন, উপভোগ করতে লাগল তার কণ্ঠস্বরের প্রতিটি শব্দ, যেমন আগের দিন সে উপভোগ করেছিল তার হাতের লেখাটিকে।

"মা ভয়ানক মুসড়ে পড়েছেন।"—তাড়াতাড়ি হুড়মুড় করে কথাগুলি বেরিয়ে আসতে লাগল জেম্মার মুখ থেকে। "আমি যে হের ক্লুবারকে সহ্য করতে পারি না। এবং আমি যে তাঁকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছিলাম ভালবাসার জন্য নয়, মায়ের বারংবার কাকুতিমিনতির জন্য —এ কথা মায়ের মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না।...আপনাকে...সত্যি কথা বলতে, তোমাকে...তিনি সন্দেহ করেন। তাঁর নিশ্চিত ধারণা আমি তোমাকে ভালবাসি; এবং তাঁর আরও অনুশোচনা হচ্ছে এই ভেবে যে, এই ধারণাটা আগের দিন তাঁর মাথায় আসেনি এবং তিনি সত্যি সত্যি তোমাকেই বলেছিলেন আমাকে বুঝিয়ে রাজী করাতে।...অদ্ভুত অনুরোধ, নয় কি? এখন তিনি বলছেন, তুমি একজন ডুবে-ডুবে জল-খাওয়া স্বভাবের লোক। তিনি বলছেন, তুমি তাঁর বিশ্বাস ভঙ্গ করেছ এবং তুমি আমার সঙ্গেও প্রতারণা করবে বলে তিনি আমাকে হুঁশিয়াবী দিয়েছেন।..."

সানিন বলল, "কিন্তু জেম্মা, তুমি কি তাঁকে বলনি..."

"আমি তাঁকে কিছুই বলিনি। তোমার সঙ্গে কথা বলাব আগে কী অধিকাব ছিল আমার?"

সানিন তার দু'টি হাত বাডিয়ে দিল।

"আশাকরি জেম্মা, অন্ততঃ এখন তুমি তাঁকে সব কথা বলবে এবং আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যাবে...আমি তাঁর কাছে প্রমাণ করতে চাই যে আমি প্রতারক নই।"

উদার দাক্ষিণ্য ও উচ্ছ্বসিত হৃদযাবেগের উদ্দাম জোয়ারে সানিনের বক্ষ আন্দোলিত হতে লাগল।

বিস্ফারিত নেত্রে জেম্মা তার দিকে তাকাল। "তুমি কি বলতে চাও, এখন তুমি আমার সঙ্গে মার কাছে যাবে? সেই মার কাছে, যিনি বলেছেন...তোমার ও আমার মধ্যে কোন কিছু হতে পারে না—সবই নিষ্ফল হবে?" একটি কথা জেম্মা কিছুতেই উচ্চারণ করতে পারল না...তার মনে হল কথাটি উচ্চারণ করলে তার ঠোঁট দু'খানি পুড়ে যাবে। কিন্তু বুঝতে পেরে সানিন নিজে কথাটি উচ্চারণ করল এবং আরও বেশী আনন্দ উপভোগ করল।

"তোমাকে বিয়ে করার চেয়ে, তোমার স্বামী হবার চেয়ে বড় সুখ যে আমি কল্পনাও করতে পারি না, জেম্মা।"

তার প্রেমের, তার উদারতার, তার সঙ্কল্পের আর কোন সীমাপরিসীমা রইল না।

এক মুহূর্ত্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল জেম্মা। সানিনের কথা শেষ হলে সে আগের চেয়েও তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল··সে যেন এই বিপুল অভাবিত সুখের কবল থেকে পালিয়ে যেতে চায়; এত সুখ যেন অসহ্য।

কিন্তু হঠাৎ তার হাঁটু দু'টি কেঁপে উঠল। রাস্তার পরবর্ত্তী মোড়ের ওপাশ থেকে, মাত্র কয়েক পা দূরে, দেখা দিল নতুন টুপী মাথায় ও নতুন কোট গায়ে, তীরের মত সোজা ও ছোট লোমশ কুকুরের মত কোঁকড়ান হের ক্লুবারের মূর্ত্তিটি। প্রথমে জেম্মাকে ও পরে সানিনকে দেখতে পেয়ে তিনি যেন নিজের ভিতরে একটা ক্রোধের শব্দ করলেন এবং সুঠাম দেহটি পিছনে বেঁকিয়ে দেমাকী চালে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন। সানিন এক মুহূর্ত্ত হতভম্ব হয়ে রইল। ক্লুবার তাঁর মুখে ঘৃণামিশ্রিত বিস্ময়, এমনকি করুণা ফুটিয়ে তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এই অতিসাধারণ গোলাপী রঙের মুখখানির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সানিনের মধ্যে একটা ক্রোধের বন্যা ফুঁসে উঠল।

সে এগিয়ে চলল।

সানিনের হাতখানি নিয়ে নিজের হাতের মধ্যে শান্ত দৃঢ়ভাবে ধরে জেম্মা সোজা তার পূর্ব্বতন ভাবী স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। · হের ক্লুবার চোখ দু'টি কুঁচকে যেন নিজের ভিতর সেঁধিয়ে গেলেন এবং এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে দাঁতের ভিতর দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন,—"সব গানেরই একই শেষ" (*Das alte Ende vom Liede!*), এবং আগের মতই দেমাকী ভঙ্গীতে ও একটু দুলকী চালে চলে গেলেন।

"কী বলে গেল পাজীটা?"—বলে সানিন ক্লুবারের দিকে দৌড়ে যেতে চাইছিল, কিন্তু জেম্মা তাকে বাধা দিল এবং তাকে নিয়ে এগিয়ে গেল। তখনও জেম্মার বাহু সানিনের বাহুতে জড়ান ছিল।

দূরে রোসেল্লিদের দোকান দেখা গেল। জেম্মা আবার থামল।

সে বলল, "দিমিত্রি, মঁসিয়ে দিমিত্রি, আমরা এখনও ভিতরে যাইনি, এখনও মার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়নি···আপনি যদি আবার ভেবে দেখার সময় চান, যদি...এখনও আপনি স্বাধীন, দিমিত্রি।"

উত্তরে সানিন শুধু জেম্মার হাতখানা জোরে বুকে চেপে ধরল এবং তাকে ঠেলে এগিয়ে দিল।

ফ্রাউ লিনোরে যে ঘরে বলেছিলেন, সানিনকে সঙ্গে নিয়ে সেই ঘরে ঢুকে জেম্মা বলল, "আসল লোকটিকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি।"

২৯

জেম্মা যদি বলত যে সে তার মার কাছে কলেরাকে অথবা স্বয়ং মৃত্যুকে নিয়ে এসেছে, তাহলে সে সংবাদে হয়ত ফ্রাউ লিনোরে এর চেয়ে বেশী ভেঙ্গে পড়তেন না। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘরের এক কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করে বসলেন, এবং রুশ কৃষক রমণীরা যেভাবে স্বামী অথবা পুত্রের কফিনের পাশে বসে কাঁদে, ঠিক সেইভাবে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। মুহূর্ত্তখানেক জেম্মা এত অভিভূত হয়ে রইল যে, সে তার মার কাছে পর্য্যন্ত যেতে পারল না, ঘরের মাঝখানে পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। আর সানিনের তখন বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়েছিল, এবং তার নিজেরও কান্না পাচ্ছিল। এক ঘণ্টা ধরে—পুরা একটি ঘণ্টা ধরে—চলল এই সান্ত্বনাহীন ক্রন্দন। যাতে বাইরের কোন লোক না ঢুকতে পারে, সেজন্য পান্তালিওন ঠিক করল রাস্তার দরজায় তালা লাগিয়ে দেওয়াই সব চেয়ে ভাল—সৌভাগ্যক্রমে তখনও খুবই সকাল ছিল। বৃদ্ধ নিজে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল—জেম্মা ও সানিন যে ব্যস্ততা দেখাল সেটা সে অনুমোদন করতে পারেনি, কিন্তু অন্তরের সঙ্গে তাদের কাজের নিন্দাও সে করতে পারছিল না এবং প্রয়োজন হলে তাদের রক্ষা করতে ও আশ্রয় দিতেও প্রস্তুত ছিল—ক্লুবারকে সে এত বেশী অপছন্দ

করত। এমিল নিজেকে তার বন্ধু ও বোনের মধ্যে সংযোগসাধনকারী বলে মনে করত, তাই সব কিছু এত ভালয় ভালয় উৎরে গেছে বলে গর্ববোধ করছিল। মা যে কেন এতে এত উতলা হচ্ছেন তা সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না, এবং সঙ্গে সঙ্গে এই সিদ্ধান্তে এল যে মেয়েদের আর যা কিছুই থাকুক না কেন, বিচারবুদ্ধি নাই। সানিনের অবস্থা হল সব চেয়ে শোচনীয়। যখনই সে ফ্রাউ লিনোরের কাছে যাচ্ছিল, তখনই তিনি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠে হাত দিয়ে তাকে সরিয়ে দিচ্ছিলেন। বেশ দূরত্ব রক্ষা করেই সে কয়েকবার চেঁচিয়ে বলল: "আমি আপনার মেযেকে বিযে করতে চাই।" কোন ফল হল না। ফ্রাউ লিনোরের সব চেয়ে বেশী রাগ হয়েছিল নিজের উপর—কেমন করে তিনি এতখানি অন্ধ হলেন যে কিছুই তাঁর চোখে পড়ল না? কাঁদতে কাঁদতে তিনি বললেন: "আজ যদি আমাব জিওভান বাতিস্তা বেঁচে থাকত, তাহলে এসব কিছুই ঘটতে পারত না।" সানিন মনে মনে বলল: "এ কী রে বাবা! এ যে দেখছি একেবারে অসম্ভব ব্যাপাব।" জেম্মার দিকে তাকাতে তার সাহস হল না; জেম্মাও কিছুতেই তাব মুখেব দিকে তাকাতে পাবছিল না। সে ধৈর্য্য সহকাবে মাব সেবায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখল—প্রথমে কাছে গেলে তাকেও মা সবিযে দিয়েছিলেন।...

শেষে একটু একটু কবে ঝড় কমে এল। ফ্রাউ লিনোরে কান্না থামালেন। যে কোণটিতে তিনি জবুথবু হযে বসেছিলেন জেম্মা সেখান থেকে তাঁকে তুলে এনে জানালাব কাছে একটা আবাম-কেদারায বসিয়ে দিযে, তাঁকে কমলালেবুব গন্ধমেশান জল একটু একটু করে চুমুক দিয়ে খেতে দিল—এবং তাতে তিনি বাধা দিলেন না। সানিনকে তিনি তাঁর কাছে থাকতে দিলেন না—না, সেটি হবে না, কিন্তু তাকে অন্ততঃ ঘরের ভিতর থাকতে দিলেন (প্রথমে তিনি বার বার সানিনকে তৎক্ষণাৎ চলে যাবার জন্য বলছিলেন); এবং সানিন যখন কথা বলতে লাগল তিনি বাধা দিলেন না। তার অদ্ভুত বাগ্মিতা প্রদর্শনের জন্য এই বিবতির সুযোগ নিতে সানিন দেরী করল না। স্বয়ং জেম্মার সামনেও এতখানি দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে সে তার ইচ্ছা ও অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারত কিনা সন্দেহ।

'সেভিলের নাপিত'-এর * আলমাভিভার মতই তার আবেগে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা ছিল না, তার বাসনায় বিন্দুমাত্র মালিন্য ছিল না। তার অভিলাষের অসুবিধাগুলিকে সে ফ্রাউ লিনোরের কাছে এবং নিজের কাছেও গোপন করল না। সত্যি অসুবিধাগুলো শুধু মাত্র বাইরের। একথা ঠিকই যে, সে একজন বিদেশী, এই সেদিন মাত্র তার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় হয়েছে, এবং তার সম্পর্কে অথবা তার অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা কিছুই জানেন না; কিন্তু সে যে একজন সম্ভ্রান্ত লোক, ভিখারী নয়, তার যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ সে উপস্থিত কবতে প্রস্তুত। তার দেশের লোকদের কাছ থেকে এর তর্কাতীত প্রমাণ সে আনতে পারে। সে আশা করে জেম্মা তাকে নিয়ে সুখী হবে, এবং সেও পবিবার থেকে তার বিচ্ছেদ-বেদনাকে মাধুর্য্য দিয়ে ভুলিযে রাখতে পারবে। বিচ্ছেদের উল্লেখে, 'বিচ্ছেদ' এই কথাটির উল্লেখে আবার সব কিছু প্রায বাণচাল হয়ে যাবার উপক্রম হল। ফ্রাউ লিনোরের সারা শবীব কাঁপতে লাগল, তিনি চেয়ারে শুযে এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন। সানিন তাড়াতাড়ি বলল যে, এই বিচ্ছেদ হবে শুধু সামযিক এবং হযত শেষ পর্য্যন্ত এর একেবারেই কোন দরকার নাও হতে পারে।

সানিনের বাগ্মিতা ব্যর্থ হল না। ফ্রাউ লিনোবে তার দিকে তাকাতে লাগলেন, এবং যদিও সে দৃষ্টিতে তখনও দুঃখ ও ক্রোধ ছিল, তবু অন্ততঃ আগেকার সে ঘৃণা ও ক্রোধ ছিল না। তারপর তিনি তাকে ক্রমে কাছে আসতে দিলেন এবং এমনকি তার পাশে বসতে দিলেন (জেম্মা বসেছিল তার অন্যপাশে)। তারপর তিনি তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন শুধু চোখ দিযে নয়, মুখ দিযেও। এতেই বোঝা গেল, তাঁর মন কিছুটা নরম হযেছে। তিনি অভিযোগ করতে সুরু করলেন, কিন্তু তাঁব নালিশের তীব্রতা ক্রমেই কমে আসতে লাগল, এবং নালিশের সঙ্গে সঙ্গেই চলতে লাগল কখনও মেযেকে, কখনও সানিনকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। তারপর সানিন যখন

* অষ্টাদশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক বোমার্শের লেখা কমেডি 'সেভিলের নাপিত' (১৭৭৫ খ্রীঃ অঃ)।—অনুবাদক।

তাঁর হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে নিল, তিনি বাধা দিলেন না এবং তৎক্ষণাৎ টেনে নিলেন না...তারপব তিনি আরও কিছু অশ্রুবিসর্জ্জন কবলেন —কিন্তু এ অশ্রুর প্রকৃতি আলাদা।...তাবপব তিনি একটু দুঃখেব হাসি হাসলেন এবং আজ জিওভান বাতিস্তা তাঁদেব মধ্যে নাই বলে দুঃখ করলেন, যদিও এই দুঃখ আগের দুঃখের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধবণেব।...আব এক মুহূর্ত্ত পরে দেখা গেল দুই পাপী—সানিন ও জেম্মা—তাঁব পায়ের কাছে নতজানু হয়ে বসেছে এবং তিনি তাঁর হাত দু'খানা একবাব এব মাথায একবাব ওব মাথায বাখছেন। পবমুহূর্ত্তেই দেখা গেল, তাবা দুজনেই তাঁকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করছে, এবং খুসী-উচ্ছ্বসিত মুখে এমিল দৌড়ে ঘরে ঢুকে এই ছোট ঘন সন্নিবদ্ধ দলটিব একজন হবাব জন্য তাড়াতাড়ি এগিযে যাচ্ছে।

ঘবেব মধ্যে উঁকি মেবে তাকাল পান্তালিওন। তাব মুখেব উপব একই সঙ্গে হাসি ও ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। সদব দবজা খুলে দেবাব জন্য সে দোকানে গেল।

৩০

ফ্রাউ লিনোবেব মনোভাব হতাশা থেকে বিষাদে এবং বিষাদ থেকে নীবব আত্মসমর্পণেব ভাবে খুব দ্রুত রূপান্তবিত হল; এবং এই নীবব আত্মসমর্পণই গোপন তৃপ্তিতে পবিণত হল। কিন্তু প্রকাশ কবা সমীচীন হবে না ভেবে তিনি এই তৃপ্তিকে প্রাণপণে লুকিযে বাখাব চেষ্টা করতে লাগলেন। পবিচযেব প্রথম দিন থেকেই সানিনকে ফ্রাউ লিনোবেব ভাল লেগেছিল। যখন তাঁব জামাই হওয়াব কথার সঙ্গে তিনি নিজেকে মানিয়ে নিলেন, তখন তিনি তাব মধ্যে বিশেষ খাবাপ কিছু দেখতে পেলেন না—যদিও আরও কিছুক্ষণ তিনি মুখেব উপব ক্ষতি বা উদ্বিগ্ন ভাব ফুটিযে বাখা কর্ত্তব্য বলে মনে করলেন। তাবপর গত কয়দিনে এত সব আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে গেল...একটাব পব আর একটা। বৈষয়িকবুদ্ধিসম্পন্না মহিলা ও মা হিসাবে ফ্রাউ লিনোরে

সানিনকে সব রকমের প্রশ্ন করা তাঁর কর্ত্তব্য মনে করলেন। সকালে জেম্মার সঙ্গে দেখা করতে বেরোবার সময় জেম্মাকে বিয়ে করার কোন কথাই সানিনের মাথায় আসেনি, কোন কিছুই তখন সে ভাবেনি, শুধু তখন কামনার মোহিনীশক্তির কাছে সে ধরা দিয়েছিল। আর 'এখন সে যথাসাধ্য প্রস্তুত হয়েই, বলা যেতে পারে উৎসাহী হয়েই, পাণিপ্রার্থীর ভূমিকা গ্রহণ করে সমস্ত প্রশ্নেরই দ্রুত ও বিস্তারিত জবাব দিচ্ছে। সে যে সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে সে বিষয়ে ফ্রাউ লিনোরে যখন নিঃসন্দেহ হলেন এবং এমনকি সে 'প্রিন্স' নয় বলে কিছুটা বিস্ময়ও প্রকাশ করলেন, তখন তিনি খুব গম্ভীর মুখে তাকে আগে থেকেই এই বলে সতর্ক করে দিলেন যে, মায়ের পবিত্র কর্ত্তব্যের খাতিরে বাধ্য হয়েই তাঁকে সানিনের সঙ্গে খোলাখুলি কথাবার্ত্তা বলতে হবে। জবাবে সানিন বলল, তাঁর কাছ থেকে সে অন্য কিছু প্রত্যাশা করে না এবং অনুগ্রহ করে তিনি যেন তাকে রেহাই না দেন।

তখন ফ্রাউ লিনোরে বললেন যে, হের ক্লুবার (তার নামটি উচ্চারণ করার সময় তিনি মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেললেন এবং ঠোঁটে ঠোঁট চেপে এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করলেন), জেম্মার আগেকার ভাবী স্বামী হের ক্লুবারের আয় এরই মধ্যে আট হাজার গিল্ডারে এসে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতি বৎসরই দ্রুত এই আয়ের অঙ্ক বাড়তে থাকবে। তাঁর জানা দরকার সানিনের আয় কত।

সানিন টেনে টেনে বলল: "আট হাজার গিল্ডার, তার মানে আমাদের টাকায় প্রায় পনের হাজার রুবল।...আমার আয় অনেক কম। তুলা প্রদেশে আমার একটি ছোট জমিদারী আছে। ভালভাবে দেখাশোনা করতে পারলে, এর থেকে আয় হতে পারে, এবং আয় হবেই, পাঁচ ছ হাজার।...তাছাড়া আমি যদি কোন সরকারী চাকরী নিই, তবে অনায়াসে দু'হাজার টাকা মাইনে পাব।"

ফ্রাউ লিনোরে বলে উঠলেন: "রুশিয়ায় চাকরী! তার মানে জেম্মাকে আমার ছেড়ে থাকতে হবে।"

সঙ্গে সঙ্গে সানিন বলল: "কূটনৈতিক বিভাগে আমি কাজ পেতে পারি। আমার কিছু জানাশোনা লোক রয়েছে···তাহলে বিদেশে থাকতে

হবে। আচ্ছা, আরেক কাজ করতে পারি এবং তাই সবচেয়ে ভাল হবে—জমিদারীটা আমি বেচে দিয়ে সেই টাকাটা কোন লাভের কারবারে খাটাতে পারি। ধরুন, আপনার এই মেঠায়ের কারবারের উন্নতির জন্য দিতে পারি।" সানিন নিজে বুঝছিল, সে আজগুবী কথা বলছে কিন্তু একটা অদ্ভুত বেপরোয়া ভাব তাকে পেয়ে বসেছিল। সে জেম্মার দিকে তাকাল। কথাবার্তা বৈষয়িক ব্যাপারে আসতেই জেম্মা একবার ঘরের মধ্যে পায়চারী করছিল, একবার বসছিল। সানিন তার দিকে তাকাল, আর কোন বাধাই সে দেখতে পেল না। যাতে জেম্মাকে আর ভাবতে না হয়, সেজন্য সেই মুহূর্ত্তেই সবকিছুই যথাসম্ভব ভালভাবে বন্দোবস্ত করতে প্রস্তুত।

এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত: করে ফ্রাউ লিনোরে বললেন: "কাববারটা গড়ে তোলার জন্য হের ক্লুবাব আমাকে অল্প কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলেন।"

"দোহাই তোমার মা!"—ইতালীয ভাষায বলে উঠল জেম্মা।

ঐ ভাষাতেই ফ্রাউ লিনোরে জবাব দিলেন: "সময থাকতে সব কিছু আলোচনা করে নিতে হবে তো, বাছা!"

তিনি আবার সানিনের দিকে তাকিযে তাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, রুশিয়ায় বিযেব আইন কী রকম, প্রুশিযায যেমন আছে তেমনই সেখানেও ক্যাথলিককে বিয়ে করার বাধা আছে কিনা। (তখনও, ১৮৪০ সালে, মিশ্র বিবাহ নিয়ে প্রুশিয় সরকার ও কলোনের আর্কবিশপের মধ্যে ঝগড়ার কথা সমগ্র জার্ম্মানীর লোকের মনে ছিল।) যখন ফ্রাউ লিনোরে শুনলেন, একজন রুশ অভিজাতকে বিয়ে করলে তাঁর মেয়ে নিজে ঐ অভিজাতদেরই একজন হবে, তখন তিনি কিছুটা সন্তোষ প্রকাশ করলেন। "কিন্তু, তোমাকে তো প্রথমে রুশিযায ফিবে যেতে হবে, তাই না?"

"কেন?"

"কেন—তোমাদের সম্রাটের কাছ থেকে অনুমতি-লাভের জন্য?"

সানিন তাঁকে বুঝিযে দিল যে, তার কোনই প্রযোজন নাই।...হ্যাঁ, তবে হয়ত বিয়ের আগে দিন কযেকের জন্য সত্যিই তাকে রুশিয়ায় যেতে হবে (এই কথাগুলো বলার সময় ব্যথায় তার হৃদয মুচড়ে উঠল

এবং তার দিকে তাকিয়ে জেম্মা তার হৃদয়ের এই যন্ত্রণা বুঝতে পেরে লজ্জা পেল ও বিষণ্ণ হয়ে পড়ল)—দেশে যে কটা দিন সে থাকবে তার মধ্যে তার জমিদারীটা সে বিক্রী করার চেষ্টা করবে—যেমন করেই হোক, প্রয়োজনীয় অর্থ সে সঙ্গে করে আনবে।...

ফ্রাউ লিনোরে বললেন: "আংরাখা বানাবার জন্য আমার জন্য কিছুটা খুব ভাল আস্ত্রাখানের 'ফার' আনতে পারবে কি? শুনেছি, ভারী চমৎকার জিনিস আর ওখানে অত্যন্ত সস্তা।"

সানিন বলে উঠল: "নিশ্চয়ই আনব। জেম্মার জন্যও খানিকটা নিয়ে আসব।"

ঘরের মধ্যে মাথা গলিয়ে এমিল বলল: "আমার জন্য একটা রুপোর জরি-বসান মরক্কো চামড়ার টুপী।"

"হ্যাঁ, আনব। আর পান্তালিওনের জন্য আনব চটি।"

ফ্রাউ লিনোরে বললেন: "এ সব বাজে কথা থাক, আমরা এখন কাজের কথা বলছি।" বলেই এই বৈষয়িকবুদ্ধিসম্পন্না মহিলা বললেন: "হ্যাঁ, আরেকটা কথা। তুমি বলছ, তোমার জমিদারী তুমি বিক্রী করে দেবে। তোমার চাষীদেরও তোমাকে বিক্রী করে নিতে হবে না?"

সানিন হৃদয়ে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করল। তার মনে পড়ল, মাদাম রোসেল্লি ও তাঁর মেয়ের সঙ্গে সে যখন ভূমিদাস প্রথা নিয়ে আলোচনা করে—সে নিজেই বলেছে, এই প্রথার বিরুদ্ধে সে গভীর ঘৃণা পোষণ করে—তখন বারবার সে তাদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছে যে কখনও কোন অবস্থাতেই তার চাষীদের সে বিক্রয় করবে না, কারণ এই কেনা-বেচার কাজটিকে সে নীতিবিগর্হিত বলেই মনে করে।

সে আমতা আমতা করে বলল: "আমি এমন লোকের কাছে জমিদারী বিক্রী করব যাকে আমি খুব ভাল লোক বলেই জানি, কিম্বা হয়ত চাষীরা নিজেরাই অর্থ দিয়ে নিজেদের মুক্ত করে নিতে চাইবে।"

ফ্রাউ লিনোরে বললেন, "সেই হবে সবচেয়ে ভাল। আর যাই হোক, জীবিত মানুষ বিক্রী করাটা..."

"Barbari!"—গর্জ্জন করে উঠল পান্তালিওন। সে এসে দোরগোড়ায়

এমিলের পিছনে দাঁড়িয়েছিল। টুপী ছুড়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সানিন মনে মনে বলল: "আমি নিজেও এটা পছন্দ করি না।" লুকিয়ে একবার সে জেম্মার দিকে তাকাল। মনে হল, জেম্মা তার শেষ কথাগুলি শুনতে পায়নি। সানিন ভাবল: "যাক গে।"

এইভাবে বৈষয়িক আলোচনা চলল প্রায় দুপুরের খাবার সময় পর্য্যন্ত। শেষের দিকে ফ্রাউ লিনোরে একদম শান্ত হয়ে গেলেন, সানিনকে দিমিত্রি বলে ডাকলেন, মৃদু তিরস্কারের ভঙ্গীতে তার দিকে স্নেহভরে তর্জ্জনী নাড়লেন এবং তার বিশ্বাসঘাতকতার শোধ তুলবেন বলে ভয় দেখালেন। তিনি সানিনকে তার পরিবার সম্পর্কে বহুক্ষণ ধরে বহু কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করলেন, কারণ 'সেটাও খুবই দরকারী'; তার কাছে রুশ গীর্জ্জায় বিবাহ অনুষ্ঠানের বর্ণনা শুনতে চাইলেন—সাদা পোষাক ও সোনার মুকুট পরা জেম্মার চেহারা কল্পনা করতেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হলেন।

মায়ের গর্ব্ব নিয়ে তিনি বললেন: "ও আমার রাণীর মতই সুন্দরী। সারা পৃথিবীর রাণীদের মধ্যেও ওর জুড়ি নেই।"

"হ্যাঁ, তাই তো ওর নাম জেম্মা!" (ইতালীয় ভাষায় 'জেম্মা' কথার অর্থ 'রত্ন'।)

জেম্মা তার মাকে চুমু খেতে লাগল।...মনে হল, যেন এতক্ষণে সে সহজভাবে শ্বাস নিতে পারছে, যেন এতক্ষণে তার কাঁধের উপর থেকে একটা ভারী বোঝা নেমে গেছে।

সানিন হঠাৎ এক বিপুল প্রচণ্ড সুখে অভিভূত হয়ে পড়ল। সম্প্রতি ঠিক এই ঘরগুলিতে বসেই যে স্বপ্ন সে দেখেছে, তা বাস্তব হতে চলেছে, সত্যই বাস্তব হতে চলেছে ভেবে সে শিশুর খুসীর মত খুসীতে ভরে উঠল। তার আনন্দ এমনভাবে উছলে পড়তে লাগল যে, তার তখনই সোজা দোকানে চলে যাবার তীব্র ইচ্ছা জাগল; আজ সে কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়াবেই দাঁড়াবে, যেমন দাঁড়িয়েছিল কয়েকদিন আগে।..."একাজে আমার পূর্ণ অধিকার আছে। আমি এখন এই পরিবারেরই একজন।"

সত্যিই সে কাউণ্টারে গিয়ে দাঁড়াল এবং সত্যিই সে খরিদ্দারদের

কাছে জিনিষ বেচতে লাগল, তার মানে দু'টি ছোট মেয়ের কাছে দুই পাউণ্ড মেঠাই বেচল, অর্থাৎ এক পাউণ্ডের অর্দ্ধেক দাম নিয়ে পুরা দুই পাউণ্ড তাদের দিয়ে দিল।

খাবার সময় জেম্মার স্বীকৃত ভাবী স্বামী হিসাবে সানিন তার পাশে বসল। ফ্রাউ লিনোরে তখনও তাঁর বৈষয়িক কথাবার্ত্তা চালিযে যেতে লাগলেন। এমিল কথায় কথায হাসতে লাগল এবং রুশিয়ায় যাবার সময় তাকে সঙ্গে নেবার জন্য সানিনকে বিরক্ত করতে লাগল। ঠিক হল, সানিন এক পক্ষকালের মধ্যে রওনা হবে। একমাত্র পান্তালিওনই কিছুটা মুখ গোমড়া করে রইল এবং সেজন্য ফ্রাউ লিনোরে তাকে ঠাট্টা করে বললেন, "তুমি ত তার সহকারী হয়েছিলে।" পান্তালিওন ভ্রূকুটি করল।

জেম্মা সমস্তক্ষণ প্রায চুপ করেই রইল, কিন্তু তার মুখখানি এত সুন্দর ও এত উজ্জ্বল এর আগে কখনও দেখা যাযনি। খাওয়া হযে গেলে সানিনকে সে এক মুহূর্ত্তেব জন্য তাব সঙ্গে বাগানে যাবার জন্য বলল। দুইদিন আগে যে বেঞ্চিখানির উপব বসে সে চেরীফল বেছে-ছিল, তার সামনে এসে থেমে দাঁড়িয়ে সে বলল: "আমার উপব রাগ কর না দিমিত্রি; কিন্তু আমি তোমাকে আরেকবার বলছি, তুমি নিজেকে বাধ্য মনে কর না..."

সানিন তাকে কথা শেষ করতে দিল না।

জেম্মা মুখখানি ফিরিয়ে নিল।

"মা তোমাকে দুই আলাদা ধর্ম্মের কথা বলছিলেন।—এই দেখ!"

পাতলা সুতা দিয়ে তার গলায় একটা গার্ণেট-ক্রুশ ঝোলান ছিল। সেটা ধরে এত জোরে সে টান দিল যে সুতাটি ছিঁড়ে গেল। জেম্মা তখন ক্রুশটি সানিনের হাতে দিল।

"আমি যদি তোমার হই, তবে তোমার ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম।"

সে আর জেম্মা যখন বাড়ীতে ফিরল, তখন সানিনের দুই চোখের পাতা ভিজে।

সন্ধ্যা নাগাদ সবই আবার পরিচিত খাতে বইতে লাগল। এমনকি তারা 'ত্রিসেতে' পর্য্যন্ত খেলল।

৩১

খুব ভোরে সানিনের ঘুম ভেঙ্গে গেল। সে তখন মানুষের সুখের শিখরে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তার জন্য তার ঘুমের ব্যাঘাত হয়নি। কেমন করে সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ও সুবিধাজনকভাবে তার জমিদারী বিক্রয় করবে, এই অপরিহার্য্য মারাত্মক চিন্তাই তার মনের শান্তি নষ্ট করেছে। নানা ধরণের পরিকল্পনা তার মাথার মধ্যে কিলবিল করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত সে কোন সমাধান খুঁজে পাচ্ছিল না। কিছু বিশুদ্ধ বাতাস টেনে মনটা চাঙ্গা করে নেবার জন্য সে বাইরে বেরোল। তৈরী পরিকল্পনা নিয়েই সে জেম্মার সামনে যাবে বলে মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা কবল।

তার ঠিক সামনে এ মূর্ত্তিটি কে?—ভারী, হাত-পাগুলো পুরু পুরু, খুব ভাল পোষাকপরা, একটু হেলে দুলে থপ থপ করে হেঁটে যাচ্ছে? গুচ্ছ গুচ্ছ শণের মত চুলে ভর্ত্তি এই ঘাড়; দু'টি কাঁধের ভিতর দিয়ে সোজা বেরিয়ে-আসা এই মাথা, এই নরম কাল মোটা থপ থপে দু'খানি দোল-খাওয়া হাত—কোথায় সে দেখেছে? এ কি তার সেই পুরাতন স্কুলের সহপাঠী পলোজভ, গত পাঁচ বছর যার সঙ্গে দেখাশোনা নাই? হেঁটে মূর্ত্তিটির আগে গিয়ে সানিন ফিরে তাকাল। ...একটি চওড়া ঈষৎ হলদে মুখ; শূকর শাবকের চোখের মত ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ, কিন্তু চোখের পাতার লোম ও ভ্রূ যথেষ্টই আছে; ছোট মোটা নাক; দু'খানি পুরু ঠোঁট—দেখলে মনে হয় আঠা দিয়ে আটকান; গোল লোমহীন চিবুক; আর সমস্ত মুখে ঐ খিটখিটে, অলস, সন্দেহপ্রবণ ভাব—আরে, ঠিকই ত, এই ত সেই ইপ্পোলিত পলোজভ!

সানিনের মনের ভিতর খেলে গেল: "আবার আমার সৌভাগ্য-তারকা!"

"পলোজভ! ইপ্পোলিত সিদোরিচ! তুমি?"

মূর্ত্তিটি থামল, তার ক্ষুদে চোখ দু'টি উত্তোলিত হল; তারপর এক মুহূর্ত্তের নীরবতা, শেষে ঠোঁট দু'খানি খুলল, এবং সরু ভাঙা গলায় আওয়াজ বেরিয়ে এল:

"দিমিত্রি সানিন?"

সানিন বলল, "হ্যাঁ, সেই!" বলেই সে পলোজভের একখানি হাত চেপে ধরল। ছাগচর্ম্মের দস্তানায় ঢাকা হাতখানি আগের মতই আবার তার থলথলে শরীরের পাশে অসাড়ভাবে দুলতে লাগল। "এখানে কি তুমি অনেক দিন এসেছ? কোথা থেকে আসছ? কোথায় আছ তুমি?"

অলসকণ্ঠে পলোজভ জবাব দিল: "কাল ওয়াইজবাদেন থেকে এসেছি। আমার স্ত্রীর জন্য কিছু কেনাকাটা করছি! আজই আবার ওয়াইজবাদেনে ফিরে যাচ্ছি।"

"ও তাই ত! তুমি ত বিয়ে করেছ? লোকে বলে, তোমার স্ত্রী রীতিমত সুন্দরী।"

পলোজভ চোখ ফিরিয়ে নিল, "হ্যাঁ লোকে বলে।"

সানিন হাসল। "দেখছি, তুমি সেই আগের মতই উদাসীনই রয়ে গেছ, স্কুলে যেমনটি ছিলে।"

"এমন কি হল যে বদলে যাব?"

সানিন বলল: "লোকে আরও বলে তোমার স্ত্রী খুব ধনী।" 'বলে' কথাটির উপর জোর দিল সানিন।

"হ্যাঁ, লোকে সে কথাও বলে বটে!"

"তুমি নিজে জান না? ইপ্পোলিত সিদোরিচ?"

"দেখ হে দিমিত্রি, এ···পাভলোভিচ, হ্যাঁ, পাভলোভিচ—আমি আমার স্ত্রীর ব্যাপারে থাকি না।"

"থাক না? কোন ব্যাপারেই না?"

পলোজভ আবার এক পাশে তাকাল। "না, কোন ব্যাপারেই না, বুঝলে!...সে তার নিজের মত চলে, আমিও আমার মত চলি।"

সানিন জিজ্ঞাসা করল, "এখন তুমি কোথায় যাচ্ছ?"

"এখন আমি কোথাও যাচ্ছি না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। যখন আমাদের কথাবার্তা শেষ হবে, আমি আমার হোটেলে ফিরে গিয়ে ব্রেকফাষ্ট করব।"

"আমি তোমার সঙ্গে থাকব?"

"বলতে চাইছ—ব্রেকফাষ্টের সময়?"

"হ্যাঁ।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।—একসঙ্গে খাওয়া অনেক ভাল। তুমি ত বেশী বকবক কর না, কর কি?"

"না বলেই ত মনে হয়।"

"বেশ, তাহলে এস।"

পলোজভ এগিয়ে চলল এবং সানিন চলল তার পাশে পাশে। পলোজভের ঠোঁট দু'টি আবার এঁটে গিয়েছিল, সে শুধু গোঁ গোঁ শব্দে নিঃশ্বাস ফেলছিল ও হেলে দুলে চলছিল। সানিন ভাবতে লাগল, এর মত একটি গবেট কি করে ধনী ও সুন্দরী স্ত্রী বাগাল। নিজে সে ধনীও নয়, নামকরাও নয়, চালাকও নয়। ইস্কুলে তাকে সবাই নির্বোধ অলস, জড়মস্তিষ্ক, পেটুক বলে জানত—তার ডাক নাম ছিল, 'লালু'। এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার!

"আর তাব স্ত্রী যদি সত্যিই ধনী হয়ে থাকে—লোকে বলে সে এক ধরণের ঠিকাদারের মেয়ে—সে কেন আমার জমিদারী কিনবে না? এ বলছে, স্ত্রীর ব্যাপারে এ থাকে না। কিন্তু, তা হতেই পারে না। আমি ন্যায্য ও লোভনীয় দর দেব। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি? হয়ত এসবের অর্থ, আমার সৌভাগ্য-তারকা এখন উর্দ্ধমুখী। তাই হবে! চেষ্টা করা যাক।"

সানিনকে পলোজভ ফ্রাঙ্কফোর্টের সবচেয়ে ভাল হোটেলগুলির একটিতে নিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, হোটেলের সবচেয়ে ভাল ঘরখানাই সে নিয়েছে। ঘরের চেয়ার-টেবিলগুলির উপর স্তূপীকৃত হয়ে আছে কার্ডবোর্ডের বাক্স, কাঠের বাক্স, বাণ্ডিল।..."এ সব কিছুই মারিয়া নিকোলায়েভনার জন্য কেনা, বুঝলে হে।" (মারিয়া নিকোলায়েভনা পলোজভের স্ত্রীর নাম।) পলোজভ একটা হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে

পড়ল এবং গলার টাইটি আলগা করে দিতে দিতে আর্তনাদ করে উঠল, "উঃ কী গরম!" তার পর সে ঘণ্টা বাজিয়ে প্রধান পরিচারককে ডেকে এক ভুরিভোজন ব্রেকফাষ্টের বিস্তারিত অর্ডার দিল। "আর আমার গাড়ী যেন একটার মধ্যে তৈরী থাকে। ঠিক একটার মধ্যে, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

দীন অনুগতের মত সেলাম ঠুকে প্রধান পরিচারক দাসানুদাসের ব্যস্ততা নিয়ে দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল।

পলোজভ তার ওয়েষ্টকোটের বোতামগুলো খুলে দিল। যেভাবে সে তার ভ্রূযুগল ঊর্দ্ধে তুলল, নাসা বিস্ফারিত এবং নাসিকা কুঞ্চিত করল, তা থেকেই স্পষ্ট বোঝা গেল যে, কথা কওয়া তার পক্ষে এক অসহ্য বোঝা হয়ে দাঁড়াবে, এবং সানিন তাকে রসনা ব্যবহারে বাধ্য করে অথবা কথাবার্তা বলার ভারটা নিজের কাঁধেই নেয়, তা দেখবার জন্য কিছুটা উদ্বেগের সঙ্গেই সে অপেক্ষা করে আছে।

বন্ধুর মনের ভাব বুঝতে পেরে সানিন তাকে আর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে বিব্রত করল না, এবং নিজেও সে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন তার একটুও বেশী কথা বলল না। সে শুনল, পলোজভ দু'বছর উলান্সে মিলিটারী সার্ভিসে ছিল। (ইউনিফর্মের খাট জ্যাকেট পরলে নিশ্চয়ই সে দেখবার মত বস্তু হত!), তিন বছর আগে সে বিয়ে করেছে এবং এক বছরের উপর হল স্ত্রীকে নিয়ে বিদেশে আছে। তার স্ত্রী ওয়াইজ-বাদেনে একধরণের *kur* নিচ্ছেন [স্বাস্থ্যোদ্ধার করছেন]। সেখান থেকে তাদের প্যারিসে যাবার ইচ্ছা আছে। নিজের অতীত জীবন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে সানিনও এর চেয়ে বেশী কিছু বলল না। সে সরাসরি তার কথা পেড়ে বসল; পলোজভকে সে তার জমিদারী বিক্রয়ের ইচ্ছার কথা জানাল।

পলোজভ নীরবে তার কথা শুনতে লাগল এবং মাঝে মাঝে যে-দরজা দিয়ে ব্রেকফাষ্ট আসার কথা সেই দিকে তাকাতে লাগল। শেষে ব্রেকফাষ্ট এল। দুইজন অধস্তনসহ প্রধান পরিচারক রূপার ঢাকনা-দেওয়া কতকগুলি ডিস নিয়ে এল।

টেবিলে ঠিক হযে বসে সার্টের কলারে একটা তোয়ালে গুঁজে দিয়ে পলোজভ জিজ্ঞাসা করল, "তোমার জমিদারী কি তুলা প্রদেশে?"

"হ্যাঁ, সেখানে।"

"ইয়েফ্রেমভ জেলা। আমি চিনি।"

সানিনও গিয়ে টেবিলে বসল। জিজ্ঞাসা করল, "তুমি আমার আলেক্সিযেভাকে চেন?"

এক কাঁটা-চামচভর্ত্তি ওমলেট ও ছত্রাক মুখের ভিতর গুঁজে দিয়ে পলোজভ বলল, "অবশ্যই চিনি। কাছাকাছি মাবিষা নিকোলাযেভনাব—আমার স্ত্রীর—একটা জমিদারী আছে।...ওযেটার, বোতলেব ছিপিটা খোল ত। জমি ভাল, কিন্তু তোমাব চাষীবা সব গাছ কেটে সাবাড করেছে। তুমি জমিদাবী বেচতে চাও কেন?"

"আমাব কিছু টাকাব দবকাব, ভাযা। আমি সস্তায় বেচব। ভাল কথা, তুমি কেন না কেন?"

এক গেলাস মদ গলাধঃকরণ করে তোযালে দিযে ঠোঁট দুটো মুছে ফেলল পলোজভ এবং আবাব সে আস্তে আস্তে ও শব্দ করে করে চিবোতে লাগল।

অবশেষে সে বলল, "হুম্। আমি জমিদাবী কিনি না—মূলধন নাই। মাখনটা এগিযে দাও ত। অবশ্য আমাব স্ত্রী কিনতে পারেন। তোমাকে তাঁব সঙ্গে কথা বলতে হবে। তুমি যদি খুব বেশী দব না চাও, তা হলে তিনি বাজী হতে পারেন। কিন্তু এই জার্ম্মানগুলো কি গাধা বে বাবা! কি করে মাছ রান্না করতে হয জানে না! আবে, এব থেকে সোজা কাজ আর কি আছে? অথচ, অনববত বলেই চলেছ: '*Vater-land*-কে [পিতৃভূমি] ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।' ওযেটাব, এই জঘন্য মালটি সবিযে নিযে যাও।"

সানিন জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি বলতে চাও তোমার স্ত্রী নিজেই—সব কিছু—বন্দোবস্ত করেন?"

"হ্যাঁ, তাই। এইবার কাটলেট, এগুলো ভাল। খেয়ে দেখ। আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি, দিমিত্রি পাভলোভিচ, আমি আমার স্ত্রীর কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করি না; আবার বলছি সে কথা।"

পলোজভ সশব্দে চর্ব্বণকার্য্য সম্পন্ন করতে লাগল।

"হুম। কিন্তু কেমন করে আমি তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলব, ইপ্পোলিত সিদোরিচ?"

"এর চেয়ে আর সোজা কি হতে পারে, দিমিত্রি পাভলোভিচ! ওয়াইজবাদেনে চলে যাও। এখান থেকে বেশী দূর নয়। ওয়েটার, ইংলিশ সরষে আছে? নাই? জানোয়ারের দল! কিন্তু সময় নষ্ট করলে চলবে না। আমরা পরশু চলে যাচ্ছি। দাঁড়াও, তোমাকে এক গেলাস ঢেলে দেই—এই মদে সুগন্ধ স্নেহপদার্থ দেওয়া, এ ভিনিগার নয়।"

পলোজভের মুখখানি তখন লাল ও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে; যখন সে খেত বা পান করত, কেবলমাত্র তখনই তার মুখ উজ্জ্বল হযে উঠত।

সানিন বিড় বিড় করে বলল, "সত্যি কি করব বুঝতে পারছি না।"

"বেচবার জন্য সত্যিই তোমার খুব তাড়া?"

"খুবই তাড়া, ভায়া!"

"তুমি কি খুব বেশী টাকা চাও?"

"হ্যাঁ, চাই। আমি···কি বলব? আমি ঠিক করেছি বিয়ে—করব?"

মদের গেলাসটা মুখে তুলতে যাচ্ছিল পলোজভ। সানিনের কথা শুনে সেটা নামিয়ে রাখল।

"বিয়ে করবে? হঠাৎ?"—থপ্থপে হাত দু'খানি পেটের উপর রেখে ভাঙ্গা গলায জিজ্ঞাসা করল পলোজভ। তার কণ্ঠস্বর বিস্ময়ে ভারী হয়ে উঠেছিল।

"হ্যাঁ, খুব শীঘ্রই।"

তোমার বাগ্‌দত্তা নিশ্চয়ই রুশিয়ায়?"

"না, সে রুশিয়ায় নয়।"

"তবে কোথায় তিনি?"

"এখানেই, ফ্রাঙ্কফোর্টে।"

"কে তিনি?"

"সে একজন জার্ম্মান, মানে, আসলে একজন ইতালীয়ান। সে ফ্রাঙ্কফোর্টের বাসিন্দা।"

"তার টাকাপয়সা আছে?"

"একেবারেই না।"

"তাহলে তোমার প্রেম নিশ্চয়ই খুব তীব্র।"

"আচ্ছা মজার মানুষ তুমি। নিশ্চয়ই খুব তীব্র।"

"এই জন্যই তোমার টাকার দরকার?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ...এই জন্যই।"

পলোজভ মদটা গিলে ফেলল, মুখ ধুল, জলের মধ্যে হাতের আঙ্গুলের ডগাগুলো ডোবাল, তারপর বেশ ভাল করে সেগুলো তোয়ালেতে মুছল এবং একটা চুরুট বের করে ধরাল। সানিন নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

মাথাটা পিছনে হেলিয়ে মুখ দিয়ে ধোঁযার একটা পাতলা স্রোত বের করে পলোজভ ছাগলের মত মোটা গলায় বলল, "অন্য কোন পথ নাই। আমার স্ত্রীর সঙ্গে গিয়ে দেখা কর। যদি ইচ্ছা করে তবে সে তোমার সমস্ত মুশকিলের অবসান করে দিতে পারে।"

"কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হবে কি করে? তুমি বলছ, তোমরা পরশু চলে যাচ্ছ?"

পলোজভ চোখ বুজল।

দুই ঠোঁটের মধ্যে চুরুটটা ঘুরিযে এবং দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলল, "শোন বলি। ঘরে যাও এবং যত তাড়াতাড়ি পার গুছিয়ে নিয়ে এখানে চলে এস। আমি একটার সময় রওনা হচ্ছি। আমার গাড়ীতে যথেষ্ট জায়গা আছে। আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। তাই সব চেয়ে ভাল হবে। এখন আমি একটু ঘুমাব, বুঝলে ভায়া, খাওয়ার পর সব সময়ই আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। প্রকৃতির প্রয়োজন, এবং আমি বাধা দিই না। যাও, এখন আমাকে বিরক্ত কর না।"

সানিন এক মুহূর্ত ভাবল—তারপর হঠাৎ মাথা উঁচু করল। সে মন ঠিক করে ফেলেছে।

"বেশ! আমি রাজী—ধন্যবাদ! সাড়ে বারটার সময় আমি এখানে আসছি। আমরা একসঙ্গে ওয়াইজবাদেন যাব। আশা করি, তোমার স্ত্রী রাগ করবেন না।"

কিন্তু পলোজভ ইতিমধ্যেই নাক ডাকাতে সুরু করেছিল। বিড় বিড় করে বলল, "বিরক্ত কর না।" এবং পা দু'খানা অস্থির ভাবে নাড়াল ও মুহূর্তের মধ্যে শিশুর মত ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ভারী শরীর, মাথা, ঘাড়, উঁচু এবং আপেলের মত গোল চিবুকের দিকে সানিন শেসবারের মত তাকাল; তারপর হোটেল থেকে বেরিয়ে দ্রুতপদে রোসেল্লিদের দোকানের দিকে হাঁটতে লাগল। জেম্মাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

৩২

জেম্মাকে সে পেল দোকানে, তার মার সঙ্গে। ফ্রাউ লিনোরে ঝুঁকে পড়ে একটা ছোট ভাঁজকরা ফুট-রুল দিয়ে দুই জানালার মাঝখানের জায়গাটা মাপছিলেন। সানিনকে দেখে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়ালেন এবং খুশী হয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন, কিন্তু একটু বিব্রতও বোধ করলেন।

তিনি বললেন, "গতকাল তুমি যখন আমাদের কাছে ঐ কথা বললে, তখন থেকেই দোকানটা কি করে আরও ভাল করে গড়ে তোলা যায় তারই নানা প্রকার কল্পনা আমার মাথায় ঘুরছে। আমি ভেবেছিলাম আমরা এখানে দু'টি পুরু কাঁচওয়ালা তাকের আলমারী রাখতে পারি। এখন ফ্যাশন হয়েছে, বুঝলে। তারপর..."

সানিন বাধা দিয়ে বলল, "চমৎকার! চমৎকার! এ সবই ভেবে বের করতে হবে।...কিন্তু এদিকে আসুন, একটা কথা আছে।" সে একখানি বাহু ফ্রাউ লিনোরের দিকে, অপরখানি জেম্মার দিকে বাড়িয়ে দিল। ফ্রাউ লিনোরে ভয় পেয়ে গেলেন, ফুট-রুলটা তাঁর হাত থেকে পড়ে গেল। জেম্মাও প্রথমটা ভয় পেতে যাচ্ছিল, কিন্তু সানিনের দিকে একবার তাকাতেই আশ্বস্ত হল। সানিনের মুখ যদিও গম্ভীর তবু সে-মুখে একটি প্রফুল্ল সঙ্কল্পের ভাব ফুটে উঠেছিল।

তাদের দু'জনকে সে বসতে বলল, এবং নিজে দু'জনের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে ও মাথার চুল পাকাতে পাকাতে সে তাদের সব কথাই

বলল: পলোজভের সঙ্গে তার দেখা হওয়ার কথা, তার ওয়াইজবাদেনে যাওয়া ঠিক হওয়ার কথা, তার জমিদারী বিক্রয়ের সম্ভাবনার কথা। শেষে বলল, "আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, তা আপনারা ভাবতে পারবেন না। ঘটনা এমন দিকে যাচ্ছে যাতে হয়ত আমাকে রুশিয়ায় মোটেই নাও যেতে হতে পারে এবং আমরা যখন ভেবেছি তার অনেক আগেই বিয়েটা হয়ে যেতে পারে।"

জেম্মা জিজ্ঞাসা করল, "কখন তোমাকে যেতে হবে?"

"আজই—এক ঘণ্টার মধ্যে। আমার বন্ধুটি গাড়ীভাড়া করেছে, সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে?"

"আমাদের কাছে চিঠি দেবে ত?"

"এক মুহূর্তও দেরী হবে না। যে মুহূর্তে মহিলাটির সঙ্গে আমার কথা-বার্তা হয়ে যাবে, সেই মুহূর্তেই চিঠি দেব।"

ব্যবহারিকবুদ্ধিসম্পন্না ফ্রাউ লিনোরে বললেন, "তুমি ত বললে, তিনি—মহিলাটি—খুব ধনী?"

"বিরাট ধনী! তাঁর বাবা ছিলেন একজন লক্ষপতি এবং তিনি তাঁর যথাসর্ব্বস্ব মেয়েকে দিয়ে গেছেন।"

"যথাসর্ব্বস্ব তাঁকেই দিয়ে গেছেন? বেশ, তোমার কপাল ভাল। কিন্তু দেখ, তোমার জমিদারী তুমি খুব সস্তায় ছেড়ে দিও না যেন। শক্ত ও বিচক্ষণ হবে। ঝোঁকের মাথায় কিছু করে বস না। আমি বুঝি, যত শীঘ্র সম্ভব তুমি জেম্মার স্বামী হতে চাও।...কিন্তু সবচেয়ে দরকার সাবধানতা। মনে রেখ, সম্পত্তি বিক্রী করে যত বেশী তুমি পাবে, ততই তোমাদের দু'জনেরই—এবং তোমার সন্তানদেরই বেশী হবে।"

জেম্মা মুখ ফেরাল; সানিন হাত নেড়ে বলল, "আমার বুদ্ধির উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন, ফ্রাউ লিনোরে। দর কষাকষির ইচ্ছা আমার নাই। আমি ন্যায্য দাম চাইব, তিনি যদি রাজী হয়ে যান ভালই, আর না হলে তাঁর যা ইচ্ছা করতে পারেন।"

"তুমি জান...সেই মহিলাটিকে?" জিজ্ঞাসা করল জেম্মা।

"তাঁকে দেখিনি কখনও।"

"তুমি ফিরছ কবে?"

"ব্যাপারটা যদি ভেস্তে যায়—পরশুই ফিরব। আর যদি ভাল অগ্রসর হয়, তাহলে দু'একদিন থেকে আসতে হতে পারে। সে যাই হোক, একটি মুহূর্ত্তও আমি নষ্ট করব না। মনটা আমি এখানেই রেখে যাচ্ছি। কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি, ওদিকে রওনা হবার আগে হোটেলে ফিরতে হবে।...সৌভাগ্য কামনা করে আপনি আমাকে হাতখানা দিন, ফ্রাউ লিনোরে—রুশিয়ায় সব সময়ই এটা আমরা করি।"

"ডান হাত না বাঁ হাত?"

"বাঁ হাত। ডান হাত থেকে বাঁ হাত হৃদ্‌পিণ্ডের বেশী কাছে। পরশু-দিনই আমি ফিরে আসছি—হয় এস্‌পার নয় ওস্‌পার করে। আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমি জিতে ফিরব। আচ্ছা, আসি তবে।"

ফ্রাউ লিনোরেকে সে বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করল, কিন্তু জেম্মাকে বলল এক মুহূর্ত্তের জন্য তার সঙ্গে তার ঘরে যেতে—তার সঙ্গে সানিনের একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আছে...আসল কথা সে জেম্মার কাছ থেকে নির্জ্জনে বিদায় নিতে চায়। ব্যাপারটা ফ্রাউ লিনোরে বুঝলেন, তাই অত্যন্ত জরুরী কথাটি যে কি তা আর জানার চেষ্টা করলেন না।...

সানিন আগে কখনও জেম্মার ঘরে যায়নি। এই পবিত্র চৌকাঠ পার হতেই ভালবাসার সমস্ত যাদু, শিখা, উচ্ছ্বাস, মধুর শঙ্কা তার মধ্যে জেগে উঠে তার হৃদয়কে পূর্ণ করে তুলল।...আবেগভরে সে চারিপাশে তাকাল এবং সেই মাধুরীময়ীর পদতলে নতজানু হয়ে তার কোমরে নিজের মুখটি চেপে ধরল...

মৃদুস্বরে জেম্মা বলল, "তুমি কি আমার? তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে?"

রুদ্ধকণ্ঠে সানিন বলল, "আমি তোমারই। আমি ফিরে আসব।"

"আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব, লক্ষ্মীটি!"

কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল, সানিন রাস্তা বেয়ে হোটেলের দিকে ফিরছে। ভয় দেখানর ভঙ্গীতে হাত উঁচু করে, কি যেন চীৎকার করে বলতে বলতে আলুথালু বেশে পান্তালিওন সানিনের পিছু পিছু দোকানের দরজা পর্য্যন্ত এসেছিল। সানিন তাকে লক্ষ্য করল না।

ঠিক পৌনে একটার সময় সানিন পলোজভের কাছে উপস্থিত হল। একখানা চারঘোড়ার গাড়ী ইতিমধ্যেই হোটেলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সানিনকে দেখে পলোজভ শুধু বলল, "তাহলে তুমি মনস্থির করে ফেলেছ!" বলেই টুপী, ওভারকোট ও চটি পরল, গ্রীষ্মের তপ্ত আব-হাওয়া সত্ত্বেও কানের ভিতর তুলা গুঁজল, এবং বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তার হুকুম মত পরিচারকেরা গাড়ীর ভিতর সে যেখানে বসবে তার চারিপাশে গদি, থলি, পুঁটুলি প্রভৃতি তার হাজার রকমের কেনাকাটা জিনিষ সাজিয়ে-গুছিয়ে দিল। একটা বড় খাবারের ঝুড়ি বসিয়ে দিল তার পায়ের কাছে, একটা তোরঙ্গ বেঁধে দিল কোচবাক্সে। এই সব কাজের জন্য পলোজভ দরাজ হাতে বখসিস দিল। গজ গজ করতে করতে টেনে-হেঁচড়ে গাড়ীর ভিতর ঢুকল, অত্যন্ত সম্ভ্রমে ও সন্তর্পণে তার পিছন ধরে থাকল অনুগত দরোয়ানটা। বেশ ঠেসেঠুসে সে নিজের আসনে বসল, নানারকমেব ছোট গাঁটরিগুলো চারিদিকে জুতসই করে সাজিয়ে নিল, তারপর একটা চুরুট বেছে নিয়ে ধরাল। এতক্ষণে সে সানিনের দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল, যেন বলতে চায়, "তুমিও উঠে পড।" সানিন তার পাশে বসল। দরোয়ান মারফৎ কোচম্যানকে জানিয়ে দিল যে, যদি বখসিস চায়, তবে যেন ভালভাবে চালায়। গাড়ীর পা-দানী খড়খড় করে উঠল, শব্দ করে দরজা বন্ধ হয়ে গেল, গাড়ী এগিয়ে চলল।

৩৩

আজকাল ট্রেনে করে ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে ওয়াইজবাদেন যেতে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে। যখনকার কথা বলছি, তখন এক্সপ্রেস মেলগাড়ী এই পথ পাড়ি দিত তিন ঘণ্টায়। অন্ততঃ পাঁচবার ঘোড়া বদলাতে হত।

দুই ঠোঁটের মধ্যে চুরুট নিয়ে পলোজভ তার আসনে ঘুমাচ্ছিল, না হয় শুধু ঢুলছিল। সে একেবারেই কোন কথাবার্তা বলছিল না। একবারও সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাচ্ছিল না, চমৎকার দৃশ্য দেখতে

তার কোন আগ্রহই নাই, এবং সত্যই সে ঘোষণা করল যে, প্রকৃতি তার কাছে বিষ। সানিনও কোন কথা বলল না, সেও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রশংসায় সময় নষ্ট করল না—তার অন্য জিনিষ ভাববার ছিল। নিজেকে সে ভাবনা ও স্মৃতির স্রোতে ভাসিয়ে দিল। প্রত্যেক স্টেশনে পলোজভ ঠিক যা প্রাপ্য তাই দিচ্ছিল। ঠিক সময়ে এল কিনা নিজের ঘড়ি দেখে তা পরীক্ষা করছিল, এবং কোচম্যানদের উৎসাহ অনুযায়ী কখনও দরাজ হাতে এবং কখন ঠিক তার বিপরীত ভাবে তাদের বখসিস দিচ্ছিল। আধাআধি পথ আসার পর সে খাবার ঝুড়ি থেকে দু'টি কমলালেবু বের করল এবং ভালটি নিজের জন্য রেখে অপরটি সানিনকে দিল। সানিন তার সঙ্গীকে ভাল করে তাকিয়ে দেখল এবং হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠল।

খাট সাদা নখ দিয়ে যত্ন সহকারে কমলালেবুটির খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে পলোজভ বলল, "হাসছ কেন?"

সানিন জবাব দিল, "আমি? আমি হাসছি আমাদেব এই যাত্রার কথা ভেবে।"

কমলালেবুর একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি অংশ গালের ভিতর ঠেলে দিয়ে পলোজভ জিজ্ঞাসা করল, "কী হয়েছে তাতে?"

"আমার কাছে অদ্ভুত লাগছে। স্বীকার করতেই হবে, কাল আমি চীনের সম্রাটের কথার মত তোমার কথাও চিন্তাই করিনি, আর আজ গাড়ীতে তোমার পাশে বসে আমি চলেছি তোমার স্ত্রীর কাছে আমার জমিদারী বিক্রী করতে, যে-মহিলাটির সম্পর্কে আমি বিন্দুবিসর্গও জানি না।"

পলোজভ বলল, "কিছুই বলা যায না। আর একটু বয়স হোক, তখন কিছুতেই আর আশ্চর্য্য হবে না। যেমন, ঘোড়ায় চড়া একজন ফিটফাট অফিসার বলে আমাকে কল্পনা করতে পার? অথচ তাই ত 'ছিলাম' আমি। গ্র্যাণ্ড ডিউক মিখাইল পাভলোভিচ হুকুম দিতেন, 'মোটা কর্নেট *! ওকে কদমে চালাও, আরও দ্রুত!'"

* 'কর্নেট': অশ্বারোহী সৈন্যদলের নিশানবাহী।—অনুবাদক।

মাথার পিছনটা চুলকে সানিন বলল, "ইপ্পোলিত সিদোরিচ, তোমার স্ত্রী কেমন আমাকে বল! তাঁর মন মেজাজ পছন্দ কি রকমের? তাঁর সম্পর্কে আমার কিছু জেনে নেওয়া দরকার।"

হঠাৎ অপ্রত্যাশিত তীব্রতার সঙ্গে পলোজভ বলতে লাগল, "তিনি ত আমাকে জোর কদমে চলার হুকুম দিলেন। কিন্তু আমার কি হল? আমি ভাবলুম: চুলোয় যাক তোমার পদ, ও স্কন্ধভূষা! চাই না আমি ও সব। হ্যাঁ,—আমার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞাসা করছ? আর পাঁচজনের মত সেও মানুষ। শুধু সে যেন দেখতে না পায় তুমি ঘুমিয়ে পড়ছ, এটা সে পছন্দ করে না। আসল কথা হচ্ছে কথা বলে যাওয়া...তাকে কিছু হাসির খোরাক দেওয়া। তোমার প্রেমের কথা বা ঐ ধরণের কথা তাকে বলো...কিন্তু রসিয়ে বলো, বুঝলে।"

"রসিয়ে?"

"হ্যাঁ, রসিয়ে! তুমি ত বললে, তুমি প্রেমে পড়েছ এবং বিয়ে করতে চাও? এই ব্যাপারটিই তাকে বলো।"

সানিন অসন্তুষ্ট হল। "এর মধ্যে রসিয়ে বলার কী আছে?"

পলোজভ শুধু চোখ দু'টি ঘোরাল। তার কস বেয়ে কমলালেবুর রস গড়িয়ে পড়ল।

একটু থেমে সানিন জিজ্ঞাসা করল, "তোমার স্ত্রীই তোমাকে জিনিষ-পত্র কিনতে ফ্রাঙ্কফোর্টে পাঠিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"জিনিষপত্রগুলো কি?"

"খেলনা, বুঝলে?"

"খেলনা? তোমাদের ছেলেমেয়ে আছে?"

পলোজভ সানিনের কাছ থেকে বেশ একটু সরে বসল।

"কী? ছেলেমেয়ে আমার কেন থাকবে? মেয়েদের সব চটকদার, তুচ্ছ, জমকালো জিনিষপত্র, বুঝলে?"

"এগুলো তুমি বোঝ?"

"বুঝি।"

"কিন্তু তুমি যে বললে, তোমার স্ত্রীর কোন ব্যাপারে তুমি থাক না ?"

"সে অন্য সব ব্যাপার। এ ব্যাপারটা ঠিকই আছে। আরও ভাল কাজ পাই না বলে এটাই আমি দেখাশোনা করি। আমার পছন্দে আমার স্ত্রীর বিশ্বাস আছে। আর সস্তায় জিনিষ কিনতে আমি খুব ভাল পারি।"

মাঝে মাঝে ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে কথা বলছিল পলোজভ। সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

"তোমার স্ত্রী কি খুব ধনী ?"

"ধনী ঠিকই! কিন্তু সব টাকাই সে প্রায় নিজের কাছেই রাখে।"

"যতদূর বুঝছি, তুমি কিন্তু অভিযোগ করতে পার না।"

"আমি তার স্বামী, তাই না ? আমার সুযোগ আমি অবহেলা করব কেন ? তা ছাড়া, আমি তার খুব কাজে আসি। আমি সত্যিই এক সম্পদ। আমি খুবই সুবিধাজনক স্বামী।"

একখানি সিল্কের রুমাল দিয়ে মুখটি মুছে পলোজভ জোরে জোরে নাক ঝাড়ল। সে যেন অনুনয় করে বলছে, "আমাকে করুণা কর! আর কোন কথা আমাকে দিয়ে বলিও না! বুঝতেই ত পারছ, এসব কথা বলা আমার পক্ষে কত কঠিন!"

সানিন তাকে আর বিরক্ত করল না এবং আবার চিন্তার সমুদ্রে ডুবে গেল।

গাড়ী এসে ওয়াইজবাদেন হোটেলের সামনে থামল। এই হোটেলটি একটি ছোটখাট প্রাসাদের মত। তৎক্ষণাৎ হোটেলের ভিতরে অনেকটা দূরে ঘণ্টা বেজে উঠল এবং প্রচণ্ড হৈ চৈ হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। কাল কাল টেলকোট পরা সম্ভ্রান্ত চেহারার লোকেরা দেউড়ির সামনে ঘোরাফেরা করতে লাগল। পোষাকে সোনার দড়িদড়া ঝোলান একজন দারোয়ান সমারোহ সহকারে গাড়ীর দরজা খুলে দিল।

পলোজভ গাড়ী থেকে বিজয়ী বীরের মত নামল এবং সুরক্ষিত

গালিচাবিছান সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সমানভাবে সুসজ্জিত কিন্তু একটু কৃশ ধরণের এক ব্যক্তি দৌড়ে তার কাছে এল—এটি তার খাস খানসামা। পলোজভ তাকে জানাল যে ভবিষ্যতে সব সময়ই সে তাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, কারণ আগের দিন ফ্রাঙ্কফোর্টে সত্যিই সে সারা রাত গরম জল পায়নি। খাস খানসামার মুখে আতঙ্ক ফুটে উঠল এবং মাথা নুইয়ে তাড়াতাড়ি সে মনিবের চটি খুলে দিতে লাগল।

পলোজভ জিজ্ঞাসা করল, "মারিয়া নিকোলায়েভনা ঘরে আছেন?"

"হ্যাঁ কর্ত্তা। মাদাম জামাকাপড় পরছেন। কাউণ্টেস লাস্থুনস্কায়ার সঙ্গে তিনি ডিনার খেতে যাচ্ছেন।"

"ও—তাঁর ওখানে? হ্যাঁ, শোন। গাড়ীতে কিছু জিনিষপত্র রয়েছে, নিজেই তুমি ওগুলো বের করে উপরে নিয়ে এস।" তারপর বলল, "আর দিমিত্রি পাভলোভিচ, তুমি একটা ঘর ঠিক করে পৌনে একঘণ্টার মধ্যে ফিরে এস। আমরা এক সঙ্গে খাব।"

হেলতে-দুলতে হেলতে-দুলতে পলোজভ বেরিয়ে গেল। সানিন একটা সস্তা ঘর ঠিক করে সেখানে নিজেকে একটু ফিটফাট করে নিল, একটু বিশ্রাম করল। তারপর সে মহামান্য (*Durchlaucht*) প্রিন্স ফন পলোজফের বিরাট স্যুইটে গেল।

সে দেখল, এক চমৎকার বৈঠকখানা ঘরের মাঝখানে একখানি পরম আরামের হাতলওয়ালা ভেলভেটের চেয়ারে এই 'প্রিন্স'টি সমাসীন হয়ে আছেন। সানিনের জড়ভরত বন্ধুটি এর মধ্যেই স্নান সেরে নিয়ে একটা চমৎকার সাটিনের ড্রেসিংগাউন পরেছে। মাথায় দিয়েছে একটা লাল ফেজটুপী। তার কাছে গিয়ে সানিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কয়েক মিনিট তাকে লক্ষ্য করল। পলোজভ মূর্ত্তির মত নিঃস্পন্দ হয়ে বসে রইল, একবারও সানিনের দিকে মাথা ফেরাল না, চোখ তুলে চাইল না, একটি শব্দ উচ্চারণ করল না। সত্যই কী মহিমাময় দৃশ্য! সানিন তার দিকে দু'এক মিনিট একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে এই পবিত্র নীরবতা ভঙ্গ করার জন্য কি যেন বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দরজাটা খুলে গেল এবং চৌকাঠের গোড়ায় এসে দাঁড়াল এক সুন্দরী তরুণী—

পরণে কাল পাড় লাগান সাদা সিল্কের পোষাক, হাতের আঙুলে ও গলায় হীরক। ইনিই স্বয়ং মারিয়া নিকোলায়েভনা পলোজভা। তার মুখের দুই পাশে ঝুলে পড়েছে বাদামী রঙের অপর্য্যাপ্ত কেশদাম—বেণী-বাঁধা, কিন্তু কাঁটায় আটকান নয়।

৩৪

আধ-বিব্রত, আধ-বিদ্রুপের হাসি হেসে এবং সঙ্গে সঙ্গে বেণীর একটা প্রান্ত তুলে ধরে ও সানিনের উপর বড় বড় দু'টি সাদা জলজলে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে মারিয়া নিকোলায়েভনা বলে উঠল, "মাফ করবেন। আমি জানতাম না আপনারা এখানে রয়েছেন।"

আগের মতই মাথা না ফিরিয়ে বা না উঠে এবং সানিনের দিকে মাথা শুধু একটু নেড়ে পলোজভ বলল, "সানিন, দিমিত্রি পাভলোভিচ; আমার ছেলেবেলার বন্ধু।"

"হ্যাঁ, আমি জানি—তুমি ত আমাকে বলেছ। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে খুব খুসী হলাম। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি ইপ্পোলিত সিদোরিচ, ...আমার ঝি আজ এত বোকার মত..."

"তোমার চুল বাঁধতে?"

"হ্যাঁ, আপনি কিছু মনে করবেন না। আমাকে মাফ করুন,"—আগের মতই সানিনের দিকে তাকিয়ে ও মাথা নুইয়ে হেসে বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা। দ্রুত ফিরে দরজা দিয়ে সে অদৃশ্য হয়ে গেল, অন্তর্দ্ধানপটে রেখে গেল একখানি অনিন্দ্যসুন্দর গ্রীবা, দু'খানি আশ্চর্য্য কাঁধ ও একটি চমৎকার কটিতটের পলাতকা সুষমার ছবি।

পলোজভ উঠে দাঁড়িয়ে ভারী পায়ে থপথপ করতে করতে ঐ একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

'প্রিন্স পলোজভের' বৈঠকখানায় সানিনের উপস্থিতি সম্পর্কে গৃহকর্ত্রী যে সম্পূর্ণ সচেতন ছিল, এবং সে যে শুধু তার প্রকৃতই সুন্দর চুলগুলি দেখাতে চেয়েছিল, সে-সম্পর্কে সানিনের মনে এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন সন্দেহ

এল না। মাদাম পলোজভার এই ছলটুকুতে সানিন মনে মনে খুসীই হল। তাকে আমার ভাল লাগুক এই যদি সে চায়, যদি সে আমার সামনে তার রূপলাবণ্যের পরিচয় দিতে চায়, তাহলে জমিদারীর দর-দাম নিয়ে সে আমাকে কোন বেগ দেবে না। সানিনের হৃদয় জেম্মার চিন্তায় এতখানি পূর্ণ হয়ে ছিল যে, অন্য কোন নারীর সেখানে স্থানই ছিল না এবং অন্য কোন মেয়েকে সে লক্ষ্যও করেনি, এবং এবারও সে এইটুকু ভেবেই সন্তুষ্ট থাকল : "যা শুনেছি তা একদম সত্যি, এ দেখছি এক মাথা-ঘুরিয়ে-দেওয়া মেয়ে।"

তার বর্ত্তমানে আবেগোচ্ছ্বসিত মানসিক অবস্থা যদি না থাকত, তাহলে সে সম্পূর্ণ অন্যভাবে কথা বলত—মারিয়া নিকোলায়েভনা পলোজভা, বিবাহের পূর্ব্বে মারিয়া নিকোলায়েভনা কলিশকিনা, অত্যন্ত আশ্চর্য্য মহিলা। সে খুব সুন্দরী ছিল বলে নয়—সত্য কথা বলতে কি, তার মুখচ্ছবিতে খুব সাধারণ ঘরে জন্মানর স্পষ্ট ছাপ ছিল। তার কপালটা ছিল নীচু, নাকটা ছিল কিছুটা মাংসল ও উপরে-তোলা। তার উপর না ছিল তার গাত্রচর্ম্ম সুকুমার, না ছিল তার হাত ও পা সুষমাময়। কিন্তু এ সবে কি আসে যায়? দেখলে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় এমন সৌন্দর্য্য, পুশকিন যাকে বলেছেন "সৌন্দর্য্যের মন্দির," সে তাব ছিল না, ; তার ছিল প্রাণশক্তিতে সমুচ্ছল এক প্রবল নারীত্ব—রুশ ও বেদের সংমিশ্রণ—যা দেখলে থমকে দাঁড়াতে হয় এবং ইচ্ছা করেই থমকে দাঁড়াতে হয়।

কিন্তু প্রাচীন কবিরা যে তিন পর্দ্দা বর্ম্মের কথা বলেছেন, তার মতই জেম্মার ছবি সানিনকে রক্ষা করছিল।

দশ মিনিট পরে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে আবার ঘরে ঢুকল মারিয়া নিকোলায়েভনা। সে সানিনের কাছে গেল এবং তার গতিভঙ্গীর মধ্যেই এমন কিছু ছিল যা সেই সেকালের দিনে বহু হতভাগ্য বেচারার মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। এদেরই একজন বলেছিল, "এই নারী যখন তোমার কাছে আসে, তখন তোমার মনে হবে সে তোমার সারা জীবনের সুখ সঙ্গে নিয়ে আসছে।" সানিনের কাছে এসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে সে যুগপৎ সোহাগ ও সংযমের স্বরে রুশ ভাষায় বলল, "আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করবেন, কেমন? আমি শীঘ্রই ফিরে আসব।"

সানিন তাকে সসম্মানে মাথা নুইয়ে সম্মতি জানাবার আগেই সে দরজার পর্দা ঠেলে দরদালানে বেরিয়ে গেছে, এবং বেরিয়ে যাবার সময় কাঁধের উপর দিয়ে পিছনে চেয়ে আবার একটু হেসে সেই আগেকার মতই অন্তর্ধানপটে লাবণ্যের রেখা রেখে গেল।

যখন সে হাসে তখন তার গালে একটি নয়, এমনকি দু'টিও নয়, তিনটি টোল পড়ে। তার লম্বা, লাল মধুময় দু'টি ঠোঁটের বাঁ কোণে দু'টি ছোট ছোট তিল। কিন্তু এই ঠোঁট দু'টির চেয়ে তার চোখ দু'টিই হাসে বেশী।

থপ থপ করে পলোজভ ঘরের মধ্যে এল এবং আবার হাতলওয়ালা চেয়ারে বসে পড়ল। আবার সে আগের মতই চুপচাপ; শুধু মাঝে মাঝে একটা ক্ষীণ বাঁকা হাসি তার আটার মত দু'টি অকালকুঞ্চিত গালের উপর খেলে যেতে লাগল।

সানিনের চেয়ে মাত্র তিন বছরের বড় হলেও তাকে বেশ প্রবীণ দেখাচ্ছিল।

যে-মধ্যাহ্নভোজে সে তার অতিথিকে আপ্যায়িত করল, চরম ভোজন-বিলাসীকেও তা নিঃসন্দেহে পরিতৃপ্ত করতে পারত। কিন্তু এই খাওয়া সানিনের কাছে অন্তহীন ও অসহ্য বিরক্তিকর মনে হল। যেভাবে 'অনুভূতি দিয়ে, বোধশক্তি দিয়ে ও যথাস্থানে জোর দিয়ে' মানুষকে পড়তে বলা হয়, মনোযোগ সহকারে প্লেটের উপর মাথা নুইয়ে পলোজভ ঠিক সেইভাবেই আস্তে আস্তে খেল; প্রত্যেক কামড় দেবার আগেই একবার করে গন্ধ শুঁকে নিল, মদ মুখে পুরে কুলকুচো করে মুখ ধুয়ে সেই মদ গিলে ফেলল, তারপর সশব্দে ঠোঁট দু'টি খুলে দিল।.. কিন্তু যখন রোষ্ট এল, তখন সে কথা বলতে সুরু করল—সে কিসের কথা? মেরিনো ভেড়ার কথা। তার ইচ্ছা এই ভেড়ার একটা পুরা পাল সে কেনে। কী বিশদ-ভাবে, কী সুকুমার কল্পনা দিয়ে, পদে পদে কত যে আদরের মণিসোনা মিশিয়ে সে এই ভেড়ার কথা বলে চলল। এক পেয়ালা প্রায় ফুটন্ত কফি পান করার পর (অশ্রুপূর্ণ বিরক্তির স্বরে ওয়েটারকে সে বার বার জানিয়ে দিল যে গতকাল তাকে ঠাণ্ডা কফি দেওয়া হয়েছিল—'বরফের

মত ঠাণ্ডা'), হলদে বাঁকা বাঁকা দাঁতগুলো দিয়ে একটা ছাড়ানা চুরুটের প্রান্তভাগ কামড়ে নিয়ে অভ্যাসমতই সে ঘুমে ঢুলে পড়ল। তার এই ঘুম দেখে খুব খুশী হয়ে সানিন ঘরের ভিতর পায়চারী করতে লাগল; পুরু গালিচায় তার পায়ের শব্দ চাপা পড়ল। পায়চারী করতে করতে সানিন জেম্মার সঙ্গে তার ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন দেখতে লাগল; এখান থেকে যে সংবাদ তার কাছে সে নিয়ে যেতে পাবে, স্বপ্ন দেখতে লাগল তারও। কিন্তু পলোজভ সাধারণতঃ যতক্ষণ ঘুমোয় তার আগেই জেগে উঠল— নিজেই সে একথা বলল। মাত্র ঘণ্টা দেড়েক সে ঘুমিয়ে ছিল। জেগে উঠেই সে এক গেলাস বরফ-মেশান স্নিগ্ধ পানীয় এবং সাত আট চামচ মোরব্বা গলাধঃকরণ করল। একটা গাঢ় সবুজ রঙের 'কিয়েভ' বয়ামে করে এই রুশ মোরব্বা নিয়ে এসেছিল একজন পরিচারক। এই মুখরোচক বস্তুটি না হলে তার হয়ত বেঁচে থাকাই অসম্ভব হত। জেগে উঠে পলোজভ পাতা-ফোলা চোখে সানিনের দিকে তাকিয়ে তাকে একহাত 'দুরাকি' * খেলতে ডাকল। পাছে পলোজভ আবার তার ভেড়ার বাচ্ছা, মাদী ভেড়া ও লেজ-মোটা ভেড়ার কাহিনী সুরু করে, তাই সানিন খুশী হয়েই রাজী হল। গৃহস্থ ও অতিথি তখন বৈঠকখানা ঘরে এসে বসল, ওয়েটার একজোড়া তাস এনে দিল। খেলা সুরু হল। তারা অবশ্য টাকা ধরে খেলল না।

কাউন্টেস লাস্নস্কায়ার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসে মারিয়া নিকোলায়েভনা তাদের এই নিরীহ খেলায় ব্যাপৃত দেখতে পেল।

তাদের টেবিল ও তাস দেখে সে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। সানিন তার আসন থেকে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "চালিয়ে যান, চালিয়ে যান—কাপড়-চোপড় ছেড়ে আমিও আসছি।" বলেই সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল এবং যাবার সময় হাতের দস্তানা খুলতে খুলতে গেল।

সত্যিই সে খুব তাড়াতাড়ি ফিরে এল। পরণের চমৎকার পোষাক বদলে সে গাঢ় লাল রঙের সিল্কের ঢিলে গাউন পরেছে; গাউনটা একটা

* 'দুরাকি' (বোকা)—একধরণের প্রাচীন তাস খেলা।—অনুবাদক।

পুরু পাকান দড়ি দিয়ে কোমরে বাঁধা ও গাউনের হাতা ছটো ঝুলছে। সে এসে স্বামীর পাশে বসে খেলা দেখতে লাগল এবং যখন পলোজভ 'বোকা' হয়ে গেল, তখন বলল, "যথেষ্ট হয়েছে, মোটা!" (মোটা কথাটি শুনে বিস্মিত হয়ে সানিন তার দিকে তাকাল, কিন্তু সে নির্ভীকভাবে সানিনের চোখের দিকে তাকিয়ে এবং গালের সব কয়টি টোল ফুটিয়ে তুলে খুসীর স্মিতহাসি হাসতে লাগল।) "যথেষ্ট হয়েছে, দেখছি তোমার ঘুম পাচ্ছে। নাও, হাতে চুমু খেয়ে সরে পড়। মঁসিয়ে সানিন ও আমি একটু কথাবার্ত্তা বলব।"

চেয়ার থেকে কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে পলোজভ টেনে টেনে বলল, "আমার ঘুম পায়নি। তবে তুমি যেতে বলছ, যাচ্ছি ও তোমার হাতে চুমু খাচ্ছি।"

হাতখানা চিৎ করে সে পলোজভেব দিকে বাড়িয়ে দিল এবং সারাক্ষণ সানিনের দিকে হাসিভরা চোখে তাকিয়ে বইল।

পলোজভও সানিনের দিকে তাকাল, তারপব ঘব ছেড়ে চলে গেল। যাবার সময় সানিনকে 'শুভবাত্রি' পর্য্যন্ত জানিযে গেল না।

টেবিলের উপর খালি কনুই ছু'টি রেখে এবং এক হাতেব নখগুলো দিয়ে অপর হাতের নখগুলোয অধীবভাবে চাপড দিতে দিতে আগ্রহভবে মারিযা নিকোলায়েভনা বলল, "বলুন এখন সব কথা। যা শুনছি তা কি সত্যি? আপনি বিয়ে কবছেন?"

কথাগুলি বলার সময় সানিনেব চোখের দিকে স্থির সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাবার জন্য সে মাথাটি একপাশে কাত করল।

৩৫

সানিন যদিও অনভিজ্ঞ ছিল না এবং নানা ধরণের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছে, তবু মাদাম পলোজভার এই ঘনিষ্ঠতায় সে হয়ত বিব্রত বোধ করত, যদি-না এই স্বাধীনতা ও ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই সে তার অভিযানের সাফল্যের শুভলক্ষণ দেখতে পেত। সে ঠিক করল, 'এই ধনী মহিলার খেয়াল একটু খুসী করা যাক।' তারপর যেমন হাল্কাভাবে সে

প্রশ্ন করেছিল, তেমনিই হাল্কাভাবেই সানিন জবাব দিল, "হ্যাঁ, আমি বিয়ে করছি।"

"কাকে? কোন বিদেশিনীকে?"

"হ্যাঁ।"

"খুব বেশীদিন জানাশোনা হয়নি, তাই না? তাঁর সঙ্গে কি আপনার ফ্রাঙ্কফোর্টেই প্রথম দেখা হয়?"

"ঠিক তাই।"

"আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করতে পারি, তিনি কে?"

"পারেন বৈকি। একজন মিষ্টান্নবিক্রেতার মেয়ে।"

বিস্ফারিত চোখে ভ্রু উপরে তুলে রইল মারিয়া নিকোলায়েভনা। ধীরে ধীরে বলল, "চমৎকার! খুব চমৎকার! ভাবতে সুরু করেছিলাম, বোধহয় আপনার মত যুবকদের আর দেখা পাওয়া যাবে না। মিষ্টান্নবিক্রেতার মেয়ে।"

"দেখছি, এতে আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন", সানিন বলল এবং বলল মর্য্যাদার সঙ্গেই, "কিন্তু প্রথমতঃ আমার কোন কুসংস্কার নাই..."

বাধা দিয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা বলে উঠল, "'প্রথমতঃ', এতে আমি একটুও আশ্চর্য্য হচ্ছি না। আমারও কোন কুসংস্কার নাই। নিজে আমি চাষীর মেয়ে। হ্যাঁ, তাই। অতএব এ ঘটনায় আশ্চর্য্য হইনি! আমি আশ্চর্য্য ও উৎফুল্ল হয়েছি এমন একজন লোকের দেখা পেয়ে যে ভালবাসতে ভয় পায় না। আপনি তাঁকে ভালবাসেন, তাই না?

"হ্যাঁ।"

"তিনি কি খুব, খুব সুন্দরী?"

এই প্রশ্নে সানিন একটু ক্ষুণ্ণ হল। কিন্তু তখন সে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে, আর ফেরা যায় না।

সে বলতে লাগল: "আপনি তো জানেন মারিয়া নিকোলায়েভনা, প্রত্যেক প্রেমিকই মনে করে তার প্রেমাস্পদার জুড়ি নেই। কিন্তু আমি যাকে বিয়ে করছি তিনি—সত্যিই সুন্দরী।"

"সত্যি! তাঁর চেহারার ধাঁচ কি রকম? ইতালীয়ান? ক্লাসিক্যাল?"

"হ্যাঁ, তার অবয়ব একান্ত সুপরিমিত।"

"তাঁর ছবি আছে আপনার কাছে?"

"না। (তখনও ফটোগ্রাফি হয়নি এবং দাগেরোটাইপ * সবেমাত্র জনপ্রিয় হতে সুরু করেছে।)

"তাঁর নাম কি?"

"তার নাম—জেম্মা।"

"আর আপনার নাম?"

"দিমিত্রি।"

"আপনার পৈত্রিক নাম?"

"পাভলোভিচ।"

"শুনুন!" আগের মত নীচু গলায়ই বলতে লাগল মারিয়া নিকোলায়েভনা, "আপনাকে আমার ভাল লেগেছে, দিমিত্রি পাভলোভিচ। আপনি যে ভাল লোক, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। হাত দিন। আমরা এখন থেকে বন্ধু!"

শক্ত, সাদা, সুগঠিত আঙুলগুলি দিয়ে সে সানিনের হাতখানা দৃঢ়ভাবে চেপে ধরল। সানিনের হাতের চেয়ে তার হাত সামান্য একটু ছোট, কিন্তু অনেক বেশী গরম, অনেক বেশী মসৃণ, অনেক বেশী কোমল; সে-হাতের জীবনীশক্তি অনেক বেশী।

"আচ্ছা, বলতে পারেন, এইমাত্র আমার মাথায় কি এল?"

"কি?"

"বলুন, আমার উপর রাগ করবেন না? আপনি বললেন, তিনি আপনার বাগ্‌দত্তা। কিন্তু সত্যি...এর কি একান্তই প্রয়োজন ছিল?"

সানিনের মুখে ভ্রূকুটি ফুটে উঠল। "আপনার কথা বুঝতে পারছি না, মারিয়া নিকোলায়েভনা।"

একগুচ্ছ চুল গালের উপর এসে পড়েছিল। মাথার একটা ঝাঁকুনিতে সেই চুল পিছনে ফেলে দিয়ে শান্তভাবে হাসতে লাগল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

* আলোকচিত্র গ্রহণের প্রাচীন পদ্ধতি।—অনুবাদক।

আধ-চিন্তিত আধ-অন্যমনাভাবে নিজের মনেই বলতে লাগল, "সত্যিই একজন ভালবাসার মত পুরুষ, সত্যিই তাই। একজন নাইট! যারা বলে এখন আর কোন আদর্শবাদী নেই, এর পরও কি তাদের কথা বিশ্বাস করতে হবে?"

খাঁটি মস্কোর ভাষায় ও বিশুদ্ধ রুশ টানে কথা বলছিল মারিয়া নিকোলায়েভনা; কিন্তু অভিজাতরা যেভাবে বলে সেভাবে নয়, সাধারণ মানুষ যেভাবে বলে ঠিক সেই ভাবে।

সে বলল, "আপনি বোধ হয় কোন সেকেলে ঈশ্বরভীরু পরিবারে মানুষ হয়েছেন? আচ্ছা, রুশিয়ার কোন অঞ্চলে আপনার বাড়ী?"

"তুলা প্রদেশে।"

"তাহলে তো আমরা একই অঞ্চলের লোক। আমার বাবা...জানেন তো আমার বাবা কে ছিলেন?"

"হ্যাঁ, জানি।"

"তিনি তুলাতে জন্মেছিলেন।...তিনি ছিলেন তুলার মানুষ। আচ্ছা..." কথাগুলি মারিয়া নিকোলায়েভনা ইচ্ছা করেই রীতিমত মধ্যবিত্তসুলভ টান দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করল। "তাহলে এখন কাজের কথা সুরু করা যাক।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন...কাজের কথা সুরু করা? কেন বলছেন এ কথা?"

মারিয়া নিকোলায়েভনা চোখ দু'টি কুঁচকে তাকাল। "আচ্ছা, আপনি এখানে এসেছেন কেন?" (যখন সে চোখ কুঞ্চিত করল, তখন সে-চোখে গভীর করুণা ও ঈষৎ বিদ্রূপ ফুটে উঠল; কিন্তু যখন সে আবার চোখ দু'টি পুরোপুরি খুলে তাকাল, তখন সেই চোখের শীতল উজ্জ্বল গভীরে কঠিন ও কুটিল কী যেন জ্বলতে লাগল। ঘন, ঈষৎ বঙ্কিম, রাত্রির মত কাল ভ্রূযুগল তার আঁখি দু'টিকে এক বিশেষ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করেছিল।) "আপনি আমার কাছে আপনার জমিদারী বেচতে চান, তাই না? বিয়ের জন্য আপনার টাকার দরকার, তাই না? সত্যি নয় কি?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার কি বেশী টাকার দরকার?"

"কয়েক হাজার ফ্রাঁ হলে এখনকার মত চালিয়ে নিতে পারব। আপনার স্বামী আমার জমিদারী জানেন। আপনি তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দেখুন, আমি খুব বেশী দাম চাইব না।"

ধীরে ধীরে বাঁদিক থেকে ডানদিকে মাথা ঘোরাল মারিয়া নিকোলায়েভনা। তাবপর সানিনের ফ্রককোটেব উপব আঙুলের ডগা দিয়ে মৃদু আঘাত কবতে করতে, প্রতিটি কথা আলাদা করে করে উচ্চারণ করে সে বলতে সুরু করল, "'প্রথমতঃ,' আমার স্বামীব সঙ্গে 'পরামর্শ' করার অভ্যাস আমার নেই—শুধু পোষাকের বেলায় ছাড়া, সে বিষয়ে তিনি ওস্তাদ। আর 'দ্বিতীযতঃ,' আপনি কেন বলছেন যে, আপনি কম দাম চাইবেন? আপনি এখন খুব বেশী প্রেমে পড়েছেন এবং সে-প্রেমের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত; আপনার এই অবস্থার সুযোগ নেবার কোন ইচ্ছা আমার নেই।...আমি আপনার কাছ থেকে কোন ত্যাগ গ্রহণ কবব না। কী? আপনার এই—কী বলে?—আবেগকে উৎসাহ দেবার পবিবর্তে আপনাব গায়েব চামড়া তুলে নেব আমি? সে আমার স্বভাব নয়! প্রয়োজনে আমি নিষ্ঠুর হতে পারি—কিন্তু সে অন্যভাবে।"

সে সানিনকে ঠাট্টা করছে না সত্যি বলছে, সানিন বুঝতে পারল না। তাই সে শুধু নিজের মনেই বলতে লাগল, "তোমার সঙ্গে আমি নিজেই বোঝাপড়া করব!"

একটা মস্ত বড় ট্রের উপর রুশ সামোভার, চায়ের সরঞ্জাম ও দুধের সর, মোয়া প্রভৃতি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী সাজিয়ে একজন পরিচারক ঘরে ঢুকল এবং সানিন ও মাদাম পলোজভার মাঝখানে টেবিলের উপর সব কিছু রেখে চলে গেল।

মাদাম পলোজভা সানিনকে এক পেয়ালা চা ঢেলে দিল। তার পাশেই টেবিলের উপর একজোড়া চিমটে ছিল, তবু হাতে তুলে একদলা চিনি সানিনের পেয়ালায় ফেলে দিয়ে সে বলল, "আমার আঙুল দিয়ে দিলাম বলে মনে কিছু করবেন না।"

"না, না...এমন সুন্দর হাত..."

কথাটি সানিন শেষ করতে পারল না, চায়ের প্রথম চুমুকেই গলা প্রায় আটকে এল। স্বচ্ছ, স্থির দৃষ্টিতে সারাক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে মাদাম পলোজভা।

সানিন বলতে লাগল, "আমি আমার জমিদারীর কম দামের কথা বলেছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম আপনি বিদেশে রয়েছেন বলে হয়ত আপনার সঙ্গে নগদ টাকা বেশী নেই। তাছাড়া আমি বুঝি, এই অবস্থার মধ্যে কোন জমিদারী বেচা অথবা কেনা একটু অস্বাভাবিক, এবং এই সব কিছু আমাকে বিবেচনা করতেই হবে।"

সানিন নিজের যুক্তিতে আটকে পড়ছিল; আর মারিয়া নিকোলায়েভনা দুই বাহু ভাঁজ করে আরাম-কেদারায় আস্তে একটু হেলে বসে স্বচ্ছ স্থির একাগ্র দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। শেষে সানিন চুপ করল।

যেন তাকে সাহায্য করছে এই ভাবে মাদাম পলোজভা বলে উঠল, "থামলেন কেন? বলে যান, বলে যান। আমি শুনছি—আমি আপনার কথা শুনছি। বলে যান।"

তখন সানিন তার জমিদারীর বর্ণনা দিতে আরম্ভ করল। কত একর জমি, ঠিক কোথায় অবস্থিত, তাতে কি কি অর্থকরী জিনিষ আছে, ঐ সব জিনিষ থেকে সব চেয়ে ভাল কি উপায়ে মুনাফা পাওয়া যেতে পারে...এমনকি বাড়ীটিরও চমৎকার অবস্থানের কথা সে বলল। সে বলে চলল, আর মারিয়া নিকোলায়েভনা সর্ব্বক্ষণ তার মুখের উপর দৃষ্টি মেলে রইল এবং সে-দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও উজ্জ্বলতা ক্রমেই বাড়তে লাগল। তার ঠোঁট দু'খানি ঈষৎ নড়তে লাগল, কিন্তু সে-ঠোঁটে হাসি ছিল না। সে নীচের ঠোঁট দাঁতে কামড়ে ধরল। শেষকালে সানিন বিব্রত বোধ করতে লাগল এবং দ্বিতীয়বার চুপ করল।

"দিমিত্রি পাভলোভিচ"—বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা। তারপর ভেবে নেবার জন্য একটু থেমে আবার বলতে লাগল, "দেখুন, দিমিত্রি পাভলোভিচ, আপনার জমিদারী কিনলে আমি যে লাভবানই হব এবং আমাদের মধ্যে

একটা বন্দোবস্ত যে হয়েই যাবে, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাকে আপনার সময় দিতে হবে—দু'দিন, হ্যাঁ, দু'দিন। বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনীর বিরহ দুটো দিন সয়ে থাকতে পারবেন তো? আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার বেশী আপনাকে ধরে রাখব না—আমি কথা দিচ্ছি। কিন্তু এখনই যদি আপনার পাঁচ-ছয় হাজার রুব্‌লের দরকার থাকে, তবে ঐ টাকা আপনাকে আমি পরম আনন্দের সঙ্গেই ধার দিতে পারি—পরে বন্দোবস্ত করে নেওয়া যাবে।"

সানিন উঠে দাঁড়াল। "একজন প্রায় অপরিচিত ব্যক্তিকে সাহায্য করার যে আন্তরিক ও সৌজন্যপূর্ণ আগ্রহ আপনি দেখিয়েছেন, সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ, মারিয়া নিকোলায়েভনা। কিন্তু, যদি একান্তই আপনার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তবে আমার জমিদারী সম্পর্কে আপনার সিদ্ধান্তের জন্য আমি অপেক্ষাই করব—এবং দুটো দিন এখানে থেকেই যাব।"

"সত্যিই আমার একান্তই প্রয়োজন, দিমিত্রি পাভলোভিচ। আপনার কি খুব কষ্ট হবে? বলুন আমাকে।"

"আমার বাগ্‌দত্তাকে আমি ভালবাসি, মারিয়া নিকোলায়েভনা। তার বিচ্ছেদ সহ্য করা আমার পক্ষে সহজ নয়।"

"আপনি চমৎকার লোক!" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "আমি কথা দিচ্ছি, বেশীক্ষণ আপনাকে অপেক্ষা করিয়ে রাখব না। এখনই যাবেন?"

"বড্ড দেরী হয়ে গেছে।"—সানিন বলল।

"তাছাড়া এতটা পথ আসার এবং আমার স্বামীর সঙ্গে 'দুরাকি' খেলার পর আপনার বিশ্রামের দরকার। আচ্ছা, আপনি কি আমার স্বামী ইপ্পোলিত সিদোরিচের বড় বন্ধু?"

"আমরা একসঙ্গে ইস্কুলে পড়েছি।"

"তখনও কি ও এই রকমই ছিল?"

"কী রকম?"—এড়িয়ে জবাব দিল সানিন।

হঠাৎ মারিয়া নিকোলায়েভনা হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে তার মুখ লাল হয়ে উঠল। মুখে রুমাল দিয়ে সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল

এবং হাতখানা সানিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যেন খুব ক্লান্ত হয়েছে এই-ভাবে হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে তার কাছে এগিয়ে গেল।

সানিন মাথা নুইয়ে নমস্কার করল এবং দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

"শুনছেন, কাল খুব সকালেই আসবেন কিন্তু?" পিছন থেকে ডেকে বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় পিছু ফিরে তাকাল সানিন। দেখল হাত দু'খানি মাথার নীচে দিয়ে সে আবার চেয়ারে এলিয়ে পড়েছে। তার গাউনের ঢিলে-হাতা স্খলিত হয়ে তার কাঁধ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে; এবং তার ঐ বাহুযুগলের ভঙ্গিমা, তার সমগ্র দেহখানি যে রোমাঞ্চ জাগানর মত সুন্দর তা অস্বীকার করা অসম্ভব।

৩৬

মধ্যরাত্রি অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু তবু সানিনের ঘরে আলো জ্বলছিল। একখানা টেবিলের ধারে বসে সে 'তার জেম্মা'র কাছে চিঠি লিখছিল। তার কাছে সে সব কথাই লিখল, বর্ণনা দিল পলোজভ দম্পতির, কিন্তু সবচেয়ে বেশী লিখল নিজের মনের কথা এবং তিন দিনের মধ্যে দু'জনের দেখা হবার একটা সময় নির্দ্দিষ্ট করে দিয়ে সে তার চিঠি শেষ করল। (এখানে সে তিনটে আবেগসূচক চিহ্ন দিল।) পরদিন ভোরে এই চিঠি ডাকে দিয়ে সে কুরহাউস উদ্যানে একটু ঘুরে বেড়াতে গেল। ইতিমধ্যেই সেখানে ব্যাণ্ড বাজতে সুরু করেছিল, কিন্তু লোকজন তখন বিশেষ কেউ আসেনি। ব্যাণ্ডমঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে সে 'রবার্ত্ত লে দিয়াব্‌ল'-এর একটা 'পো-পুরী' [মিশ্রসুর] শুনল, তারপর কফি খেয়ে বড় পথ-থেকে-বেরিয়ে-যাওয়া একটা সরু গলিপথের মধ্যে ঢুকে একটু নিরিবিলি চিন্তা করার জন্য একটি বেঞ্চির উপর বসল।

হঠাৎ কে যেন তার কাঁধে মেয়েদের ছাতার বাঁট দিয়ে আঘাত করল, এবং সে-আঘাত মোটেই কোমল নয়। সানিন চমকে উঠল।... তার সামনে দাঁড়িয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা। পরণে তার পাতলা

ফিকে সবুজ কাপড়ের পোষাক, মাথায় সাদা জরির টুপী, হাতে সোয়েডের দস্তানা। গ্রীষ্মপ্রভাতের মতই তাকে তাজা ও গোলাপী দেখাচ্ছিল, যদিও তখনও তার চোখে ও চলনে প্রশান্ত ঘুমের অলসতা মাখান।

সে বলল, "সুপ্রভাত! আজ সকালে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু আপনি তার আগেই বেরিয়ে পড়েছেন। আমি সবেমাত্র আমার দ্বিতীয় গেলাস খেয়েছি। ওরা আমাকে এখানকার জল খাওয়ায়, কেন ভগবান জানেন—আমার চেয়ে ভাল স্বাস্থ্য কার আছে?—আর তাই পুরা একটি ঘণ্টা আমাকে হেঁটে বেড়াতে হয়। আমার সঙ্গে হাঁটবেন? তারপর আমরা কফি খাব।"

উঠে দাঁড়িয়ে সানিন বলল, "কফি আমি খেয়ে নিয়েছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে হাঁটতে পেলে খুবই খুসী হব।"

"তাহলে আপনার হাতখানা দিন। ভয় পাবেন না—আপনার বাগ্দত্তা এখানে নেই—তিনি আপনাকে দেখতে পাবেন না।"

সানিন জোর করে হাসল। যতবার মারিয়া নিকোলায়েভনা জেম্মার উল্লেখ করতে লাগল, প্রতিবারই সানিন অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। কিন্তু ব্যগ্র অনুগতের মত সানিন তার দিকে ঝুঁকে পড়ল।...ধীরে ধীরে সন্তর্পণে মারিয়া নিকোলায়েভনার হাতখানা সানিনের বাহুর উপর নেমে এল, সরতে সরতে গিয়ে তার হাতখানাকে যেন আঁকড়ে ধরে রইল।

খোলা ছাতাটি একটি কাঁধের উপর রেখে সে বলল, "এই পথে আসুন। এই পার্কের ভিতর আমি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। এর যত সৌন্দর্য্য-স্থান আছে, আসুন, আপনাকে দেখাই। আর শুনুন" (এই কথা দু'টি তার খুব প্রিয়), "বিক্রীর কথা আমরা এখন বলব না; প্রাতরাশের পর সে সম্পর্কে ভালভাবে কথাবার্তা হবে। এখন আপনি আমাকে আপনার নিজের সম্বন্ধে সব কথা বলুন···যাতে জানতে পারি কারবার করছি কার সঙ্গে। এবং পরে যদি শুনতে চান, আমার সম্বন্ধেও আমি আপনাকে বলব। কেমন? রাজী তো।"

"কিন্তু, মারিয়া নিকোলায়েভনা, আপনার কি লাভ..."

"থামুন! থামুন! আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন! আমি আপনার

সঙ্গে ছলাকলা করছি না।" মারিয়া নিকোলায়েভনা কাঁধ ঝাঁকুনি দিলেন। "যে লোকের বাগ্‌দত্তা প্রণয়িণী প্রাচীন মর্ম্মরমূর্ত্তির মত, তাঁর সঙ্গে আমি যেন প্রেমের খেলা খেলতে যাচ্ছি! কিন্তু, আপনার রয়েছে মাল, আর আমি হচ্ছি সওদাগর। আপনার মালের সব খবর আমি জানতে চাই। কী কিনছি শুধু তাই নয়, কার কাছ থেকে কিনছি তাও আমি জানতে চাই। এই ছিল আমার বাবার পদ্ধতি। তাহলে, সুরু করুন...ছেলে-বেলার কথা বাদ দিতে পারেন। কতদিন বিদেশে রয়েছেন, সেখান থেকেই সুরু করুন। এ পর্য্যন্ত কোথায় কোথায় কাটালেন? কিন্তু এত জোরে হাঁটছেন কেন? ব্যস্ততা কিসের?"

"আমি এখানে আসছি ইতালী থেকে। ইতালীতে আমি কয়েকমাস ছিলাম।"

"ইতালীর সব কিছুতেই আপনি আকৃষ্ট হয়েছেন দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য্য, সেখানে আপনি কোন বস্তু দেখতে পাননি! আপনি শিল্পকলা ভালবাসেন? ছবি? না, সঙ্গীতের দিকেই আপনাব বেশী টান?

"আমি শিল্পকলা ভালবাসি।...যা কিছু সুন্দর সবই আমি ভালবাসি।"

"আর সঙ্গীত?"

"সঙ্গীতও।"

"সঙ্গীত আমি একটুও পছন্দ করি না। আমার ভাল লাগে শুধু রুশ গান—তাও শুধু পাড়াগাঁয়ে এবং বসন্তকালে—বুঝলেন, গান ও নাচ একসঙ্গে।...লাল সুতীর কাপড, মেয়েদের কপালে জড়ান মুক্তার মালা, মাঠের কচি ঘাস, ধোঁয়ার গন্ধ···এই সব আমি ভালবাসি। কিন্তু আমার কথা থাক। বলুন, আপনার কথা বলুন।..."

বেড়াতে বেড়াতে মারিয়া নিকোলায়েভনা মাঝে মাঝে সানিনের দিকে তাকাতে লাগল। সে ছিল খুবই লম্বা, সানিনের মুখের সঙ্গে প্রায় সমান হয়ে গিয়েছিল তার মুখ।

সানিন তাকে নিজের জীবন কাহিনী বলতে সুরু করল—প্রথমে অনিচ্ছাসত্ত্বে ও অপটুভাবে, কিন্তু পরে বিষয়বস্তুর উদ্দীপনায় সে দস্তুরমত বাচাল হয়ে উঠল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ছিল খুব ভাল শ্রোতা। নিজে

সে এত খোলা স্বভাবের বলে মনে হত যে, অপরকে দিয়েও সে তার অজ্ঞাতেই মনের কথা খুলে বলাতে পারত। কার্ডিনাল রেৎস যাকে বলতেন *le terrible don de la familiarite* [অন্তরঙ্গ হবার ভয়ানক গুণ], মারিয়া নিকোলায়েভনার তাই ছিল। সানিন তাকে তার দেশ-ভ্রমণের কথা, তার পিতার্গবুর্গের জীবনযাত্রার কথা, তার যৌবনের কথা বলে যেতে লাগল।..... মারিয়া নিকোলায়েভনা যদি মার্জিত চালচলনের সোসাইটি-মহিলা হত, তাহলে সানিন এত খোলাখুলি কথা বলতে পারত না; কিন্তু সে নিজেকে ভাল মানুষ বলে পরিচয় দিল এবং দেখাল যে এতটুকু লৌকিকতাও সে সহ্য করতে প্রস্তুত নয়; ঠিক এই ভাবেই সে সানিনের কাছে নিজেকে তুলে ধরল। সঙ্গে সঙ্গে এই 'ভাল মানুষটিই' আবার সানিনের বাহুর উপর ঈষৎ ভর দিয়ে এবং তার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মার্জ্জারীসুলভ সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতিভঙ্গীতে তার পাশাপাশি হেঁটে বেড়াতে লাগল; এই ভাল মানুষটিই সানিনেব পাশাপাশি হেঁটে বেড়াতে লাগল এমন এক যুবতী নারীর মূর্ত্তি ধারণ কবে, যার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে বিস্ফুরিত হচ্ছিল সেই বিহ্বলকর, পাগল-করা সূক্ষ্ম সম্মোহ যা আমাদের মত দুর্ব্বল রক্তমাংসের মানুষেব পক্ষে মারাত্মক। এ সম্মোহেব সন্ধান মেলে শুধু শ্লাভনিক চরিত্রেই, তাও যাদের রক্ত বিশুদ্ধ নয়, অন্যান্য ধারায় মিশ্রিত, শুধু তাদের মধ্যেই।

এক ঘণ্টার উপর ধরে সানিন ও মারিয়া নিকোলায়েভনা হেঁটে বেড়াল ও গল্প করল। একবারও তারা থামল না; পার্কটির যেমন গলি ও পথের শেষ নেই, তাদেরও তেমনই হাঁটার শেষ নেই। কখনও ঢালু বেয়ে উপরে উঠে না-থেমেই প্রাকৃতিক দৃশ্যের তারিফ করল, কখনও নীচে নেমে এসে গহন গম্ভীর ছায়ার মধ্যে ডুবে গিয়ে হাত ধরাধরি করে অবিশ্রান্তভাবে তারা হেঁটে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে বিরক্তিতে ভরে উঠতে লাগল সানিনের মন—জেম্মার সঙ্গে, তার প্রাণের জেম্মার সঙ্গে তো সে কখনও এত দীর্ঘ সময় ধরে হেঁটে বেড়ায়নি···আর এই নারী তাকে দখল করে-বসেছে—আর সেও তেমনই। "আপনার ক্লান্ত লাগছে না?"—সানিন তাকে একাধিক বার জিজ্ঞাসা করল। সে উত্তর

ছিল, "আমি কখনও ক্লান্ত হই না।" প্রায়ই ভ্রমণরত অন্তদের সঙ্গে তাদের দেখা হতে লাগল। তাদের প্রায় প্রত্যেকেই মারিয়া নিকোলায়েভনাকে সম্ভাবণ জানাল—কেউ শুধু ভদ্রতা করে, কেউ কেউ প্রায় দীন অনুগত-ভাবে। এদেরই মধ্যে একজনকে—চরম ফ্যাশনদুরস্ত পোষাকপরা এক সুদর্শন ভদ্রলোককে সে দূর থেকে ডেকে নিখুঁত ফরাসী উচ্চারণে বলল: "*Comte, vous savez, il ne faut pas venir me voir—ni aujourd'-hui, ni demain.*" [বুঝলেন কাউন্ট, আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবার দরকার নেই—আজও নয়, কালও নয়]।

লোকটি নিঃশব্দে টুপীটি তুলে অনেকখানি ঝুঁকে তাকে অভিবাদন জানাল।

সানিন জিজ্ঞাসা করল, "লোকটি কে?" সমস্ত রুশদের মত তারও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার বদভ্যাস ছিল।

"উনি? উনি একজন ফরাসী। এখানে প্রচুর ফরাসী ঘুরে বেড়ায়। ...উনিও আমার কাছে আসেন। কিন্তু কফির সময় হয়ে গেছে। আশা করি, আপনার ক্ষিদে আবার ফিবে এসেছে। আমার ভাল মানুষটি বোধহয় এতক্ষণে তার চোখ খুলেছে।"

"ভাল মানুষ! চোখ খুলেছে!"—নিজের মনে মনে আওড়াল সানিন। "অথচ এত চমৎকার ফরাসী বলতে পারে! কি অদ্ভুত জীব!"

মারিয়া নিকোলায়েভনা ঠিকই বলেছিল। সে ও সানিন যখন হোটেলে এসে পৌঁছল, 'ভাল মানুষ' বা 'মোটা' ততক্ষণে তার সেই সনাতন ফেজ মাথায় দিয়ে প্রাতরাশের টেবিলে বসেছে।

বিরক্তিতে ঠোঁট বেঁকিয়ে সে বলে উঠল, "আমি ভাবলাম তুমি আসবেই না। আমি তো তোমাকে ছাড়া কফি খেতে যাচ্ছিলাম।"

"তাতে কি হয়েছে?"—খুসীর স্বরে বলে উঠল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "তুমি কি রাগ করেছিলে? রাগ করা তোমার পক্ষে ভাল, বুঝলে, নতুবা জমে পাথর হয়ে যাবে। চেয়ে দেখ, তোমার জন্য একজন অতিথি সঙ্গে

নিয়ে এসেছি। এখনই ঘণ্টা বাজাও। কফি আসুক, দুনিয়ার সেরা কফি—বরফের মত সাদা টেবিল-ক্লথের উপর ড্রেসডেনের চীনামাটির পাত্রে থাকবে সে কফি।"

টুপী ও দস্তানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে হাততালি দিয়ে উঠল।

ভ্রূর নীচে থেকে পলোজভ একবার তার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল।

নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, "আজ তোমার এত স্ফূর্তি কেন, মারিয়া নিকোলায়েভনা?"

"তা দিয়ে তোমার তো কোন কাজ নেই, ইপ্পোলিত সিদোরিচ! তুমি ঘণ্টা বাজাও! বসুন, দিমিত্রি পাভলোভিচ, আর একবার কফি খান। ওঃ, হুকুম করতে কী ভালই যে আমি বাসি! দুনিয়ায় এর মত আনন্দের আর কিছুই নেই।"

"যখন সে হুকুম তামিল হয়।"—গর গর করতে করতে বলল তার স্বামী।

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তাই তো আমি এত খুসী। বিশেষতঃ তোমার পরে। তাই না, মোটা? এই যে কফি এসে গেছে।"

যে প্রকাণ্ড ট্রে হাতে করে ওয়েটার ঢুকল, তার উপর থিয়েটারের বিল ছিল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিল।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে সে বলে উঠল, "নাটক! জার্ম্মান নাটক! অবশ্য জার্ম্মান কমেডির চাইতে এ ভাল।" ওয়েটারের দিকে ফিরে বলল, "আমার জন্য একটা বক্স অর্ডার দাও—ষ্টেজ-বক্স—আচ্ছা, না, *Fremden-Loge*ই [বিদেশীদের জন্য বক্স] ভাল হবে। শুনতে পাচ্ছ—আমার *Fremden-Loge* চাই।"

"আর যদি *Fremden-Loge* আগে থাকতেই মহামান্য ষ্টাড্-ডিরেক্টর ভাড়া করে থাকেন (*seine Excellenz der Herr Stadt-Director*)..." সাহস করে বলল ওয়েটার।

"মহামান্যকে দশ থেলার দিয়ে দাও। দেখবে, *Fremden-Loge* যেন আমি পাই। শুনছ?"

বিনীত আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে মাথা নোয়াল ওয়েটার।

"আপনি আমার সঙ্গে থিয়েটারে যাবেন, দিমিত্রি পাভলোভিচ? জার্মান অভিনেতারা ভয়ানক জীব, কিন্তু বলুন আপনি যাবেন।...আপনাকে যেতেই হবে। সত্যি! কী চমৎকার লোক আপনি! তুমি যাবে না, মোটা?"

একটা পেয়ালা মুখে তুলেছিল পলোজভ। পেয়ালার মধ্যে মুখ রেখেই সে জবাব দিল, "তুমি যা বলবে।"

"তুমি বরং বাড়ীতেই থাক। থিয়েটারে গেলেই তুমি ঘুমিয়ে পড়। আর তা ছাড়া জার্মান তুমি ভাল বোঝ না। শোন—আমাদের কলটা সম্পর্কে—চাষীদের শস্য মাড়াই সম্পর্কে দেওয়ানজীর চিঠির একটা উত্তর লিখবে। তাঁকে জানাবে, ও আমি কিছুতেই নেব না, কিছুতেই নেব না। এটাই হবে তোমার সারা সন্ধ্যার কাজ।..."

পলোজভ বলল, "বেশ, তাই হবে।"

"সেই ভাল! বড় বুদ্ধিমান লোক তুমি! তারপর যখন দেওয়ানজীর কথা উঠলই, তখন আসল কাজের কথা আলোচনা করা যাক। দিমিত্রি পাভলোভিচ, ওয়েটার প্রাতরাশের টেবিলের এঁটোকাটা পরিষ্কার করে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি আপনার জমিদারী সম্বন্ধে আমাদের সবকিছুই বলবেন, সবকিছু: আপনি কী দাম চান, কত আগাম চান—সব কিছুই বলবেন! (সানিন মনে মনে বলল: 'তাহলে শেষ পর্য্যন্ত হল! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ!') কিছুটা আপনি আমাকে আগেই বলেছেন; মনে পড়ছে, আপনার বাগানের কি চমৎকার বর্ণনাই না আপনি দিয়েছিলেন—কিন্তু মোটা তখন সেখানে ছিল না...তাকে একবার শোনান। সে হয়ত কিছু কাজের কথা বলতে পারবে। আমি চাই আপনার বিয়ের ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে। তাছাড়া কথা দিয়েছিলাম, প্রাতরাশের পর আপনার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব। আমি সব সময়ই আমার কথা রাখি। রাখি না ইপ্পোলিত সিদোবিচ?"

নিজের মুখের উপর হাত বুলিয়ে নিল পলোজভ। "সে কথা আর বলতে—তুমি কাউকে কখনও ঠকাও না।"

"আর কোনদিন ঠকাবও না। তা হলে, দিমিত্রি পাভলোভিচ, এবার আপনার বিষয়টা খুলে বলুন, যেমন আমরা সেনেটে বলে থাকি।"

৩৭

সানিন তার 'বিষয়টা খুলে বলতে' সুরু করল, অর্থাৎ দ্বিতীয়বার সে তার জমিদারীর বর্ণনা দিল, অবশ্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিবরণটা বাদ দিয়ে। সে যে 'তথ্য ও সংখ্যা' দিতে লাগল তা সমর্থনের জন্য বার বার সে পলোজভের উল্লেখ করতে লাগল, কিন্তু পলোজভ শুধু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগল ও মাথা নাড়তে লাগল। সে মাথা নাড়ার অর্থ কি—অনুমোদন করছে, কি করছে না—ভগবানই জানেন। কিন্তু তার সাহায্যের কোন প্রয়োজন ছিল না মারিয়া নিকোলায়েভনার। সে কারবার ও কার্য্যপরিচালনার ক্ষেত্রে যে-দক্ষতার পরিচয় দিল, তাতে সানিনের বিস্ময়ের অবধি রইল না। ব্যবস্থাপনার খুঁটিনাটি সবকিছুই তার জানা। সানিনকে সে অত্যন্ত সন্ধানী সব প্রশ্ন করতে লাগল, সব কিছুর ভিতরেই প্রবেশ করল। তার মুখের প্রত্যেকটি কথাই আসল জায়গায় গিয়ে ঘা দিল, সে কোথাও কোন ফাঁক রাখল না। এই ধরণের প্রশ্নোত্তর চলবে সানিন তা বুঝতে পারেনি, তাই আগে থাকতে প্রস্তুতও হয়নি। দেড় ঘণ্টা ধরে এই প্রশ্নোত্তর চলল। কোন কঠোর ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিচারকের সম্মুখে সরু বেঞ্চিতে বসে অপরাধীর মনের যে অবস্থা হয়, সানিনের মনের অবস্থাও তখন সেই রকম। সে করুণভাবে নিজের মনে মনেই বলল, "এ যে দস্তরমত জেরা!" মারিয়া নিকোলায়েভনা অনবরত হাসছিল যেন সব ব্যাপারটা সে ঠাট্টা হিসাবে নিচ্ছে, কিন্তু তাতে সানিনের কোন সুবিধা হল না। 'জেরার' ভিতর থেকে যখন বেরিয়ে এল যে 'জমি পুনর্বিভাগ' ও 'কাবকিত' শব্দ দু'টির অর্থ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নাই, তখন সে রীতিমত ঘামতে লাগল।···

"আচ্ছা বেশ"—অবশেষে মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল বেশ নিশ্চিত-ভাবেই। "আমি এখন আপনার জমিদারী সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হলাম··· আপনি যতটা জানেন আমিও ততটা জানি। মাথা পিছু কী দাম চান

আপনি?" (সকলেই জানেন, তখনকার দিনে জমিদারীতে কত চাষী আছে তা দিয়েই জমিদারীর দাম নির্ণয় করা হত।)

"মানে...আমার মনে হয়...পাঁচশ রুবলের কম আমি চাইতে পারি না...।" কোন মতে কথাগুলি সানিন বলে ফেলল। (ও পান্তালিওন, পান্তালিওন, তুমি কোথায়? আর একবার তোমার *Barbari* বলে চেঁচিয়ে ওঠার সময় এসেছে!)

যেন চিন্তা করছে এইভাবে মারিয়া নিকোলায়েভনা চোখ তুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বলল, "নয় কেন? ঐ দামেই আমি নিতে পারি। কিন্তু আমি দু'দিন সময় চেয়ে নিয়েছি, আপনাকে আগামী কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আমার মনে হয়, আমাদের মধ্যে একটা বন্দোবস্ত হয়ে যাবে; তখন আপনি আমাকে জানাবেন জামানত হিসাবে আপনি কত চান।" এই সময় সানিন কি যেন আপত্তি তুলতে যাচ্ছে দেখে সে বলে উঠল, "আচ্ছা এইবার—*basta cosi* [যথেষ্ট হয়েছে]! অর্থলাভের প্রসঙ্গ নিয়ে অনেকক্ষণ আলোচনা হল...*a demain les affaires* [এ সব কাল হবে]। শুনুন, আপনাকে আমি" (এখানে সে কোমরবন্ধনীতে গোঁজা ছোট একটি এনামেলের ঘড়ি টেনে নিয়ে দেখল) "...তিনটে পর্য্যন্ত সময় দিচ্ছি।...আপনাকে কিছু বিশ্রাম নিতে হবে বৈকি। যান, রুলেতি খেলুন গিয়ে।"

সানিন বলল, "আমি জুয়া খেলি না।"

"সত্যি। আপনি দেখছি একেবারে নিষ্কলঙ্ক। ভাল কথা, আমিও জুয়া খেলি না। এই ভাবে টাকা জলে দেওয়া বোকামি। আপনি তাহলে কাসিনোতে যান এবং মুখগুলোকে দেখুন। অত্যন্ত অদ্ভুত অদ্ভুত ধরণের অনেক মুখ দেখতে পাবেন। এক বৃদ্ধ মহিলাকে দেখতে পাবেন মাথায় রাজমুকুট, মুখে গোঁফ—অদ্ভুত জীব। আমাদের একজন প্রিন্সকে সেখানে দেখতে পাবেন—বড় মজার লোক। জমকাল চেহারা, বাঁশীর মত নাক, যখনই এক খেলার বাজী ধরেন তখনই ওয়েস্টকোটের তলায় ক্রুশচিহ্ন আঁকেন। পত্রিকা পড়ুন, হেঁটে বেড়ান—এক কথায় যা খুসী করুন।...

কিন্তু তিনটের সময় আমি আপনাকে আশা করব···*de pied ferme* [নিশ্চিত]। আমাদের সময়মত ডিনার খেয়ে নিতে হবে। হতচ্ছাড়া জার্মানরা সাতটায় তাদের সান্ধ্য অনুষ্ঠান আরম্ভ করে।" সে হাতখানা বাড়িয়ে দিল, "*Sans rancune, n'est-ce pas* [রাগ করবেন না, কী বলেন] ?"

"সে কি কথা মারিয়া নিকোলায়েভনা? আপনার উপরে রাগ করতে যাব কেন?"

"আপনাকে যন্ত্রণা দেবার জন্য।" জবাব দিল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "অপেক্ষা করুন, দেখবেন আরও কিছু ঘটতে যাচ্ছে!" কথাগুলি বলার সময় চোখ দু'টি সে কুঞ্চিত করল, এবং তার লাল-হয়ে-ওঠা গাল দু'টির উপর সঙ্গে সঙ্গে সব কয়টি টোল ফুটে উঠল। "আচ্ছা, আসুন।"

নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা নুইয়ে সানিন বেরিয়ে গেল। যাবার সময় পিছন থেকে কানে এল এক দমক খিল খিল হাসি। যেতে যেতে একখানি আয়নার ভিতর সে এই দৃশ্যটি দেখতে পেল: মারিয়া নিকো-লায়েভনা তার স্বামীর মাথার ফেজটি ঠেলে তার চোখের উপর নামিয়ে দিয়েছে, আর স্বামীটি অসহায়ভাবে দুই হাত নাড়ছে।

৩৮

নিজের ঘরে ফিরে নিজেকে একা পেয়ে সানিন কী গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাসই না ফেলল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ঠিকই বলেছিল, তার বিশ্রাম দরকার; এই সব নতুন পরিচয়, সাক্ষাৎ, কথাবার্তার পর তার বিশ্রাম দরকার; সম্পূর্ণ অপরিচিত এক নারীর আকস্মিক, অবাঞ্ছিত অন্তরঙ্গতা তার হৃদয়, মনে যে ধোঁয়া ঢুকিয়ে দিয়েছে তা ঝেড়ে ফেলার জন্য তার বিশ্রাম দরকার। আর কখন এসব চলেছে! যেদিন সে জেনেছে জেম্মা তাকে ভালবাসে, যেদিন জেম্মার সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে, প্রায় তার পরদিনই। কী লজ্জা! কী কলঙ্ক! সে তার নিষ্কলুষ নিষ্কলঙ্ক কপোতটির কাছে মনে মনে হাজারবার ক্ষমা ভিক্ষা করল, যদিও নির্দিষ্ট এমন কিছু ছিল না যার জন্য নিজেকে সে অপরাধী সাব্যস্ত

করতে পারে। জেম্মার দেওয়া ক্রুশটিকে সে হাজারবার চুম্বন করল। যে-ব্র্যাণ্ডের জন্ম তাকে ওয়াইজবাদেনে আসতে হয়েছে, সেই কাজের যদি তাড়াতাড়ি ও ভালভাবে শেষ হবার আশা না থাকত, তাহলে সে সোজা ছুটে চলে যেত তার প্রিয় ফ্রাঙ্কফোর্টে, সেই প্রিয় বাড়ীটিতে—যে-বাড়ীটি এখন তার নিজের বাড়ীর মতই—ছুটে চলে যেত তার কাছে, নতজানু হয়ে পড়ত তার বন্দিত চরণ দু'টিতে।···কিন্তু তার আশা নেই! পেয়ালার তলানী পর্য্যন্ত এখন তাকে পান করতে হবে—জামাকাপড় পরতে হবে, ডিনারে যেতে হবে—সেখান থেকে থিয়েটার।...শুধু আগামী কাল সকাল সকাল সে [মাদাম পলোজভা] যদি তাকে ছেড়ে দেয়!

আর একটি জিনিষ তাকে উদ্বিগ্ন, এমনকি ক্রুদ্ধ করে তুলল। সে অবিরাম গভীর স্নেহের সঙ্গে, কৃতজ্ঞ উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জেম্মার কথা, তাদের ভবিষ্যতের সম্মিলিত জীবন ও সুখের কথা ভাবতে লাগল; কিন্তু তবু এই অদ্ভুত নারী, এই মাদাম পলোজভা ছায়ার মত নিরন্তর তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরতে লাগল এবং বার বার তার চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে লাগল। সে কিছুতেই তার মূর্ত্তিকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না, কিছুতেই ভুলতে পারল না তার কণ্ঠস্বর, তার মুখের কথাগুলি। হলদে লিলিফুলের গন্ধের মত তার পোষাকের সূক্ষ্ম টাটকা অন্তর্ভেদী অদ্ভুত মৃদু সৌরভ যেন এখনও তাকে জড়িয়ে রয়েছে। স্পষ্টতঃই এই রমণী তাকে নিয়ে খেলা করছে; প্রথমে এক কৌশল খাটিয়ে দেখছে, পরে আর এক কৌশল। কিন্তু কেন? কি চায় সে? এ কি কোন আদরে-মাথা-খাওয়া ধনী রমণীর, যাকে প্রায় ভ্রষ্টা বলা চলে এমন নারীর, খেয়ালমাত্র? আর তার স্বামীটি! কী অদ্ভুত জীব! দু'জনের সম্পর্ক কি? আর এসব প্রশ্নই বা সানিনের মাথায় আসছে কেন? মঁসিয়ে পলোজভ ও তার স্ত্রী সানিনের কে? ছায়ার মত তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে এই যে-মূর্ত্তিটি, কেন সে তাকে তাড়াতে পারছে না; এমনকি ঠিক যে-মুহূর্ত্তটিতে তার সমগ্র হৃদয় গ্রীষ্মদিবসের মত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ অপর এক মূর্ত্তির প্রতি উন্মুখ, তখনও কেন ঐ ছায়াকে সে সরিয়ে দিতে পারছে না? কোন সাহসে দ্বিতীয় মূর্ত্তির প্রায়-স্বর্গীয় মুখখানির পিছন থেকে ঐ ছায়ামুখ উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু শুধু ত

উঁকি দিচ্ছে না, ও মুখে যে বিদ্রূপের হাসি। ঐ সব-কেড়ে-নেওয়া পিঙ্গল চোখ, গালের উপর ঐ টোলগুলি, ঐ সর্পিল বেণী—নিশ্চয়ই এসব ওকে এমনভাবে অভিভূত করেনি যাতে একে ঝেড়ে ফেলে দেবার মত শক্তি তার আর অবশিষ্ট নেই?

কী সব আজে বাজে ভাবছে সে? আগামী কালই এসব উবে যাবে—চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না। কিন্তু কাল কি সে তাকে যেতে দেবে?

এই সব প্রশ্নগুলো সে মনে মনে বারবার আলোচনা করতে লাগল। তারপর প্রায় তিনটে বাজে বলে একটা কাল ফ্রককোট গায়ে দিল এবং পলোজভদের ঘরে যাবার আগে পার্কের মধ্যে একটু বেড়াতে গেল।

পলোজভদের বৈঠকখানায় ঢুকে সানিন দেখল, কোন এক দূতাবাসের সেক্রেটারী বসে রয়েছে। লোকটি লম্বা, রেশমী চুল, ঘোড়ার মুখের ধাঁচের মুখ, মাথার পিছনদিকের চুলে টেরী কাটা (তখনকার দিনের নতুন ফ্যাশান)—জাতিতে জার্ম্মান। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিটি কে? এ যে সেই অফিসার ফন ডনহফ্—যার সঙ্গে সে কয়েকদিন আগে ডুয়েল লড়েছে। এখানে তাকে দেখবে বলে সানিন ভাবতে পারেনি, তাই এক মুহূর্ত্তের জন্য সে বিব্রত বোধ করল, যদিও মাথা নুইয়ে তাকে অভিবাদন জানাল।

মারিয়া নিকোলায়েভ্না জিজ্ঞাসা করল, "আপনাদের দু'জনের কি আগে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে?" সানিনের বিব্রতভাব তার চোখ এড়ায়নি।

ডনহফ্ বলল, "ওঁর সঙ্গে আমার আগেই দেখা হবার সৌভাগ্য হয়েছে।" তারপর মারিয়া নিকোলায়েভনার দিকে ঈষৎ ঝুঁকে হেসে নীচু গলায় বলল, "যার কথা আপনাকে বলেছিলাম...আপনার দেশের লোক...রুশ..."

"কী বলছেন? সত্যি?" তার দিকে তর্জ্জনী নেড়ে সেও বলে উঠল নীচু গলায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ও ঢ্যাঙ্গা সেক্রেটারীটিকে বলল, "এবার তবে আসুন আপনারা।" ঢ্যাঙ্গা সেক্রেটারীটির ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, মারিয়া নিকোলায়েভনার রূপ তাকে পাগল করেছে; যখনই সে তার দিকে তাকাচ্ছিল তখনই তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসছিল। ডনহফ্ সঙ্গে সঙ্গে

বিনীতভাবে বেরিয়ে গেল—পরিবারের কোন বন্ধুর মত, যে না বললেও বোঝে তাকে কখন কি করতে হবে। সেক্রেটারীটি যেতে চাইছিল না, কিন্তু নিকোলায়েভনা তাকে বিনা আড়ম্বরেই বিদায় করে দিল।

সে বলল, "আপনি আপনার মহারাণীর কাছে ফিরে যান।" (সে সময় একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রঙ্গিণীর মত জনৈকা *Principessa di Monaco* [মনাকোর প্রিন্সেস] ওয়াইজবাদেনে ছিলেন।) "আমার মত সাধারণ ঘরের মেয়েকে নিয়ে সময় নষ্ট করছেন কেন?"

হতভাগ্য সেক্রেটারী তাকে বোঝাতে গেল, "দেখুন মাদাম, দুনিয়ার সমস্ত *principesse...*"

কিন্তু মারিয়া নিকোলাযেভনা নির্মম—সেক্রেটারীকে বিদায় নিতে হল।

ঠাকুমারা যাকে বলতেন 'সুবিধামাফিক' সাজা, সেই ভাবে সেজেছিল মারিয়া নিকোলাযেভনা। পরণে গোলাপী মসৃণ সিল্কের পোষাক, হাতা-দু'টি *a la Fontanges* [ফঁতাঁজের ধরণে], দু'কানে দু'টি বড় বড় হীরক। তার চোখ দু'টিও হীরকের চেযে কম উজ্জ্বল নয়। মনে হল, তার মন-মেজাজ খুবই ভাল, সে যেন পূর্ণবিকশিত।

সানিনকে পাশে বসিযে সে গল্প করতে লাগল। বলল, প্যারিসের কথা—দু'একদিনের মধ্যেই সে সেখানে যাচ্ছে। বলল জার্মানদের কথা—জার্মানরা তার কাছে অসহ্য; চালাক হবার চেষ্টা করলে তারা বোকা হযে যায়, আর বোকা হলে হয় অসুবিধাজনকভাবেই চালাক। হঠাৎ সে সানিনকে সরাসরি (*a brule pourpoint*) জিজ্ঞাসা করে বসল, এইমাত্র যে-অফিসারটি চলে গেল তার সঙ্গে একটি মেযেব জন্য সে ডুয়েল লড়েছিল, এ কি সত্য?

বিস্মিত হয়ে সানিন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি কোথা থেকে শুনলেন?"

"এ দুনিয়া গুজবে ভর্তি, দিমিত্রি পাভলোভিচ। আমি জানি আপনি যা করেছিলেন তা ঠিক, হাজার বার ঠিক। আপনাব আচরণ একজন সত্যিকার নাইটের মতই হযেছে। আচ্ছা বলুন তো, এই মেয়েটিই কি আপনার বাগ্‌দত্তা প্রণয়িনী?"

ঈষৎ ভ্রূকুটিতে কপাল কুঞ্চিত করল সানিন।...

তাড়াতাড়ি মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "থাক, থাক, আমি জিজ্ঞাসা করছি না। আপনি এ নিয়ে আলোচনা পছন্দ করেন না। আমাকে ক্ষমা করুন, আর বলব না। রাগ করবেন না!" একখানা খবরের কাগজ হাতে করে পাশের ঘর থেকে পলোজভ এসে ঢুকল। মারিয়া নিকোলায়েভনা জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি চাও? ডিনার কি তৈরী?"

"ডিনার এক মিনিটের মধ্যেই তৈরী হবে। কিন্তু এই দেখ, 'উত্তরের মৌমাছি' কাগজে কি লিখেছে? প্রিন্স গ্রমবই মারা গেছেন।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা চোখ তুলে তাকাল।

"তাই নাকি? ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।" সানিনের দিকে ফিরে সে বলল, "প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি আমার সমস্ত ঘরগুলো ক্যামেলিয়া ফুল দিয়ে সাজিয়ে দিতেন। কিন্তু তাতেও শীতকালে পিতার্সবুর্গে বাস করবার পক্ষে যথেষ্ট হল না।" আবার স্বামীর উদ্দেশে বলল, "নিশ্চয়ই তাঁর বয়স সত্তরের উপর হয়েছিল।"

"হ্যাঁ। কাগজে তাঁর অন্ত্যেষ্টির বর্ণনা বেরিয়েছে। দরবারের সকলেই উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে প্রিন্স কভ্রিঝকিন কবিতা লিখেছিলেন।"

"খুব ভাল কাজ করেছিলেন!"

"তোমাকে পড়ে শোনাব? প্রিন্স তাঁকে একজন সত্যিকার রাজনীতিক বলেছেন।"

"না, না, পড়তে হবে না! 'তিনি' রাজনীতিক। তিনি তাতিয়ানা ইউরিয়েফনার লোক ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। চল ডিনারে যাই। মৃতেরা মৃতের সৎকার করুক। দিমিত্রি পাভলোভিচ—আপনার হাতখানা দিন!"

ডিনারটি ছিল আগের দিনের মতই চমৎকার, এবং খাওয়া চলতে লাগল সরগরম কথাবার্তার মধ্য দিয়ে। মারিয়া নিকোলায়েভনা ছিল ভাল আলাপচারী—এই গুণটি মেয়েদের মধ্যে, বিশেষতঃ রুশ মেয়েদের মধ্যে, সচরাচর চোখে পড়ে না। তার কথা খুঁজে বেড়াতে হয় না এবং নিজের দেশের মেয়েরাই প্রধানতঃ ছিল তার আক্রমণের বিষয়বস্তু। মাঝে মাঝে তার কোন খোঁচামারা কথা শুনে সানিন হাসিতে ফেটে পড়তে লাগল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করে ভণ্ডামী, মোলায়েম বাক্‌-চাতুরী, মিথ্যা কথা···আর প্রায় সর্ব্বত্রই এই সবই তার চোখে পড়ে। যে দীন পরিবেশের মধ্যে সে মানুষ হয়েছিল, সাড়ম্বরে সে তার বর্ণনা দিল, গর্ব্ব প্রকাশ করল তা নিয়ে এবং নিজের আত্মীয়স্বজন ও শৈশব-কাল সম্পর্কে অদ্ভুত সব গল্প বলল, নিজেকে বলল সে পাড়াগেঁয়ে ভূত। সানিন বুঝল, তার বয়সের অধিকাংশ এয়ের চেয়ে অনেক বেশী কিছুর মধ্য দিয়ে তাকে আসতে হয়েছে।

পলোজভ খেতে লাগল একমনে, পান করতে লাগল একাগ্রচিত্তে; শুধু মাঝে মাঝে এক একবার তার স্ত্রী অথবা সানিনের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লাগল। তার বিবর্ণ চোখ দু'টিকে দেখে মনে হয়, সে-চোখ কিছুই দেখতে পায় না, আসলে কিন্তু সে চোখের দৃষ্টি চিরজাগ্রত। তার দিকে ফিরে মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "ফ্রাঙ্কফোর্টে আমার জন্য কি চমৎকার সওদাই না তুমি করেছ! আমি তোমার কপালে একটা চুমু দেব। কিন্তু তুমি ত এ সব জিনিষ চাও না।"

একখানা রূপার ফল-কাটা ছুরী দিয়ে আনারস কাটতে কাটতে পলোজভ বলল: "না, চাই না।"

টেবিলের উপর আঙ্গুল দিয়ে মৃদু আঘাত করতে করতে মারিয়া নিকোলায়েভনা কিছুক্ষণ তাকে লক্ষ্য করল।

"আমাদের বাজী ঠিক আছে?"—অর্থপূর্ণ উক্তি করল মারিয়া নিকো-লায়েভনা।

"নিশ্চয়ই।"

"বেশ। তুমি হেরে যাবে।"

পলোজভ মুখ তুলল। "শোন, মারিয়া নিকোলায়েভনা, আমার মনে হয় এবার তুমিই হেরে যাবে, যতই তোমার আত্মবিশ্বাস থাকুক না কেন।"

"বাজীটা কী নিয়ে জানতে পারি কি?"—জিজ্ঞাসা করল সানিন।

"ঠিক এখনই নয়।"—উত্তর দিয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা হেসে উঠল।

ঘড়িতে সাতটা বাজল। ওয়েটার এসে জানাল গাড়ী তৈরী। পলোজভ স্ত্রীকে বিদায় দিয়েই আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

"দেওয়ানজীকে চিঠি লিখতে ভুল না যেন।" হলঘর থেকে ডেকে বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

"না, ভুলব না। ভাবনার কারণ নেই। কথা দিলে আমি কথা রাখি।"

৩৯

১৮৪০ সালে ওয়াইজবাদেনে থিয়েটার ছিল একটি জরাজীর্ণ অট্টালিকায়। সমস্ত জার্ম্মান থিয়েটারের যে-মান ছিল, এই দলটির মান মাঝারী শ্রেণীর সরব আত্মঘোষণা ও নৈষ্ঠিক সাধারণ নিয়মানুবর্ত্তিতায়, তার চেয়ে এতটুকু উপরে ছিল না। বিখ্যাত হের ডেভ্রিয়েন্টের 'গৌরবময়' পরিচালনায় পরিচালিত কলিক্র কার্লরুয়ে আধুনিক কালে এই থিয়েটারের একটি নিখুঁত দৃষ্টান্ত।

"মাননীয়া মাদাম ফন পলোজেভ"-এর জন্য যে-বক্সটি নির্দ্দিষ্ট ছিল (ওয়েটার কেমন করে এটি জোগাড় করল তা ভগবানই জানেন, সে তো আর *Stadt-Director*কে ঘুষ দিতে পারে না, পারে কি!), তার পিছনে সোফা-সাজান একটা ছোট বসবাব ঘর ছিল; বক্সে ঢোকবার আগে মারিযা নিকোলায়েভনা সানিনকে হাল্কা পর্দ্দাটা টেনে দিতে বলল যাতে থিযেটারের বাকী অংশ থেকে বক্সটি আলাদা হয়ে থাকতে পাবে।

সে বলল: "আমি চাই না লোকে আমাকে দেখতে পায়। তাহলে দলে দলে তারা এখানে ছুটে আসবে।" বক্সটি যাতে খালি দেখা যায় সেজন্য সানিনকে সে প্রেক্ষাগৃহেব দিকে পিছন ফিবিযে নিজের পাশে বসাল।

অর্কেষ্ট্রায় *Le Nozze di Figaro*'র ['ফিগারোর বিবাহ'-এর] প্রস্তাবনা সঙ্গীত বেজে উঠল...যবনিকা উঠল, অভিনয় আরম্ভ হল।

নাটকটি সেই সব অসংখ্য দেশী নাটকের একখানি যাদের লেখকেরা রচনাশক্তির চেয়ে পাণ্ডিত্যের অধিকারীই বেশী, যাঁরা অধ্যবসায় ও অপটুতার সঙ্গে, নিখুঁত অথচ নিষ্প্রাণ রচনারীতিতে কোন 'গভীর' অথবা 'দারুণ' তত্ত্বকে অনুসরণ করে থাকেন, উপস্থিত করে থাকেন এক

তথাকথিত 'ট্রাজিক' সংঘাত এবং সঞ্চার করে থাকেন এমন এক নীরসতা যাকে 'এসিয়াটিক' বলা চলে—ঠিক যেমন সাধারণ কলেরা ও এসিয়াটিক কলেরা। একটি অঙ্কের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত মারিয়া নিকোলায়েভনা ধৈর্য্য ধরে ছিল, কিন্তু প্রেমিকার অপরাসক্তির কথা জানতে পেরে প্রেমিক যখন (প্রেমিকের গায়ে ফোলান-হাতা ও ভেলভেটের কলারের বাদামী রঙের ফ্রককোট, ঝিনুকের বোতাম-বসান ডোরাকাটা ওয়েস্টকোট; পরণে পেটেণ্ট-চামড়ার স্ট্র্যাপওয়ালা সবুজ ট্রাউজার, হাতে সাদা সোয়েডের দস্তানা) নিজের মুঠি দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরে এবং সূক্ষ্ম কোণে কনুই দু'টি বের করে দিয়ে কুকুরের মত চীৎকার করতে সুরু করল, মারিয়া নিকোলায়েভনা তখন আর সহ্য করতে পারল না।

সে রেগে বলে উঠল, "সবচেয়ে পাণ্ডববর্জ্জিত পাড়াগেঁয়ে ছোট সহরের নিকৃষ্টতম ফরাসী অভিনেতাও সবচেয়ে নামকরা জার্ম্মান অভিনেতার চেয়ে ভাল অভিনয় করে, বেশী স্বাভাবিকভাবে অভিনয় করে।" নিজের পাশে সোফার উপর মৃদু করাঘাত করে সে সানিনকে বলল, "এখানে আসুন। কথা বলা যাক।"

তার কথা মত কাজ করল সানিন।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তার দিকে তাকাল। "দেখছি আপনি দুধের মত নরম। আপনার স্ত্রীর খুব সুবিধা হবে।" গৃহশিক্ষকের ভূমিকায় নেমে যে-অভিনেতাটি চীৎকার করছিল, পাখার ডগা দিয়ে তার দিকে দেখিয়ে সে বলল, "ঐ ভাঁড়টি আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়িয়ে দিল। আমি একবার এক গৃহশিক্ষকের প্রেমে পড়েছিলাম। সেই আমার প্রথম প্রেম—না, দ্বিতীয় প্রেম। আমি প্রথমে প্রেমে পড়ি ডনস্কয় মঠের একজন সাধারণ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে। আমার বয়স তখন বার বছর। তাঁকে শুধু রবিবারে দেখতে পেতাম। ভেলভেটের গাউন পরে এবং ল্যাভেণ্ডার জলে গা সুগন্ধ করে ধুপদান হাতে নিয়ে তিনি ভীড়ের মধ্য দিয়ে চলে যেতেন। যাবার সময় তিনি কখন চোখ তুলতেন না এবং মহিলাদের ফরাসী ভাষায় বলতেন, '*Pardon, excusez*' ['মার্জ্জনা করুন, ক্ষমা করুন']। আহা! কী তাঁর আঁখিপক্ষ্ম! ঠিক এত বড় বড়!" মারিয়া নিকোলায়েভনা

বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে কড়ে আঙুলের অর্দ্ধেকটা সানিনকে দেখাল। "আমার শিক্ষকের নাম ছিল মঁসিয়ে গাস্তন। তিনি ছিলেন সুইস। কী বিদ্বান! আর ভারী কড়া। তাঁর মুখখানা ছিল এমন মজবুত! গোঁফ ছিল আলকাতরার মত কাল, মুখশ্রী ছিল গ্রীকদের মত, আর ঠোঁট দু'খানি যেন গলান লোহা দিয়ে তৈরী। তাঁকে আমি ভয় করতাম। তিনিই একমাত্র লোক যাঁকে আমি কখনও ভয় করেছি। তিনি আমার ভায়ের গৃহশিক্ষক ছিলেন। আমার ভাই মারা গেছে, জলে ডুবে মারা গেছে। একবার এক বেদেনী গুণে বলেছিল, আমার অপঘাতমৃত্যু হবে; ও সব অবশ্য বাজে। আমি ও-সব বিশ্বাস করি না। ছোরা হাতে ইপ্পোলিত সিদোরিচকে আপনি কল্পনা করতে পারেন?"

সানিন বলল, "ছোরা ছাড়া অন্য কিছুতেও ত লোক মরতে পারে।"

"ও-সব বাজে কথা। আপনার কি কুসংস্কার আছে? আমার একটুও নেই। কিন্তু যা হবে তা হবে। মঁসিয়ে গাস্তন আমাদের বাড়ীতে থাকতেন। আমার ঘরের ঠিক উপরেই ছিল তাঁর ঘর। কখনও কখনও রাত জেগে আমি তাঁর পায়ের শব্দ শুনতাম। তিনি অনেক দেরীতে ঘুমাতে যেতেন। ভয়ে ভক্তিতে অথবা অন্য কোন অনুভূতিতে আমি প্রায় মূর্চ্ছা যেতাম। আমার বাবা লেখাপড়া জানতেন না বললেই হয়, কিন্তু আমাদের তিনি ভালভাবেই লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। জানেন, আমি লাটিন পর্য্যন্ত জানি।"

"আপনি? লাটিন?"

"হ্যাঁ—আমি! মঁসিয়ে গাস্তন আমাকে শিখিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমি 'ইনিদ' পড়েছিলাম। অত্যন্ত নীরস, কিন্তু মাঝে মাঝে ভাল জায়গা আছে। মনে পড়ে, যেখানে বনের মধ্যে দিদো আর ইনিয়াস।···"

তাড়াতাড়ি সানিন বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে।" লাটিন যেটুকু শিখেছিল বহু আগেই তা সে ভুলে গেছে এবং 'ইনিদ' সম্পর্কে শুধু একটা অস্পষ্ট ধারণা তার মনে আছে।

সানিনের দিকে চোখ তুলে মারিয়া নিকোলায়েভনা তার সেই অপাঙ্গ দৃষ্টিতে তাকাল। "কিন্তু ভাববেন না, আমি খুব পণ্ডিত। ঈশ্বর জানেন,

আমি তা নই। কোন বিদ্যাবুদ্ধিই নেই আমার। আমি লিখতে প্রায় জানিই না…এমনকি জোরে পড়তে পর্য্যন্ত পারি না। সত্যি, না জানি পিয়ানো বাজাতে, না জানি ছবি আঁকতে, না জানি সেলাই করতে—কিছুই জানি না আমি। আমাকে যা দেখছেন, আমি তা ছাড়া আর কিছুই না!"

সে সানিনের দিকে হাত দু'টি বাড়িয়ে দিল। বলল, "এ-সব কথা আপনাকে বলছি, প্রথমতঃ যাতে ঐ ক্লীবগুলোর কথা না শুনতে হয় (সে আঙুল দিয়ে মঞ্চের দিকে দেখিয়ে দিল; তখন সেখানে অভিনেতার পরিবর্ত্তে অভিনেত্রী চীৎকার করছিল—এবং সেও তাব কনুই বের করে দিয়ে চীৎকার করছিল), দ্বিতীয়তঃ আমি আপনার কাছে ঋণী। কাল আপনি আমাকে আপনার নিজের কথা বলেছিলেন।"

সানিন বলল, "আপনি আমার কাছে আমার কথা জানতে চেয়েছিলেন।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা হঠাৎ তার দিকে ফিরল।

"আপনি কি জানতে চান না আমি কি ধবণেব মেয়ে?"

তারপর সোফার গদীতে হেলান দিয়ে বলল, "অবশ্য, আমি আশ্চর্য্য হইনি। যখন কোন লোক বিয়ে করতে যাচ্ছে, তাও আবার প্রেমে পড়ে ও ডুয়েল লড়ে, তখন অন্য মেয়েদের কথা ভাববার তার সময় থাকে না।"

মারিয়া নিকোলাযেভনা থামল এবং বড় বড, সমান, দুধের মত সাদা দাঁত দিয়ে পাখার হাতলটায মৃদু কামড দিতে লাগল।

সানিনের মনে হল যে-ধোঁয়া গত দুইদিন ধবে তার দম বন্ধ করে আনছিল, সেই ধোঁয়া আবার তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে।

তার ও মারিয়া নিকোলায়েভনার কথাবার্ত্তা চলল নীচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে এবং এতে সে বিরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠল।

এর শেষ হবে কখন? যাদের চিত্ত দুর্ব্বল তারা কখনও কোন জিনিষ শেষ করে দিতে পারে না, কখন শেষ হবে তার জন্য অপেক্ষা করে।

মঞ্চের উপর কে যেন হাঁচি দিল। 'হাস্যরসের মুহূর্ত্ত' বা 'বিষয়' হিসাবে নাট্যকার নাটকে একটি হাঁচির ব্যবস্থা করেছেন। নাটকটিতে আর কোন

হাস্যরসের ব্যাপার ছিল না। তাই এমনকি এ টুকুর জন্যও কৃতজ্ঞ হয়ে দর্শকেরা হেসে উঠল।

এই হাসিতেও সানিন বিরক্ত বোধ করল।

এমন সব মুহূর্ত্ত আসতে লাগল যখন সানিন বুঝেই উঠতে পারল না, সে রেগে আছে কি খুসীতে আছে, বিরক্ত বোধ করছে কি কৌতুক উপভোগ করছে। হায় রে, জেম্মা যদি তাকে দেখতে পেত!

হঠাৎ মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "খুব মজার ব্যাপার, তাই না? একজন সম্পূর্ণ শান্তভাবে আপনাকে বলতে পারে: 'আমি বিয়ে করতে যাচ্ছি।' কিন্তু কেউ তো আপনাকে শান্তভাবে বলে না: 'আমি জলে ঝাঁপ দিতে যাচ্ছি।' এ দু'য়ের প্রভেদ কোথায়? খুব মজার, তাই না?"

হঠাৎ দারুণ বিরক্তিতে সানিনের মন ভরে উঠল। "প্রভেদ প্রচুর, মারিয়া নিকোলায়েভনা। কারও কারও পক্ষে জলে ঝাঁপ দেওয়া সাংঘাতিক কিছু নয়—তারা সাঁতার জানে। কিন্তু বিষয়টা যখন তুলেছেনই তখন বলতে হচ্ছে যে, কোন অদ্ভুত বিয়ের বেলায়..."

হঠাৎ সে জিভ কামড়ে থেমে গেল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা পাখা দিয়ে নিজের হাতের তালুতে আঘাত করতে লাগল।

"যা বলতে যাচ্ছিলেন তা শেষ করুন, দিমিত্রি পাভলোভিচ; বলে ফেলুন যা বলছিলেন। আমি জানি আপনি কি বলতে যাচ্ছিলেন। আপনি বলতে যাচ্ছিলেন, 'বিষয়টি যখন উত্থাপনই করেছেন ঠাকরুণ, তখন বলতে হয় আপনার বিয়ের চেয়ে অদ্ভুত বিয়ে আর কী হতে পারে? ভুলে যাবেন না, একেবারে ছেলেবেলা থেকেই আমি আপনার স্বামীকে জানি।' এই কথাই ত আপনি বলতে যাচ্ছিলেন, আপনি অর্থাৎ যিনি সাঁতার জানেন।"

"আমাকে মাপ করবেন—" সানিন বলতে গেল।

"সত্যি কিনা বলুন? বলুন সত্যি কিনা?"—জিদ ধরল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "এবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলুন ত, যা বলেছি সত্যি কিনা?"

পরিত্রাণের পথ দেখতে পেল না সানিন। শেষ পর্য্যন্ত সে বলেই ফেলল, "বেশ তাই, যখন কিছুতেই ছাড়বেন না।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা মাথা নাড়ল। "আচ্ছা বেশ।...আপনি ত সাঁতার জানেন; আপনি কখনও নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যে-মেয়ে গরীবও নয়, বোকাও নয়, আবার একেবারে সাদাসিদেও নয়, তার পক্ষে এমন অদ্ভুত কাজ করার কী কারণ থাকতে পারে? হয়ত এ ব্যাপারে আপনার কোন কৌতূহল নেই। তা না থাকুক, আমি আপনাকে কারণ বলব। কিন্তু এখন নয়, ইণ্টারভাল শেষ হবার পর। সব সময় ভয় হয় কোন লোক এসে পড়ল।..."

কথাটি মারিয়া নিকোলায়েভনার মুখ থেকে কেবল বেরিয়েছে এমন সময় পাশের দরজাটা অর্দ্ধেক খুলে গেল এবং সেই ফাঁক দিযে একখানা মুখ ভিতরে ঢুকল—একখানা লাল মুখ, ঘামে চকচক করছে; মুখখানা তখনও কাঁচা যদিও এব মধ্যে সমস্ত দাঁত পড়ে গিয়েছে; নাকটি নেমে এসেছে অনেকখানি, বাদুড়েব মত বড় বড় দু'টি কান দীর্ঘ ও মসৃণ কেশগুচ্ছেব মধ্যে আটকান; নির্ব্বোধ, কৌতূহলী চোখে পাঁসনে-লাগান সোনার রিমওযালা চশমা। বক্সেব মধ্যে উঁকি মেরে মারিয়া নিকোলায়েভনাকে দেখতে পেযেই মুখখানা গা-জ্বলে-যাওযা হাসিতে ভরে উঠল এবং বার বার নীচু হযে হয়ে অভিবাদন জানাতে লাগল। তারপরই দেখা দিল সূতোর মত একটি গলা—মাথাটি তাব উপর ভর করে আছে।

ঐ মুখখানার দিকে হাতেব রুমালখানা নেড়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "আমি বাড়ী নেই! *Ich bin nicht zu Hause, Herr P.* ! *Ich bin nicht zu Hause* [আমি বাড়ী নেই, হের প.! আমি বাড়ী নেই]...যান!"

মুখটিতে বিস্ময় ফুটে উঠল, মুখটির অধিকারী জোর করে হেসে উঠল, এবং চলে যাবার আগে, একদা যাব পায়ের তলায় পড়ে থেকেছে সেই লিজথের অনুকরণে, কাঁদকাঁদ গলায় চলল: *"Sehr gut! Sehr gut!* [বহুৎ আচ্ছা! বহুৎ আচ্ছা!]"

সানিন জিজ্ঞাসা করল, "এই অদ্ভুত জীবটি কে?"

"এটি? ওয়াইজবাদেনের একজন সমালোচক। সাহিত্য-সমালোচক, মোসাহেব—যা খুসী বলতে পারেন। একজন স্থানীয় ঠিকাদারের কাছ থেকে ও টাকা পায়, তাই সব কিছুকেই ও প্রশংসা করে, সব জিনিষেই উৎসাহী হয়ে ওঠে। লোকটি কিন্তু আসলে অত্যন্ত বদমেজাজী, যদিও মেজাজ দেখাবার সাহস ওর নেই। লোকটা আবার ভয়ানক গুজব ছড়ায়। তাই ওকে আমি বড় ভয় করি। ও নিশ্চয়ই এখনই রটিয়ে দেবে যে আমি থিযেটারে এসেছি। কিন্তু কী আসে যায় তাতে!"

অর্কেষ্ট্রায় একটা দ্বৈতনৃত্যের সুর বাজল। একটু কেঁপে কেঁপে যবনিকা উঠে গেল। সুরু হল প্রেম ও নাকীকান্নার একটি দৃশ্য।...

সোফায় আবার এলিয়ে পড়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "যখন আপনার আর কোন উপায় নেই, যখন বাগ্‌দত্তার সঙ্গসুখ উপভোগের পরিবর্ত্তে আমার পাশে আপনাকে বসতেই হচ্ছে—তখন আর এমন হিংস্রভাবে চোখ পাকাবেন না। আপনার অবস্থাটা আমি বেশ ভাল-ভাবেই বুঝতে পারছি। আমি তো আপনাকে কথা দিয়েছি, আপনাকে ছেড়ে দেব এবং আপনি যেখানে যেতে চান চলে যাবেন। কিন্তু এখন আমার কাহিনী শুনুন। জানতে চান, কী আমি সবচেয়ে বেশী ভালবাসি?"

সানিন বলল, "স্বাধীনতা।"

সানিনের হাতের উপর নিজের হাতখানা রাখল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

"হ্যাঁ ভাই, দিমিত্রি পাভ্‌লোভিচ।" তার কণ্ঠস্বরে অকৃত্রিম আন্তরিকতা ও গাম্ভীর্য্য ফুটে উঠল। "সবার উপরে ও সবার আগে স্বাধীনতা। দয়া করে ভাববেন না আমি গর্ব্ব করছি—এতে প্রশংসার কিছু নেই। আমি চিরকাল এই-ই রয়েছি এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই-ই থাকব। মনে হয়, অনেক দাসত্ব আমি দেখেছি এবং ছেলেবেলায় নিজে তা ভোগ করেছিও। আর···আর···আমার শিক্ষক মঁসিয়ে গাস্তন আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। হয়ত এখন বুঝতে পারছেন কেন আমি ইপ্পোলিত-সিদোরিচকে বিয়ে করেছি। তার সঙ্গে থেকে আমি স্বাধীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন, বাতাসের মত স্বাধীন, ঝোড়ো হাওয়ার মত স্বাধীন। বিয়ের

আগেই আমি তা জানতাম, জানতাম তাকে বিয়ে করলে আমি নিজেই নিজের কর্ত্রী হব।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা থামল এবং হাতের পাখাখানা একপাশে ফেলে দিল।

"আর একটি কথা আপনাকে বলতে বাধা নেই—চিন্তা করতে আমার কোন আপত্তি নেই···চিন্তা করতে মজা আছে এবং এই চিন্তা করার জন্যই তো আমাদের মন; কিন্তু আমি কখনও নিজের কাজের ফলাফল নিয়ে নিজেকে চিন্তা করতে দিই না। কখনও আমি তা নিয়ে মাথা ঘামাই না; ফল যাই হোক, কখনও দুঃখ করি না—কখনও না, এতটুকুও না। করে কোন লাভ নেই। আমার আদর্শবাক্য হচ্ছে: ***Cela ne tire pas a consequence*** [এতে কিছু আসে যায় না]—জানি না রুশভাষায় একে কি বলে। আর সব কিছু বিবেচনা করে দেখলে, এমন কি আছে ***tire a consequence*** [যাতে কিছু আসে যায]? এ জগতে আমার কাছে কেউ কৈফিয়ৎ চাইবে না—আর 'ও জগতে'" (সে উপরের দিকে দেখাল), "ওরা ওদের মত ব্যবস্থা করুক। যখন আমার বিচার হবে, তখন আমি আর আমি থাকব না। আপনি শুনছেন ত? আপনার কি ভাল লাগছে না?"

সানিন মাথা নীচু করে বসেছিল। এবার সে মাথা উঁচু করল। "আমার এতটুকুও বিরক্ত লাগছে না, মারিযা নিকোলাযেভনা; একান্ত কৌতূহলের সঙ্গেই আমি আপনার কথা শুনছি। কিন্তু না বলে পারছি না, ভাবছি আপনি আমাকে এ সব কথা বলছেন কেন?"

মারিয়া নিকোলায়েভনা সোফার উপর একটু সরে বসলেন। "নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন।...আমার বুদ্ধি কি সত্যিই এত কম? কিম্বা এ শুধু আপনার বিনয়?"

সানিন মাথা আরও উঁচু করল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা বলতে লাগল, "আমি আপনাকে এ সব কথা বলছি"—গলার স্বর তার শান্ত, কিন্তু মুখের ভাবের সঙ্গে সে-স্বরের সঠিক মিল নেই। "কারণ আপনাকে আমার ভাল লেগেছে। আশ্চর্য্য

হবেন না, আমি ঠাট্টা করছি না। আমি আপনাকে এ সব কথা বলছি, কারণ আমি চাই না যে আপনি আমার কোন অপ্রীতিকর স্মৃতি, মানে কোন মিথ্যা স্মৃতি বহন করে নিয়ে যান—যদিও তাতে আমার কিছু আসে যায় না। সেই জন্যই তো আপনাকে এখানে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছি, একাকী আপনাকে নিয়ে বসে আছি, আপনার সঙ্গে এত খোলাখুলি কথা বলছি। হ্যাঁ, খোলাখুলি। আমি মিথ্যা বলছি না। মনে রাখবেন, দিমিত্রি পাভলোভিচ, আপনি যে অন্য কাউকে ভালবাসেন তা আমি জানি; এও জানি যে তাকে আপনি বিয়ে করতে যাচ্ছেন···আমার নিঃস্বার্থতার প্রতি অবিচার করবেন না। অবশ্য আপনার বেলায় আপনিও বলতে পারেন: *Cela ne tire pas a consequence.*"

সে হেসে উঠল, কিন্তু হাসি তার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল এবং সে নিঃস্পন্দ হয়ে বসে রইল, যেন নিজের কথায় নিজেই বিস্মিত হয়ে গেছে। তার যে চোখদু'টি সাধারণতঃ এত খুসীভরা ও নির্ভীক, সেই চোখেই একটা ছায়া ঘনিয়ে এল—যাকে ভীরুতার এমনকি বিষাদের ছায়া বলা চলে।

সানিন ভাবল "কী সাপ! কী সাপ! কিন্তু কী সুন্দর সাপ!"

হঠাৎ মারিয়া নিকোলায়েভনা বলে উঠল, "দিন তো আমার অপেরা-কাঁচজোড়া (*lorgnette* *)—আমি দেখব। ঐ *jeune premiere* সত্যিই কি এত ভয়ের? আপনি ভাববেন সরকার নৈতিক উদ্দেশ্যে ওকেই পছন্দ করেছে যাতে তরুণ যুবকেরা ওর প্রেমে পড়তে না পারে।"

সানিন অপেরা-কাঁচজোড়া তার হাতে তুলে দিল। কাঁচজোড়া নেবার সময় সে সানিনের হাতখানা অল্পক্ষণের জন্য নিজের হাতের মধ্যে ধরে থাকল।

হেসে ফিসফিসিয়ে তাকে বলল, "এত গম্ভীর হবেন না। দেখুন, আমাকে কেউ বাঁধতে পারে না, আর আমিও কখনও কাউকে বাঁধতে

* lorgnette : অপেরা-কাঁচ; লম্বা হাতলওয়ালা একজোড়া কাঁচ, অভিনয় ইত্যাদি দেখবার সময়ে ব্যবহার করা হয়। ছোট্ট দুরবীনের কাজ করে।—অনুবাদক।

চেষ্টা করি না। আমি স্বাধীনতা ভালবাসি এবং কোন বাধ্যবাধকতাই স্বীকার করি না—এবং এ কেবল আমার নিজের বেলাতেই নয়। এখন একটু সরে বসুন ত, অভিনয় দেখা যাক।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা তার অপেরা-কাঁচ মঞ্চের উপর ফেলল। সানিনও ঐ একই দিকে তাকাল এবং বক্সের আধ-অন্ধকারে তার পাশে বসে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার কামনামদির দেহের উত্তাপ ও সৌরভ প্রশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করতে লাগল; আর সন্ধ্যায় সে যে-সব কথা বলেছে, বিশেষতঃ শেষ কয়েক মিনিট যা বলেছে, অনিচ্ছাসত্ত্বেও তা মনে মনে আলোচনা করতে লাগল।

৪০

অভিনয় চলল এক ঘণ্টা অথবা তারও বেশী। কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা ও সানিন শীঘ্রই মঞ্চের দিকে চাওয়া বন্ধ করল এবং তারা আবার কথাবার্ত্তার মধ্যে ডুবে গেল। তাদের কথাবার্ত্তা আগের পথ ধরেই চলল, কিন্তু এবার সানিন আর আগের মত নীরব রইল না। সে মনে মনে নিজের উপব ও মারিয়া নিকোলায়েভনার উপর চটছিল; সে তার কাছে তার 'তত্ত্বে'র যুক্তিহীনতা প্রমাণ করার চেষ্টা করল—যেন মারিয়া নিকোলাযেভনা কত তত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামাছে! সানিন তার সঙ্গে তর্ক করতে লাগল। এতে মনে মনে সে উৎফুল্ল হযে উঠল—সানিন যদি তর্ক করে তবে তার অর্থ সানিন আত্মসমর্পণ করছে, সে আত্মসমর্পণ করবে। সে টোপ গিলেছে, সে ধরা দিচ্ছে, সে পোষ মানছে। মারিয়া নিকোলায়েভনা তর্ক করল, হাসল, একমত হল, চিন্তা করার ভাব দেখাল, তীব্র পাল্টা যুক্তি পেশ করল···ইতিমধ্যে সারাক্ষণই দু'জনের মুখ পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে এবং সানিন আর তার চোখ মারিয়া নিকোলায়েভনার চোখের উপর থেকে ফিরিয়ে নিচ্ছিল না।···মারিয়া নিকোলায়েভনার চোখদু'টি যেন তার মুখের উপর দিয়ে, তার সমস্ত অবয়বের উপর দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। উত্তরে সে হাসল; সে-হাসি শিষ্টতার হাসি, তবু

সে হাসল। 'সে যে তত্ত্বকথায় এসে গেছে, সে যে পারস্পরিক সম্বন্ধের সততা সম্পর্কে, কর্তব্য সম্পর্কে, প্রেম ও বিবাহের পবিত্রতা সম্পর্কে বলতে সুরু করেছে, এতেই মারিয়া নিকোলায়েভনার পরিকল্পনার পক্ষে সুবিধা হল। সকলেই জানে, সুরু করার পক্ষে এই ধরণের তাত্ত্বিক আলোচনাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট।...

যারা মারিয়া নিকোলায়েভনাকে ভালভাবে জানত তারা বলত, যখন তার প্রবল ও প্রচণ্ড প্রকৃতির মধ্যে কোমল ও নম্র কিছু, প্রায় কুমারী-সুলভ লজ্জার মত কিছু জেগে ওঠে—কোথা থেকে এই 'কিছু' আসে কে জানে?—তখন...হায়রে, তখন বুঝতে হবে সাংঘাতিক কিছু ঘটতে যাচ্ছে।

সানিনের পক্ষে ঘটনাস্রোত এই সাংঘাতিক কিছুর দিকে মোড় ফির-ছিল। যদি সে একমুহূর্ত মনের বল্গা টেনে চিন্তা করতে পারত, তাহলে মন তার আত্মধিক্কারে ভরে উঠত; কিন্তু মন দিয়ে ভাবার অথবা নিজেকে ধিক্কার দেবার সময় তাব ছিল না।

আর মারিযা নিকোলায়েভনা এতটুকু সময় নষ্ট হতে দিল না। এর কি কারণ শুধুমাত্র এই যে, সানিনকে দেখতে খারাপ নয়! কে জানে কিসে সুবিধা হয়, কিসেই বা হয় বিপরীত?

অভিনয় শেষ হল। মারিয়া নিকোলায়েভনা সানিনকে বলল শালটা তার গায়ে জড়িয়ে দিতে। সানিন যখন শালখানির কোমল ভাঁজগুলি দিয়ে তার সত্যই রাজেন্দ্রাণীর মত কাঁধ দু'টি জড়িয়ে দিতে লাগল, তখন সে নিঃস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সে সানিনের হাতখানা ধরে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল—এবং প্রায় চীৎকার করে উঠল: বক্সটির একেবারে দোর গোড়ায়ই প্রেতমূর্ত্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে ডনহফ্; এবং ঠিক তার পিছনেই দাঁড়িয়ে ওয়াইজবাদেনের সমালোচকের কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তিটি। সাহিত্য-সমালোচকের চকচকে মুখখানি প্রতিহিংসার উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

তরুণ অফিসারটি বলল, "আপনার গাড়ী খুঁজে দেব, মাদাম।" রাগে তার গলার স্বর কাঁপছিল। রাগ সে লুকাতে পারছিল না।

মারিয়া নিকোলায়েভনা জবাব দিল, "না, ধন্যবাদ। ও-কাজটা আমার চাকরই করবে।" তারপর আদেশের ভঙ্গীতে ফিসফিস করে বলল, "যেখানে আছেন, সেখানেই থাকুন।" বলেই সানিনকে পিছনে টেনে নিয়ে সে দ্রুত এগিয়ে গেল।

সমালোচকের দিকে ফিরে হঠাৎ ডনহফ্ চেঁচিয়ে উঠল, "জাহান্নামে যাও। আমার পিছনে লেগে রয়েছ কেন?" কারও উপর মনের ঝাল না মিটিয়ে সে পারছিল না।

"*Sehr gut*! *Sehr gut*।" বিড় বিড় করে বলতে বলতে সমালোচক উধাও হয়ে গেল।

মারিয়া নিকোলায়েভনার চাকর অলিন্দে অপেক্ষা করছিল, চক্ষের নিমেষে সে গাড়ী এনে হাজির করল। মারিয়া নিকোলায়েভনা তাড়াতাড়ি গাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল এবং তার পিছু পিছু সানিন লাফিয়ে গাড়ীতে উঠল। শব্দ করে দরজা বন্ধ হল। মারিয়া নিকোলায়েভনা খিল খিল করে হাসিতে ফেটে পড়ল।

"আপনি হাসছেন কেন?"

"কিছু মনে করবেন না।...এখনই মাথায় এল একটা কথা: ধরুন, যদি ডনহফ্ আর একবার আপনার সঙ্গে ডুয়েল লড়ে—আমার জন্য! আশ্চর্য্যের ব্যাপার হবে না কি?"

"আপনি কি ওকে ভালভাবে জানেন?" সানিন জিজ্ঞাসা করল।

"ঐ ছেলেটা? ও আমার খবর-টবর দেওয়া-নেওয়া করে। আপনি চিন্তিত হবেন না!"

"আমি মোটেই চিন্তিত হচ্ছি না।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

"আমি জানি, আপনি চিন্তিত হচ্ছেন না। কিন্তু দেখুন, আপনি এত চমৎকার মানুষ যে, আমি নিশ্চিত জানি আমার শেষ অনুরোধ আপনি প্রত্যাখ্যান করবেন না। ভুলে যাবেন না, আমি তিন দিনের মধ্যেই

প্যারিসে চলে যাচ্ছি, আর আপনিও ফ্রাঙ্কফোর্টে ফিরে যাচ্ছেন। কে জানে আবার কবে দেখা হবে?"

"কী অনুরোধ?"

"আপনি নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চড়তে জানেন?"

"হ্যাঁ, জানি!"

"বেশ, তাহলে আমি আপনাকে কাল সকালে নিয়ে বেরোব। আমরা একসঙ্গে ঘোড়ায় চেপে সহরের বাইরে চলে যাব। আমরা চমৎকার ঘোড়া নেব। ফিরে এসে কাজের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলব—তারপর 'শেষ'! আশ্চর্য্য হবেন না, বলবেন না এটা একটা খেয়াল, বলবেন না আমি পাগল হয়েছি—খুব সম্ভব হয়েছি—শুধু বলুন, 'আমি যাব'।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা সানিনের দিকে মুখ ফেরাল। গাড়ীর ভিতরটা অন্ধকার এবং অন্ধকার বলেই তার চোখ দু'টি আরও উজ্জ্বল হয়ে জ্বলতে লাগল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সানিন বলল, "বেশ, যাব।"

"হায় হায়রে!" খোঁচা দিয়ে বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "আমি জানি কেন আপনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আপনি বলতে চান: যাহা বাহান্ন তাহা তিপ্পান্ন। কিন্তু না, না! আপনাকে সত্যি খুব ভাল লাগে। বড় ভাল লোক আপনি। এই আমি আমার হাতখানা বাড়িয়ে দিচ্ছি, দস্তানা-খোলা হাত, ডান হাত, কারবার করার হাত। ধরুন এই হাত-খানা—বিশ্বাস রাখুন এই হাতে। আমি নিজেই জানি না, কী ধরণের মেয়ে আমি; কিন্তু অন্ততঃ এটুকু বলতে পারি যে আমি সৎ লোক, যার সঙ্গে কারবার করা চলে এমন লোক।"

কী সে করছে তা বুঝবার আগেই সানিন হাতখানা তুলে তার ঠোঁটে ছোঁয়াল। হাতখানা টেনে নিয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা হঠাৎ নীরব হয়ে গেল এবং গাড়ী থামা পর্য্যন্ত একটি কথাও বলল না।

গাড়ী থামলে সে নামবার জন্য উঠে দাঁড়াল। এ কী? এ কি সানিনের কল্পনা, না, সত্যিই সে গালের উপর একটা দ্রুত জ্বলন্ত স্পর্শ অনুভব করল?

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে ফিস ফিস করে মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "আগামী কাল!" সে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সোনার তকমা-আঁটা খাস দারোয়ান বার-ডালওয়ালা বাতিদান ধরে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তারই আলোয় সিঁড়ি আলোকিত হয়ে উঠেছিল। মারিয়া নিকোলায়েভনার চোখদু'টি ছিল নত। "আগামী কাল!"

নিজের ঘরে ফিরে এসে সানিন দেখল, টেবিলের উপর জেম্মার এক-খানা চিঠি রয়েছে। তার প্রথম অনুভূত হল ভয়, কিন্তু এই ভয়কে গোপন করার জন্যই পরক্ষণেই সে খুসী হযে উঠল। মাত্র কযেক ছত্রের চিঠি। যে-কাজে সে এসেছে তার আরম্ভ ভালভাবেই হয়েছে জেনে জেম্মা আনন্দ প্রকাশ করেছে, তাকে ধৈর্য্য ধারণ করতে উপদেশ দিযেছে এবং শেযে লিখেছে বাড়ীব সকলেই ভাল আছে এবং সকলেই আনন্দের সঙ্গে তার ফেরাব পথ চেযে রয়েছে। সানিনেব মনে হল, চিঠিখানিতে আবেগের কিছুটা অভাব। কিন্তু কলম তুলে নিয়ে একখণ্ড কাগজ বের করেই সে কাগজ-কলম দুই-ই ছুঁড়ে ফেলে দিল। "কী লিখব? নিজেই ত কাল ফিরে যাচ্ছি—যথেষ্ট হযেছে, আব থাকা চলে না!"

তৎক্ষণাৎ সে বিছানায শুযে পডল এবং যত তাডাতাডি সম্ভব ঘুমিযে পডার চেষ্টা করল। যদি না-শুযে সে জেগে থাকত, তাহলে নিশ্চযই সে জেম্মার কথা ভাবতে সুরু করত, কিন্তু কেন যেন জেম্মার কথা ভাবতে তার লজ্জা বোধ হল। তার মধ্যে বিবেকের কণ্ঠস্বর জেগে উঠতে লাগল। কিন্তু নিজেকে সে এই বলে বোঝাল যে, আগামী কালই তো সব শেয হযে যাবে এবং এই পেয়ালী মহিলার কাছ থেকে চিরবিদায় নিযে এই সব বাজে ব্যাপার মন থেকে মুছে ফেলবে।...

যাদের চিত্ত দুর্ব্বল তারা যখন নিজেদের কিছু বলে, তখন জোরাল কথা ব্যবহার কবে আনন্দ পায়। *Et puis...cela ne tire pas a consequence !*

সানিন যখন শুতে গেল, তখন তার মনে ভাব ছিল এই; কিন্তু পরদিন ভোরে মারিয়া নিকোলায়েভনা যখন তার চাবুকের প্রবালের তৈরী মাথাওয়ালা হাতল দিয়ে অধীর ভাবে তার দরজায় টোকা দিতে লাগল এবং তার ঘরের দ্বারদেশে এসে দাঁড়াল, তখন সানিনের মনের ভাব কী হল ইতিহাসে তা লেখা নাই। তার পরণে ঘোড়ায় চড়বার গাঢ় নীল পোষাক; সে-পোষাকের প্রান্তভাগ তার বাহুতে জড়ান; তার শিথিল কবরীর উপর একটি ছোট পুরুষের টুপী বসান; একটা গুণ্ঠন ফেলা রয়েছে তার কাঁধের উপর; তার ঠোঁটে, তার চোখে, তার সমস্ত মুখে একটা চ্যালেঞ্জের হাসি।

"আপনি প্রস্তুত ত!" তার কণ্ঠস্বরে খুসীর আমেজ।

সানিন নিঃশব্দে কোটের বোতাম আটকাল ও টুপীটা তুলে নিল। তার দিকে একবার উজ্জ্বলদৃষ্টিতে তাকিয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা মাথা নাড়ল এবং সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে নামতে লাগল। সানিন তার পিছু পিছু দৌড়ে চলল।

হোটেলের প্রবেশদ্বারের সামনে রাস্তার উপর আগে থেকেই ঘোড়াগুলো দাঁড়িয়েছিল। তিনটি ঘোড়া—মারিয়া নিকোলায়েভনার জন্য ঈষৎ হলদে-সোনালী রঙের উঁচু-জাতের একটি মাদী-ঘোড়া, সরু নাসা, কোঁচকান ঠোঁট, উজ্জ্বল কাল চোখ, মদ্দা-হরিণের মত পা, কিছুটা হাড় মোটা, কিন্তু দেখতে চমৎকার, অগ্নিশিখার মত দুরন্ত। সানিনের জন্য একটি জোয়ান, চওড়া বুক, ভারী ঘোড়া—সারা শরীর কাল। তৃতীয়টি সহিসের জন্য। মারিয়া নিকোলায়েভনা আস্তে লাফিয়ে জিনে বসল। ঘুড়ীটি খুর দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল, লেজ বেঁকিয়ে ও পাছা কুঁচকে লাফ দিতে লাগল; কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা (চমৎকার ঘোড়-সওয়ার!) ঠিক বসে রইল। তখনও তার পলোজভের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হয়নি। পলোজভ সেই সনাতন ফেজ মাথায় দিয়ে ও

বোতাম-খোলা ড্রেসিংগাউন পরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং খুব মিহি সুতোর তৈরী একখানা রুমাল নাড়াতে লাগল। কিন্তু তার মুখে হাসির লেশমাত্র ছিল না, ছিল প্রায় ভ্রূকুটির মত একটা ভাব। সানিনও তার ঘোড়ায় উঠে বসল; মারিয়া নিকোলায়েভনা তার চাবুক তুলে পলোজভকে অভিবাদন জানাল এবং সেই চাবুকের আঘাত হানল তার ঘোড়ার বাঁকান সমতল ঘাড়ের উপর। ঘুড়ীটি দুই পায়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, সামনে লাফ দিল, এবং সারা গায়ে কাঁপুনি তুলে লাগামের লোহায় হেঁচকা টান দিতে দিতে এবং দাঁতে ও নাকে শব্দ করতে করতে, গোটা গোটা পদক্ষেপে দ্রুত চলতে সুরু করল। মারিয়া নিকোলায়েভনার দিকে তাকাতে তাকাতে তার পিছন পিছন চলল সানিন। আঁট করে নয়, পরিপাটি করে আংরাখায় ঢাকা মারিয়া নিকোলায়েভনার সুকুমার নমনীয় দেহখানি সহজ, সংশয়হীন লাবণ্যের দোলায় দুলতে লাগল। সে পিছন ফিরে চোখের দৃষ্টিতে ডাকল সানিনকে। সানিন তাকে ধরে ফেলল।

"চমৎকার নয় কি?" সে বলল। "আমাদের ছাড়াছাড়ি হবার আগে আপনাকে জানাতে চাই আপনি প্রাণের বন্ধু—আজকের এ কাজের জন্য আপনি কখনও অনুশোচনা করবেন না।"

কথাগুলো বলে সে কয়েকবার মাথা নাড়ল—যেন কথাগুলোর উপর সে জোর দিতে চায়, কথাগুলোর গুরুত্ব তাকে উপলব্ধি করাতে চায়।

তাকে এত খুসী দেখে সানিন আশ্চর্য্য হয়ে গেল। শিশুরা যখন খুব, খুব খুসী হয় তখন মাঝে মাঝে তাদের মুখের যে-ভাব হয়, মারিয়া নিকোলায়েভনার মুখে সেই ভাব।

সহরের নিকটবর্ত্তী গেটটি পর্য্যন্ত ঘোড়া তাদের হেঁটে হেঁটে চলল, কিন্তু একবার বড় রাস্তায় পড়তেই তারা কদমে চলতে সুরু করল। আবহাওয়া ছিল চমৎকার, রীতিমত গ্রীষ্মের দিন। বাতাস তাদের মুখে এসে লাগতে লাগল, কানের পাশ দিয়ে মধুর শব্দে শাঁ শাঁ করে বয়ে যেতে লাগল। তারা তখন সুখী। যৌবনভরা স্বাস্থ্যভরা জীবনের এবং যেভাবে তারা এগিয়ে চলেছিল তার মুক্ত দ্রুত গতিচ্ছন্দের একটা সচেতন অনুভূতি দু'জনকেই আচ্ছন্ন করে ফেলল, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে তার তীব্রতা

বাড়তে লাগল। মারিয়া নিকোলায়েভনা ঘোড়ার লাগাম টানল, ঘোড়া আবার হাঁটতে লাগল। সানিন তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল।

"আঃ!" এক গভীর আরামের দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বলে উঠল: "শুধু এরই জন্য বেঁচে থাকা সার্থক! যা চাই, অথচ যা অসম্ভব মনে হয়, তাই পাওয়ার জন্যই ত বেঁচে থাকা। আমার পেয়ালা আজ ভরে গেল, আমার হৃদয় আজ ভরে গেল কানায় কানায়!" গলার উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিল সে। "নিজেকে এখন আপনার কি ভাল লোকই না মনে হবে। দেখুন এখন আমি কত দয়ালু! আমার মনে হচ্ছে সারা দুনিয়াকে এখন আমি আলিঙ্গন করতে পারি। না, সারা দুনিয়াকে নয় —'ওকে' আমি আলিঙ্গন করতে পারব না।" রাস্তার পাশে কুঁজো হয়ে চলেছিল এক জীর্ণবাস বৃদ্ধ। তার দিকে চাবুক দিয়ে দেখাল মারিয়া নিকোলায়েভনা। কিন্তু ওকে সুখী করতে আমার আপত্তি নেই।" বলেই সে 'এই—এই নে!' বলে জার্মান ভাষায় চেঁচিয়ে উঠে টাকার থলিটা বৃদ্ধের পায়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ছোট ভারী থলিটা (তখনকার দিনে 'পার্স' বলে কোন জিনিষ ছিল না।) থপ করে রাস্তার উপর পড়ল। বিস্মিত পথচারী থমকে দাঁড়াল, কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা শুধু হাসিতে ফেটে পড়ল এবং ঘোড়া কদমে ছুটিয়ে দিল।

ঘোড়া ছুটিয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনার পাশে এসে সানিন জিজ্ঞাসা করল, "আপনি ঘোড়ায় চড়তে এত ভালবাসেন?"

মারিয়া নিকোলায়েভনা হঠাৎ তার ঘোড়ার লাগাম টানল—থামবার অন্য কোন পদ্ধতি সে মানত না।

"আমি লোকটির কৃতজ্ঞতার হাত থেকে পালিয়ে আসতে চেয়েছিলাম। যে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানায়, সে আমার আনন্দ নষ্ট করে। আমি তো এ কাজ ওর জন্য করিনি, করেছি নিজের জন্য। কী সাহসে আমাকে কৃতজ্ঞতা জানায় ও। আপনি কী বলছিলেন? আমি শুনিনি।"

"আমি জিজ্ঞাসা করছিলাম...আমি জানতে চাইছিলাম আজ আপনার মনে এত স্ফূর্তি কেন?"

"দেখুন!" বলল মারিয়া নিকোলায়েভনা। আবার সে হয় সানিনের

কথা শুনতে পায়নি, না-হয় তার প্রশ্নের জবাব দেওয়া প্রয়োজন মনে করল না। "এই যে সহিস আমাদের পিছু পিছু আসছে—এতে আমার বিরক্তি ধরে গেছে। লোকটা হয়ত সারাক্ষণ ভাবছে, বাবুরা কখন ঘরে ফিরবে...ওর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় কি করে?" চট করে সে পকেট থেকে একখানা ছোট নোটবই বের করল। "একখানা চিঠি দিয়ে আমি ওকে সহরে ফিরে পাঠাব? না, তাতে হবে না। হ্যাঁ, এইবার হয়েছে! সামনে একটা সরাইখানা, না?"

"মনে হচ্ছে।"

"চমৎকার! ওকে বলব যতক্ষণ আমরা ফিরে না আসি ততক্ষণ এখানে থাকতে ও বীয়ার খেতে।"

"কিন্তু ও কী ভাববে?"

"কী আসে যায় আমাদের তাতে! তাছাড়া ও কিছু ভাববেই না; শুধু বীয়ারই খেয়ে যাবে। চলে আসুন, সানিন।" (এই প্রথম সে তার নাম নাম ধবে ডাকল।) "এগিয়ে চলুন! কদমে চলুন!"

সরাইখানায় পৌঁছে মারিয়া নিকোলায়েভনা সহিসকে ডেকে তার ইচ্ছার কথা জানাল। সহিস ছিল জাতিতে ইংবেজ এবং স্বভাবেও তাই। সে নিঃশব্দে টুপীটি স্পর্শ করে জিন থেকে লাফিযে নেমে পড়ল এবং লাগাম ধরে ঘোড়াটিকে নিযে চলল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা বলে উঠল, "এখন আমবা বাতাসেব মত স্বাধীন! আমরা কোথায় যাব? উত্তরে, দক্ষিণে, পুবে, না, পশ্চিমে? চেযে দেখুন, আমি হচ্ছি হাঙ্গেরীর অভিষেকালীন রাজা। (হাতের চাবুক দিয়ে সে চারিদিক দেখাল।) এ সবই আমাদের। না, শুনুন—দেখছেন ঐ কী চমৎকার পাহাড়—আর ঐ অরণ্য? চলুন ওখানেই যাই, ওই পাহাড়েই যাই, ওই পাহাড়েই!"

In die Berge, wo die Freiheit thront!

[পাহাড়ে, যেথায় নেই বাধা নেই মানা!]

বড় রাস্তা ছেড়ে সে একটা সরু অব্যবহৃত পথ ধরে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। মনে হল সত্যিই পথটি পাহাড়ে গেছে। সানিন চলল তার পিছু পিছু।

৪২

বড় রাস্তাটি শীঘ্রই পথে পরিণত হল এবং শেষে একটা খাদের সামনে এসে একেবারেই শেষ হয়ে গেল। সানিন ফিরে যাবার কথা বলল, কিন্তু মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "না, আমি পাহাড়ে যেতে চাই। চলুন, আমরা একেবারে সোজা ঘোড়া ছুটিয়ে দিই।" ঘোড়াকে দিয়ে লাফিয়ে খাদটি পার হওয়াল। সানিনও তাই করল। খাদের পরে এল একটি মাঠ। প্রথমে শুকনো, পরে ভিজে, শেষে প্রায় জলা। সব জায়গাতেই চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল বেরোচ্ছে। ইচ্ছা করেই মারিয়া নিকোলায়েভনা এই জলার ভিতর দিয়ে ঘোড়া চালিয়ে দিল এবং হাসতে হাসতে বলল:

"মনে করা যাক আমরা শিশু!"

সানিনকে সে জিজ্ঞাসা করল, "কাদাজলের ভিতর শিকার করা কেমন আপনি জানেন?"

সানিন উত্তর দিল, "আমি জানি।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা বলতে লাগল, "আমার কাকা কুকুর নিয়ে শিকার করতেন। বসন্তকালে আমি তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যেতাম। চমৎকার! আর এখন আপনি ও আমি কাদাজলের ভিতর শিকার করছি। কিন্তু শুনুন! আপনি রুশ, কিন্তু বিয়ে করতে যাচ্ছেন একজন ইতালীয়ানকে। ও, সে ত আপনারই অসুবিধার কথা। এটা কী? আর একটা খাদ? হুপ্-লা!" ঘোড়া লাফ দিল। মারিয়া নিকোলায়েভনার টুপীটা পড়ে গেল, তার চুলগুলো ঘাড়ের উপর নেমে এল। টুপীটা কুড়িয়ে দেবার জন্য সানিন নামতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় সে চেঁচিয়ে উঠল, "ওটা ধরবেন না! আমি নিজেই ওটা তুলছি!" চাবুকের হাতল দিয়ে গুণ্ঠনের প্রান্তভাগ ধরে সে জিনের উপর নীচু হয়ে পড়ল এবং সত্যিই টুপীটি তুলে নিয়ে মাথায় পরল; চুলগুলো সে টুপীর তলায় গুঁজে দিল না, একটা বুনো চীৎকার দিয়ে বেগে ছুটে চলল। তার পাশাপাশি কদমে ছুটল সানিন, তার পাশাপাশিই লাফিয়ে পার হতে লাগল খানাখন্দ, বেড়া,

নদীনালা ; কখনও ছোট লাফ দিয়ে আঁচড়ে উঠে, কখনও কদমে চড়াই উঠে উৎরাই নেমে সে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল এবং ছুটতে লাগল সারাক্ষণই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে। কী আশ্চর্য্য মুখ—যেন পাপড়ি-খোলা ফুল। লুব্ধ, উজ্জ্বল, বন্য, পূর্ণবিস্ফারিত দুই চোখ ; ঠোঁট দু'টি খোলা—বিস্তারিত নাসা দু'টি ব্যগ্রভাবে বাতাস টেনে নিচ্ছে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে সে, যেন তার ভয়লেশহীন অন্তরাত্মা করায়ত্ত করতে চায় সামনে যা দেখছে সব কিছুই—পৃথিবী, আকাশ, সূর্য্য, এই বাতাস ; এবং যেন শুধুমাত্র একটিই তার দুঃখ—উত্তীর্ণ হবার মত যথেষ্ট বিপদ তার সামনে নেই। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, "সানিন, ব্যুর্গার-এর 'লেনোরে'তে † যেমনটি আছে এ যেন ঠিক তাই। শুধু আপনি মৃত নন, তাই নয় কি ? মৃত নন ? আমি জীবিত !" তার বেপরোয়া পশুপ্রবৃত্তি তখন পূর্ণমাত্রায় জেগে উঠেছে। সে তখন আর কদমে ঘোড়া ছুটিযে চলা বীরাঙ্গনা নয়, তখন সে যেন অর্দ্ধ-দেবতা অর্দ্ধ-জানোয়ার এক তরুণী সেণ্টর * ; শান্তসৌম্য সুবিন্যস্ত পল্লীভূমি স্তব্ধ বিস্ময়ে তার উন্মত্ত লালসালীলা দেখতে লাগল।

অবশেষে মুখে ফেনাওঠা, সর্ব্বাঙ্গে জলকাদামাখা ঘোড়াকে লাগাম টেনে থামিয়ে দিল মারিয়া নিকোলায়েভনা। তার শরীরের ভারে দুলে উঠল ঘোড়া। সানিনের তেজী অথচ ভারী ঘোড়াটিও ঘন ঘন নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল।

উচ্ছ্বসিত আবেগে ফিস ফিস করে মারিয়া নিকোলায়েভনা জিজ্ঞাসা করল, "এই ত আনন্দ, কি বলেন ?"

উৎসাহভরে সানিন জবাব দিল, "হ্যাঁ।" তারও রক্ত তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

"দাঁড়ান, এই সব নয় !" হাত বাড়িয়ে দিল মারিয়া নিকোলায়েভনা। সে-হাতের দস্তানা ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।

† জার্ম্মান কবি অগাষ্ট ব্যুর্গার-এর [১৭৪৭-৯৪] গীতিকাব্য।—অনুবাদক।

* 'সেণ্টর' : গ্রীক পুরাণের অর্দ্ধ-অশ্বাকৃতি দেবযোনি বিশেষ।—অনুবাদক।

"আমি বলেছি, আপনাকে অরণ্যে নিয়ে যাব, পাহাড়ে নিয়ে যাব। ঐ যে অরণ্য, ঐ যে পাহাড়!" হ্যাঁ, ঐ ত পাহাড়। দুই উদ্দাম ঘোড়সওয়ার যেখানে এসে পৌঁছেছিল, তার প্রায় দু'শ গজ দূর থেকেই সুরু হয়েছে দীর্ঘ অরণ্যের মুকুটপরা পাহাড। "চেয়ে দেখুন, ঐ যে পাহাড়ে যাবার রাস্তা। একটু দম নিয়ে নিই, তারপর—আবার এগিয়ে যাব। কিন্তু এবার হেঁটে চলব। ঘোড়াকে বিশ্রাম দিতে হবে।"

তারা এগিয়ে চলল। একটি প্রবল ঝাঁকুনিতে চুলগুলো পিছনে ফেলে দিল মারিয়া নিকোলায়েভনা। তারপর দস্তানার দিকে তাকিয়ে খুলে ফেলল সে দু'টি। "আমার হাতে চামড়ার গন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু তাতে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?"

মারিয়া নিকোলায়েভনা হাসল, সানিনও হাসল। এই প্রচণ্ড অশ্বারোহন যেন তাদের অন্তরঙ্গতাকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে, তাদের যেন বন্ধু করে তুলেছে।

"আপনার বয়স কত?" হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল মারিয়া নিকোলায়েভনা।

"বাইশ।"

"সত্যি? আমার বয়সও বাইশ। চমৎকার বয়স। দু'জনের বয়স যোগ করলেও বার্দ্ধক্য থেকে অনেক দূরে থাকবে। কিন্তু কী গরম! বলুন ত, আমাকে কি লাল দেখাচ্ছে?"

"পপীফুলের মত লাল।" .

মারিয়া নিকোলায়েভনা রুমাল দিয়ে মুখখানা মুছে ফেলল।

"একবার অরণ্যে গিয়ে পৌঁছতে পারলে হয়—সেখানে ঠাণ্ডা। প্রাচীন, বৃদ্ধ অরণ্য প্রাচীন বন্ধুর মতই! আচ্ছা, আপনার কোন বন্ধু আছে?"

একটু চুপ করে ভেবে নিল সানিন। "হ্যাঁ...তবে বেশী নেই। সত্যিকারের বন্ধু কেউ নেই।"

"আমার সত্যিকারের বন্ধুরা আছে, কিন্তু তারা বৃদ্ধ নয়। এই তো রয়েছে আমার ঘুড়ী—ও আমার ভাল বন্ধু। দেখুন, কেমন সন্তর্পণে ও আমাকে বয়ে নিয়ে এল। আঃ, এ জায়গাটা কি চমৎকার! সত্যিই কি আমি পরশু প্যারিস যাচ্ছি?"

"সত্যিই যাচ্ছেন ?"—প্রতিধ্বনির মত বলল সানিন।

"আর আপনি ফ্রাঙ্কফোর্টে যাচ্ছেন ?"

"নিশ্চয়ই আমি ফ্রাঙ্কফোর্ট যাচ্ছি!"

"তা বেশ। আপনার শুভ কামনা করি! কিন্তু আজকের দিনটা আমাদের—আমাদের!"

— — —

ঘোড়া দু'টি অরণ্যের প্রান্তদেশে এসে পৌঁছাল, তারপর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে চারিপাশ থেকে বিশাল ছায়া নিবিড় স্নেহের মত তাদের ঘিরে ধরল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা বলে উঠল, "এই তো স্বর্গ। আসুন সানিন, আমরা ছায়ার আরও গভীরে ঢুকি।"

ঈষৎ হেলতে দুলতে হেলতে দুলতে এবং সশব্দে শ্বাস ফেলতে ফেলতে ঘোড়া দুটো পথ খুঁজে খুঁজে 'ছায়ার আরও গভীরে' ঢুকতে লাগল। পথটা হঠাৎ বাঁক ফিরে একটু সঙ্কীর্ণ পাহাড়ী-পথে পরিণত হয়েছে। হীথার, ফার্ণ, রেজিনের গন্ধের সঙ্গে ভিজে মাটি ও গত বছরের পচা পাতার গন্ধ মিশেছে এবং সেই মিশ্রিত গন্ধ ঘন, অলস আবহাওয়ায় থমকে রয়েছে। বড় বড় হলদে রঙের পাহাড়ের ফাটলের মধ্য থেকে তীব্র ঠাণ্ডা আসছিল। পথের দু'ধারে সবুজ শ্যাওলায় ঢাকা ছোট ছোট গোল গোল ঢিবি।

"থামুন"! চেঁচিয়ে বলে উঠল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "এই ভেলভেটের গদীর উপর বসে আমি বিশ্রাম করতে চাই। আমাকে নামতে সাহায্য করুন।"

জিন থেকে লাফিয়ে নেমে সানিন দৌড়ে তার কাছে গেল। সানিনের কাঁধে ভর দিয়ে সে চট করে নেমে পড়ল এবং শ্যাওলাধরা একটা উঁচু পাথরের উপর বসল। দু'টি ঘোড়ারই লাগাম ধরে সানিন তার সামনে দাঁড়িয়ে রইল।

মারিয়া নিকোলায়েভনা সানিনের মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল। "কেমন করে ভুলে যেতে হয় জানেন, সানিন ?"

আগের দিন গাড়ীর মধ্যে যা ঘটেছিল তা সানিনের মনে পড়ল। সে পাল্টা প্রশ্ন করল, "এ কি প্রশ্ন, না, তিরস্কার?"

"আমি জীবনে কাউকে তিরস্কার করিনি। আপনি কি যাদুতে বিশ্বাস করেন?"

"তার মানে?"

"যাদু। আপনি ত জানেন, আমাদের গানে, রুশ লোকগাথায় কিসের কথা আছে?"

"ও, আপনি তার কথা বলতে চাইছেন!"—টেনে টেনে বলল সানিন।

"হ্যাঁ, আমি যাদু বিশ্বাস করি—আর আপনিও একদিন করবেন।"

"যাদু!" আবার বলল সানিন, "সবই সম্ভব। আগে যাদুতে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু এখন করি। আমি আর নিজেকে চিনি না।"

মনে হল মারিয়া নিকোলায়েভনা কি যেন ভাবছে, সে পিছন দিকে তাকাল।

"যে করেই হোক, জায়গাটি আমার চেনা। ঐ বিরাট ওক গাছটার পিছনে তাকিয়ে দেখুন ত সানিন—ওখানে একটা লাল কাঠের ক্রশ আছে?"

ঐ দিকে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সানিন বলল, "হ্যাঁ, আছে।"

নিঃশব্দে হেসে উঠল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "চমৎকার! আমরা কোথায় এসেছি তা আমি জানি। ও কিসের শব্দ—কাঠুরে?"

ঝোপের ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখে সানিন বলল, "হ্যাঁ, কে যেন শুকনো ডাল কাটছে।"

মারিয়া নিকোলায়েভনা বলল, "চুলটা ঠিক করে নিই। নয়ত আমাকে দেখবে ও নানা কথা ভাবতে সুরু করবে।" সে টুপী খুলে ফেলল এবং নীরবে দীর্ঘ কবরী আবার বাঁধতে লাগল; সে-নীরবতার মধ্যে ছিল একটা আত্মমর্য্যাদার ভাব। তার পোষাকের ভাঁজে ভাঁজে এখানে-ওখানে গুচ্ছ গুচ্ছ শ্যাওলা লেগে ছিল, এবং সেই পোষাকের অন্ধকার ভাঁজগুলির নীচে তার লাবণ্যময় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেখা যাচ্ছিল।

সানিনের পিছনে একটি ঘোড়া হঠাৎ মাথাটা নাড়তেই সানিন অজ্ঞাতসারেই

লাফিয়ে উঠল, তার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত কাঁপতে লাগল। তার মধ্যে তখন একটা তুমুল তোলপাড় চলেছে; তার স্নায়ুগুলো তখন বেহালার তারের মত টান টান হয়ে রয়েছে। যখন সে বলেছিল, আর সে নিজেকে চেনে না, তখন সে মিথ্যা বলেনি। সত্যিই সে যেন সম্মোহিত হয়ে গেছে। একটি বিষয়, একটি চিন্তা, একটি কামনায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে তার সমগ্র অস্তিত্ব। মারিয়া নিকোলায়েভনা সন্ধানীদৃষ্টিতে একবার তার দিকে তাকাল।

শেষে টুপীটি আবার মাথায় দিয়ে সে বলল, "এইবার অনেকটা হয়েছে। আপনি বসছেন না কেন? এখানে! না, এক মিনিট দাঁড়ান—বসবেন না। ওকি?"

একটা গুম গুম আওয়াজে গাছের মাথার উপরকার আকাশ কেঁপে উঠল।

"বাজ নাকি?"

"তাই ত মনে হয়।" উত্তর দিল সানিন।

"এযে সত্যিকারের ছুটির দিন—সত্যিকারেব ছুটি! এইটেই হল একেবারে মোক্ষম!" গুম গুম আওয়াজ আবার শোনা গেল, তীব্রতর হল এই আওয়াজ, তারপব একটা প্রতিধ্বনিত চাপা গর্জ্জনে মিলিয়ে গেল। "বাহবা! *Bis* [আবার]। মনে পড়ে, গতকাল 'ইনিদের' কথা বলেছিলাম? 'তারা'ও অরণ্যে ঝড়ে আটকা পড়েছিল। কিন্তু আমাদের কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।" দ্রুতপায়ে সে উঠে দাঁড়াল। "আমার ঘোড়াটা কাছে নিয়ে আসুন। আপনার হাতখানা দিন। ওতেই হবে। আমি খুব ভারী নই।"

পাখীর মত দ্রুত সে জিনের উপর লাফিয়ে উঠে বসল। সানিনও তার ঘোড়ায় চেপে বসল।

"আপনি কি বাড়ী যাচ্ছেন?" অনিশ্চিতভাবে জিজ্ঞাসা করল সানিন।

"বাড়ী?" হাতের মুঠোর লাগাম টেনে নিতে নিতে প্রতিধ্বনির মত বলে উঠল মারিয়া নিকোলায়েভনা। "আমার পিছু পিছু আসুন।"—প্রায় রূঢ়ভাবেই আদেশ দিল সে।

পথ ধরে, লাল ক্রুশটির পাশ দিয়ে, ঘোড়াকে চালিয়ে নিয়ে চলল সে। সমতলে নেমে চৌমাথা পর্য্যন্ত গিয়ে ডাইনে ফিরে আবার পাহাড়ে উঠতে লাগল। পথটি ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করতে লাগল, স্পষ্টই বোঝা গেল এ পথ তার সুপরিচিত। সে কোন কথা বলছিল না, একবারও পিছন ফিরে তাকাল না, গর্কোদ্ধত ভঙ্গীতে এগিয়েই চলল, আর সানিন দীন অনুগতের মত তাকে অনুসরণ করতে লাগল। ধক ধক করছিল তার বুক এবং সে-বুকের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির একটি স্ফুলিঙ্গও আর অবশিষ্ট ছিল না। ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়তে সুরু করল; মারিয়া নিকোলায়েভনা তার ঘোড়াকে জোরে চালাল এবং সানিনও পিছনে পড়ে রইল না। অবশেষে গাঢ় সবুজ কচি ফারগাছ-গুলির ভিতর দিয়ে তার চোখে পড়ল, একটা ধূসর ঝুলপাহাড়ের কোলে দেওয়ালে নীচু করে চাঁচের বেড়ার দরজা আঁটা একখানি দীনহীন কুঁড়ে ঘর। পায়ের কাছের ঝোপ জঙ্গল মাড়িয়ে ঘোড়া এগিয়ে নিয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা কুঁড়ের দরজাটির ঠিক সামনে এসে নেমে পড়ল। ফিস ফিস করে সে ডাকল "ইনিস?"

চার ঘণ্টা পরে মারিয়া নিকোলায়েভনা ও সানিন ওয়াইজবাদেনে ফিরে এল, ফিরে এল হোটেলে। ঘোড়ার পিঠে বসে ঝিমোতে ঝিমোতে তাদের সঙ্গে ফিরল সহিস। মঁসিয়ে পলোজভ দেওয়ানজীর কাছে লেখা চিঠিখানি নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করল; স্ত্রীকে সে ভালভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, কেমন একটি অসন্তোষের ভাব ফুটে উঠল তার মুখে। সে বিড় বিড় করে বলল, "তুমি কি বলতে চাও আমি হেরে গেছি?"

উত্তরে মারিয়া নিকোলায়েভনা একটু কাঁধ ঝাঁকাল।

ঐ দিনই দু'ঘণ্টা পরে সানিন তার নিজের ঘরে দাঁড়াল মারিয়া নিকোলায়েভনার সামনে—সর্ব্বস্ব খুইয়ে সে তখন শেষ হয়ে গেছে, ধ্বংস হয়ে গেছে তার সব কিছু।

মারিয়া নিকোলায়েভনা তাকে জিজ্ঞাসা করল, "কোথায় যাচ্ছেন আপনি? প্যারিসে না ফ্রাঙ্কফোর্টে?"

"আপনি যেখানে যাবেন আমিও সেখানেই যাব, আপনি যেখানে থাকবেন আমিও সেখানেই থাকব—যতদিন না পর্য্যন্ত আপনি আমাকে তাড়িয়ে দেন।" মরিয়া হয়ে উত্তর দিল সানিন; তারপর নতজানু হয়ে তার হাত দু'খানা নিয়ে নিজের ঠোঁটে চেপে ধরল। হাত দু'খানি ছাড়িয়ে নিয়ে মারিয়া নিকোলায়েভনা সানিনের মাথার উপর রাখল—তারপর হঠাৎ দশটি আঙুল দিয়ে তার চুলগুলি মুঠো করে ধরল। সানিনের অবাধ্য চুলগুলির মধ্যে ধীরে ধীরে আঙুল চালাতে চালাতে এবং মাঝে মাঝে চুলগুলি টেনে ধরতে ধরতে সে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তার দু'খানি ঠোঁটে বিজয়িনীর বাঁকা হাসি ফুটে উঠল; সঙ্গে সঙ্গে উজ্জ্বলতার প্রখরতায় প্রায় সাদা তার পূর্ণউন্মীলিত দুই চোখে যা ফুটে উঠল তা নির্ম্মম শূন্যতা ও জয়ের পরিতৃপ্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। শিকারে ধরে-আনা পাখীর দেহে বাজপাখী যখন তার নখ বসিয়ে দেয়, তখন এমনই হয় তার চোখ দু'টি।

৪৩

পড়বার ঘরের নিস্তব্ধতার মধ্যে কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে যখন সানিন একটি গার্নেট-ক্রশ পেল, তখন এই কথাগুলিই মনে পড়ল সানিনের। তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়ে স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয়ে পর পর ভেসে যেতে লাগল এইমাত্র-বলা ঘটনাগুলি। কিন্তু মনের পর্দায় যখন ভেসে উঠল মাদাম পলোজভার কাছে সেই অপমানকর প্রার্থনার ছবিটি, তার পদপ্রান্তে নতজানু হবার সেই মুহূর্ত্তটি, তার দাসত্বের সূচনার মুহূর্ত্তটি—তখন সেই স্মৃতি-ছবিগুলো থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নিল, সেই স্মৃতি আর জাগিয়ে তোলা অসহ্য মনে হল তার কাছে। সে সব কথা যে তার স্মৃতিতে ছিল না তা নয়, মোটেই তা নয়। ঐ মুহূর্ত্তটির পর থেকে কী ঘটেছিল তা তার মনে ছিল। খুব ভালভাবেই মনে ছিল। কিন্তু আজও, এত বছর

পরেও সে কথা মনে পড়লে লজ্জায় তার শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। এই স্মৃতিকে যদি সে ঘুম পাড়িয়ে না রাখে, তবে এক দুর্দ্দমনীয় আত্মধিক্কারের অনুভূতি প্রচণ্ড এক ঢেউয়ের মত অন্য সমস্ত অনুভূতিকে ডুবিয়ে দিয়ে তার উপর দিয়ে বয়ে যাবে—এই ছিল তার ভয়। জেম্মাকে সে যে দীন, অশ্রুসিক্ত, মিথ্যা, করুণ চিঠি পাঠিয়েছিল এবং যে-চিঠির জবাব আসেনি, আজ তার মনে পড়ল সেই চিঠির কথা। এতখানি প্রবঞ্চনা, এতখানি বিশ্বাস-ঘাতকতার পর তার কাছে ফিরে যাওয়া, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ান —না না, ঠিক তাকে বাধা দেবার মত বিবেক ও সম্মানবোধ বুঝি তখনও তার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। তা ছাড়া সমস্ত আত্মবিশ্বাস, সমস্ত আত্মসম্মান সে হারিয়ে বসে ছিল। কোন কিছুর জবাবদিহি করার সাহস পর্য্যন্ত তার ছিল না। সানিনের মনে পড়ল—ওঃ কী লজ্জা! কী লজ্জা! —কেমন করে পলোজভের চাকরকে সে ফ্রাঙ্কফোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছিল তার জিনিষপত্র আনতে, সে ভয়ে কী রকম অস্থির হয়ে পড়েছিল, কেমন করে একমাত্র চিন্তা হচ্ছিল প্যারিসে পৌঁছান, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যারিসে পৌঁছান। কেমন করে মারিয়া নিকোলায়েভনার আদেশে সে ইপ্পোলিত সিরোদিচের অনুগ্রহভাজন হবার চেষ্টা করেছিল, মিটমাট করতে হয়েছিল সেই ফন ডনহফের সঙ্গে যার আঙ্গুলে সে দেখতে পেয়েছিল ঠিক তেমনই একটি লোহার আংটি যেমনটি মারিয়া নিকোলায়েভনা তাকেও দিয়েছিল। তারপরকার স্মৃতি আরও কুশ্রী, আরও লজ্জার। ওয়েটার তার হাতে এনে দিয়েছিল একখানি ভিজিটিং-কার্ড, তার উপর লেখা ছিল: পান্তালিওন চিপ্পাতোলা, মহামান্য মোদেনার ডিউকের সভাগায়ক। বৃদ্ধের সঙ্গে যাতে তার দেখা না হয় সে জন্য সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়িয়েছিল, কিন্তু হোটেলের বারান্দায় তার সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়া সে এড়াতে পারেনি। উপরের দিকে কোঁকড়ান সাদা চুলের তলায় তার সে ক্রুদ্ধ মুখখানি আজও সে চোখের উপর দেখতে পাচ্ছে। সেই প্রাচীন চোখদু'টি জলন্ত অঙ্গারের মত জ্বলছিল, সানিনের কানে আসছিল তার তর্জ্জন, চীৎকার ও অভিশাপ। এই কথাগুলি সে বলতে পেয়েছিল: *'Maledizione! Codardo! Infame traditore!* [ঘৃণ্য!

কাপুরুষ! কুখ্যাত বিশ্বাসঘাতক!]" স্মৃতির দংশনযন্ত্রণা থেকে আত্ম-রক্ষার জন্য সানিন এদিক-ওদিক করতে লাগল, মাথা ঝাঁকাল, পালাবার পথ খুঁজতে লাগল বার বার, কিন্তু এখনও যে সে চোখের সামনে নিজেকে একখানা ভ্রমণের গাড়ীর সামনের সরু বেঞ্চির উপর বসে-থাকা অবস্থায় দেখতে পাচ্ছে। আরামপ্রদ পিছনের আসনটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে মারিয়া নিকোলায়েভনা ও ইপ্পোলিত সিদোরিচ—ওয়াইজ-বাদেনের রাস্তা দিযে চারটি ঘোড়া দৃঢ় পদক্ষেপে ছুটে চলেছে প্যারিসের দিকে, প্যারিসের দিকে! ইপ্পোলিত সিদোরিচ একটা ন্যাসপাতি খাচ্ছে, সানিন তার খোসা ছাড়িয়ে দিযেছে, আর মারিযা নিকোলায়েভনা সানিনের দিকে তাকিয়ে রযেছে; তার মুখে সেই হাসি যে-হাসির সঙ্গে পদানত সানিন ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়ে উঠেছে—এ-হাসি মালিকের হাসি, সর্ব্বশক্তিমান শাসকের হাসি।

কিন্তু হায় ভগবান! সহরের উপকণ্ঠের কাছেই ঐ যে রাস্তাব কোণে দাঁডিয়ে রযেছে, ও কি আবার সেই পান্তালিওন? সঙ্গে ও কে? এমিলিও নাকি? হাঁ, সেই তো। সেই উৎসাহী, তার একদা-অনুরাগী বালক! এই সেদিনও তার কাঁচা হৃদয়টি তার বীরের, তার আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধায় বিস্মযে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল; আর আজ সেই মলিন সুন্দর মুখখানি—এত সুন্দর যে মারিযা নিকোলাযেভনা তা লক্ষ্য করল এবং গাড়ীর জানালা দিযে বাইরে মুখ বাড়াল—এই উদার মহৎ মুখখানি এখন রাগে ও ঘৃণায় ভরে উঠেছে। ওর চোখদু'টি—ঠিক তার [জেম্মার] মত—অগ্নিদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিযে আছে, ঠোঁট দু'টি শক্ত করে চেপে ধরা. শুধু অপমানকর কথা বলার জন্য মাঝে মাঝে খুলে যাচ্ছে।...

ঐ যে পান্তালিওন হাত নেড়ে সানিনকে দেখিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে কাকে? তার্তাগ্লিযাকে—পান্তালিওনের পাশেই দাঁড়িযে সানিনের দিকে তাকিযে ঘেউ ঘেউ করে ডাকছে তার্তাগ্লিয়া। সৎ কুকুরের এই ডাকের মধ্যেই রয়েছে অসহ্য অপমান।...উঃ!

তারপর—প্যারিসের জীবন—আর সেই সব অপমান, সেই সব জঘন্য যন্ত্রণা যা শুধু সেই ক্রীতদাসদের ভাগ্যেই জোটে, যাদের ঈর্ষা করবার,

নালিশ জানাবার কোন অধিকার নেই এবং শেষকালে যাদের একপাশে ফেলে দেওয়া হয় ব্যবহার-করা দস্তানার মত।

তারপর দেশে ফিরে আসা—বিষাক্ত, বিধ্বস্ত জীবন, তুচ্ছ দুশ্চিন্তা, তুচ্ছ উদ্বেগ, তিক্ত নিষ্ফল অনুশোচনা এবং সমান তিক্ত ও সমান নিষ্ফল বিস্মৃতি—তার শাস্তি প্রায় চোখের অদৃশ্য, স্পর্শের অতীত; কিন্তু এ-শাস্তির বোঝা অবিশ্রাম প্রতি মুহূর্ত্তে তাকে বইতে হচ্ছে; এ যেন এক তীব্রতাহীন স্তিমিত কিন্তু অবিরাম যন্ত্রণা; বিপুল, গণনাতীত ঋণের বোঝার এক এক পয়সা করে পরিশোধ।...

তার পাত্র পূর্ণ হয়েছে—যথেষ্ট!

জেম্মা তাকে যে ছোট্ট ক্রশটি দিয়েছিল সেটি কেমন করে এতদিন টি*কে রইল, কেন সে সেটি তখন ফেরৎ দেয়নি, ঠিক এই মুহূর্ত্তটির আগে পর্য্যন্ত কেন সেটি কোনদিন তার চোখে পড়েনি? সে অনেকক্ষণ ধরে চিন্তায় ডুবে রইল এবং এত বছরের অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও সে বুঝতে পারল না, যে-নারীকে সে কোনদিন ভালবাসেনি তার জন্য কেমন করে সে জেম্মাকে ছাড়তে পারল—যে-জেম্মাকে সে এতদিন প্রাণমন দিয়ে ভালবেসেছিল। পরদিন সে যখন বন্ধুদের ও পরিচিতদের জানাল যে সে বিদেশে যাচ্ছে, তারা তখন বিস্মিত হয়ে গেল।

অভিজাত সমাজ স্তম্ভিত হয়ে গেল। সবেমাত্র সানিন একটি চমৎকার বাড়ী ভাড়া করে সাজিয়ে নিয়েছে এবং ইতালীয়ান অপেরার মরশুমের জন্য টিকিট কিনেছে—যে-মরশুমে মাদাম পাত্তি—হ্যাঁ, স্বয়ং মাদাম পাত্তি—নামছে। এমনই সময় শীতকালের ঠিক মাঝখানে সে পিতার্সবুর্গ ছেড়ে যাচ্চে। বন্ধুরা ও পরিচিতরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। কিন্তু অন্যের ব্যাপার নিয়ে বেশীদিন মাথা ঘামান মানুষের স্বভাব নয়, তাই সানিন যখন বিদেশ-যাত্রা করল তখন মাত্র একটি লোক তাকে স্টেশনে বিদায় দিতে গিয়েছিল। সে হচ্চে একজন ফরাসী দর্জ্জি—সে গিয়েছিল একটা বাকী টাকা আদায়ের আশায়, *pour un saute-en-barque en velours noir,*

tout a fait chic [কাল ভেলভেটের তৈরী খুব কেতাদুরস্ত একটা নেভী শার্টের জন্য]।

৪৪

সানিন বন্ধুদের বলেছিল, সে বিদেশে যাচ্ছে; কিন্তু ঠিক কোথায় যাচ্ছে তা বলেনি। সে যে সোজা ফ্রাঙ্কফোর্টে যাচ্ছিল, তা পাঠক সহজেই অনুমান করতে পারছেন। তখন সর্ব্বত্র রেল হয়ে যাওয়ায় পিতার্সবুর্গ ছাড়ার তিন দিনের মধ্যেই সে সেখানে পৌঁছে গেল। ১৮৪০ সালের পর সে আর এখানে আসেনি। 'শ্বেত মরাল' হোটেলটি এখনও আছে এবং আগেকার জায়গাতেই আছে, এবং এখন আর প্রথম শ্রেণীর হোটেল বলে গণ্য হয না। ফ্রাঙ্কফোর্টের প্রধান রাস্তা 'ৎসাইল' প্রায় ঠিক আগের মতই আছে, কিন্তু মাদাম রোসেল্লির বাড়ীটিব কোন চিহ্ন নেই; যে-রাস্তাব উপর মিষ্টান্নের দোকানটি ছিল সে-রাস্তারই কোন চিহ্ন নেই। যে-রাস্তাগুলি একদিন তার এত পরিচিত ছিল, সেই সব রাস্তা দিযে সানিন আচ্ছন্নের মত ঘুরে বেড়াতে লাগল, কিন্তু চিনতে পারার মত কিছুই আব তার চোখে পডল না। পুবানো বাডীগুলি আর নেই, সেখানে এখন বড় বড় রাস্তা এবং সেই রাস্তার দু'ধাবে বড বড বাড়ী ও জমকাল বাগানবাডীর নিরবচ্ছিন্ন সারি। জেম্মাকে সে যেখানে প্রথম প্রেম নিবেদন করেছিল, সেই পাবলিক পার্কটির গাছ ও ঝোপগুলো এত বড ও ঘন হয়েছে যে, সানিন ভাবল এইটিই সেই পুরানো পার্ক কিনা। সে এখন কী করবে? কোথায়, কেমন করে খোঁজ করবে? তিরিশ বছর কেটে গেছে। যে-কাজ করবে বলে বেরিযেছিল সে-কাজ বড সোজা নয়। যতই জিজ্ঞাসাবাদ করুক না কেন, কেউ রোসেল্লি নামটি পর্য্যন্ত শোনেনি। হোটেলের মালিক পরামর্শ দিল সাধারণ পাঠাগারে খোঁজ করতে। সে বলল, সেখানে পুবানো খবরের কাগজগুলো পাওযা যাবে। কিন্তু তা দিয়ে এ ব্যাপারে কি সাহায্য হবে সে তা বলতে পারল না। মরিয়া হয়ে সানিন হের ক্লুবারের কথা জিজ্ঞাসা করল। এ নামটি হোটেল-

মালিকের সুপরিচিত, কিন্তু এখানেও সানিন ব্যর্থ হল। এই পরিচ্ছন্ন পরিপাটি দোকানদারটি নিজের চেষ্টায় পুঁজিপতিদের পর্য্যায়ে উঠেছিল। কারবারে দারুণ লোকসান খেয়ে সে দেউলে হয়ে যায়, এবং জেলে তার মৃত্যু হয়। এ সংবাদে অবশ্য সানিনের এতটুকু কষ্ট হল না। সানিনের যখন কেবল মনে হতে সুরু করেছে যে সে অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করছে এবং এ চেষ্টার কোন ফল হবে না, তখন একদিন একখানা ফ্রাঙ্কফোর্ট-ডাই-রেক্টরীর পাতা ওলটাতে ওলটাতে সে একটি নাম দেখতে পেল—ফন ডনহফ্, মেজরের পদ নিয়ে অবসরপ্রাপ্ত (*Major v. D.*)। তৎক্ষণাৎ সে একখানি গাড়ী নিয়ে রওনা হল—যদিও কেন এই ফন ডনহফই সেই ফন ডনহফ্ হবে এবং যদি হয়ও তবু কেন সে তাকে রোসেল্লি পরিবারের সব কথা বলতে পারবে, কেউ জিজ্ঞাসা করলে সানিন সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারত না। কিন্তু ডুবন্ত মানুষ একটু কুটো ধরেও বাঁচার চেষ্টা করে।

সানিন অবসরপ্রাপ্ত মেজরকে বাড়ীতেই পেল, সঙ্গে সঙ্গেই পুরানো শত্রুকে চিনল। তার চুল তখন সাদা হয়ে যাচ্ছে। ফন ডনহফও তাকে চিনল, এমনকি তাকে দেখে খুসীও হল; কারণ সানিনকে দেখে তার নিজের যৌবনের কথা, যৌবনের যত নষ্টামি-দুষ্টামির কথা মনে পড়ল। তার কাছে সানিন শুনল, বহুদিন হল রোসেল্লি পরিবার আমেরিকায়, নিউ ইয়র্কে স্থায়ীভাবে বাস করছে, জেম্মা একজন ব্যবসায়ীকে বিবাহ করেছে। কথাপ্রসঙ্গে ফন ডনহফেব মনে পড়ে গেল জেম্মার স্বামীকে সে চেনে, এবং সম্ভবতঃ তার ঠিকানাও জানা আছে। কারণ নিজেও সে একজন ব্যবসায়ী এবং আমেরিকার সঙ্গে প্রচুর ব্যবসা সে করে থাকে। সানিন তার ঠিকানাটি খুঁজে বের করার অনুরোধ জানালে ফন ডনহফ্ খুঁজতেই জেম্মার স্বামীর ঠিকানাটা পেয়ে গেল। সানিনের সে কী আনন্দ! মিঃ জেরেমি স্লোকুম, ৫০১ ব্রডওয়ে, নিউ ইয়র্ক। কিন্তু ঠিকানাটির তারিখ ১৮৬৩ সালের।

ফন ডনহফ্ বলল, "আশা করা যায় আমাদের প্রাক্তনী ফ্রাঙ্কফোর্ট-সুন্দরী এখনও বেঁচে আছেন এবং নিউ ইয়র্ক ছেড়ে যাননি।" তারপর

গলা খাট করে বলল, "ভাল কথা, সেই রুশ মহিলা, সেই যিনি তখন কিছুদিন ওয়াইজবাদেনে এসেছিলেন, সেই মাদাম ফন বো···ফন বজোলভ ···তিনি কি এখনও বেঁচে আছেন?"

সানিন বলল: "না, অনেকদিন মারা গেছেন।"

ফন ডনহফ্ মুখ তুলে চাইল। দেখল, সানিন ফিরে দাঁড়িয়েছে এবং তার চোখে ভ্রূকুটি। দ্বিতীয় বাক্য ব্যয় না করে ফন ডনহফ্ সেখান থেকে চলে গেল।

— —

সেই দিনই সানিন নিউ ইয়র্কের মিসেস জেম্মা স্লোকুমকে একখানি পত্র লিখল। সে লিখল যে, ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে সে পত্র লিখছে এবং সেখানে তার আসার একমাত্র উদ্দেশ্য তার সন্ধান খুঁজে বার করা। তার কাছ থেকে এ চিঠির উত্তর আশা করার সামান্যতম অধিকার থেকেও যে সে নিজেকে বঞ্চিত করেছে, একথা সে ভালভাবেই জানে। সে লিখল, তার [জেম্মার] মার্জ্জনা পাবাব যোগ্যতা অর্জ্জনের মত কিছুই সে করেনি এবং আজ সে শুধু এই আশা করে যে তার [জেম্মার] বর্ত্তমান সুখের পবিবেশেব মধ্যে অনেক আগেই সে তার অস্তিত্বটুকুও ভুলে গিয়েছে। সে আরও লিখল যে, কোন একটা আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত অতীত তার স্মৃতির পটে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে জেগে ওঠায় আজ তাকে নিজের কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য সে সঙ্কল্প করেছে। সে তাকে নিজের জীবনের কথা জানাল: সঙ্গিহীন, আনন্দহীন—স্ত্রী নেই, শিশু নেই। কেন সে এই চিঠি লিখছে তা বোঝার জন্য সে মিনতি জানাল। যে তীব্র তিক্ত অপরাধের অনুভূতিকে সে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমাহীন যন্ত্রণায় বহন করছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তা থেকে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়। সে যে 'নতুন জগতে' গেছে, সেখানে তাব নিজের ও তার জীবনযাত্রার যত সামান্যই হোক না কেন কিছু সংবাদ দিয়ে যেন সে সানিনকে জীবনে একটু আনন্দ দেয়। সানিন চিঠি শেষ করল এই বলে: "মাত্র একটি কথাও যদি তুমি আমাকে লেখ, তবে এমন একটি ভাল কাজ তুমি করবে যা তোমার মহান হৃদয়েরই উপযুক্ত এবং যার জন্য জীবনের শেষদিন

পর্য্যন্ত আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। আমি 'শ্বেত মরালে' (কথা দুইটির নীচে সে দাগ দিল।) আছি এবং বসন্তকাল পর্য্যন্ত এখানে তোমার উত্তরের অপেক্ষায় থাকব।"

চিঠিখানি ডাকে দিয়ে সে প্রতীক্ষা করতে লাগল। পুরা ছয়টি সপ্তাহ সে হোটেলে ছিল। কদাচিৎ ঘর থেকে বেরোত এবং কখনও কারো সঙ্গে দেখা করত না। রুশিয়া থেকে অথবা অন্য কোন জায়গা থেকে তাকে চিঠি লেখাব কেউ ছিল না। এতে তার খুবই সুবিধা। যদি তার নামে কোন চিঠি আসে, তবে আগে থাকতেই সে জানতে পারবে এই সেই আকাঙ্ক্ষিত চিঠি। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত সে পড়াশুনা করত: সাময়িক পত্রিকা নয়, বড় বড় গ্রন্থ, ইতিহাসের বই। এই অবিশ্রাম পড়াশুনা, নিঃশব্দতা, সন্ন্যাসীর মত নিরালা জীবন—বর্ত্তমান অবস্থায় ঠিক এরই তার প্রয়োজন ছিল। আর এর জন্য শুধু জেম্মার কাছেই সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সে কি বেঁচে আছে, না, মারা গেছে? সে কি উত্তর দেবে?

অবশেষে তার নামে আমেরিকান ডাকটিকিট-মারা একখানা চিঠি এল নিউ ইয়র্ক থেকে। খামের উপর লেখাটা মনে হল ইংবেজী। লেখাটা সে চিনতে পারল না, এবং ব্যথায় তার বুকটা মোচড দিয়ে উঠল। খামখানা তৎক্ষণাৎ খুলবে কিনা, সে মনঃস্থির করতে পারল না। যখন খুলল তখন প্রথমেই তাকাল স্বাক্ষরটির দিকে—'জেম্মা'। তার দু'চোখ জলে ভরে এল। সে যে পদবী বাদ দিয়ে শুধু নামটি সই করেছে তাতেই সানিনের মনে হল, তাদের মিটমাট হযে গেছে, জেম্মা তাকে ক্ষমা করেছে। সানিন ঈষৎ হলদে রঙের চিঠির কাগজখানার ভাঁজ খুলল। চিঠির ভিতর থেকে একখানা ফোটোগ্রাফ পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি সেখানা কুড়িয়ে নিয়ে দেখতেই সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল—এ. যে স্বযং জেম্মা, জীবন্ত জেম্মা, ত্রিশ বছর আগে যেমনটি তাকে দেখেছিল ঠিক তেমনটি, তেমনই কচি, তেমনই কাঁচা। সেই একই চোখ, সেই একই ঠোঁট, সেই একই ধাঁচের মুখ। ফোটোগ্রাফটির অপর পিঠে এই কথাগুলি লেখা: "আমার মেয়ে মারিয়ানা।" চিঠিখানিই অত্যন্ত সহজ ও স্নেহপূর্ণ। সে যে

দ্বিধা না করে তাকে চিঠি লিখেছে এবং তার পরে এখনও বিশ্বাস রেখেছে সেজন্য জেম্মা তাকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। সে অবশ্য তার কাছ থেকে গোপন করেনি যে, সানিনের পালিয়ে যাবার পর তার দুঃসময় গিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছে যে সে চিরকাল তাব সঙ্গে দেখা হওয়াকে সৌভাগ্য বলেই মনে করেছে এবং এখনও করে, কারণ তার সঙ্গে দেখা হওয়ার ফলেই তাকে হের ক্লুবারের স্ত্রী হতে হয়নি, এবং সেইজন্যই, এই দেখা হওয়াই, পরোক্ষভাবে হলেও, বর্ত্তমান স্বামীর সঙ্গে তার বিয়ের জন্য দায়ী এবং সাতাশ বছর ধরে স্বামীর সঙ্গে সে পরিপূর্ণ সুখ, সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বাস করছে। সমস্ত নিউ ইয়র্ক সহরই তাদেব বাড়ী চেনে। জেম্মা সানিনকে জানিয়েছে যে তার পাঁচটি সন্তান—চারটি ছেলে, একটি আঠার বছরের মেয়ে। মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই মেয়েরই ফোটোগ্রাফ সে পাঠিয়েছে, কারণ সকলেই বলে সে নাকি একেবারে তার মার মত দেখতে। ফ্রাউ লিনোরে নিউ ইয়র্কে মারা গেছেন। তিনি মেয়ে-জামাইযের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি ছেলেমেয়েদের সুখী দেখে এবং নাতিনাতনীদের আদর করার সুখ উপভোগ করে গেছেন। পান্তালিওনও আমেরিকায আসতে চেযেছিল, কিন্তু ফ্রাঙ্কফোর্ট ছাড়ার সময় করে ওঠাব আগেই তার মৃত্যু হয়। "আর এমিলিও, সেই প্রাণাধিক, অতুলনীয এমিলিও—মহান গারিবল্ডি-পরিচালিত 'এক হাজারেব' একজন হযে দেশেব স্বাধীনতার জন্য সিসিলিতে সে পরম গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু বরণ করেছে। প্রিয়তম ভ্রাতার মৃত্যুতে আমরা গভীর শোকে অভিভূত হযে পড়েছিলাম, কিন্তু চোখের জল ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য গর্ব্বও অনুভব করেছি, আমরা চিরদিনই তার জন্য গর্ব্ববোধ করব, চিরদিন তার পবিত্র স্মৃতিকে বহন করব। তার মহান, নিঃস্বার্থ প্রাণ শহীদের মুকুটেরই যোগ্য।" তারপর, সানিনের জীবন এমনভাবে নষ্ট হয়ে গেছে জেনে জেম্মা দুঃখ প্রকাশ করেছে, তার জন্য কামনা করেছে সর্ব্বোপরি শান্তি ও মানসিক প্রশান্তি; লিখেছে, তার সঙ্গে আবার যদি দেখা হয়, তবে সে খুব খুসী হবে, যদিও সে বুঝছে এই দেখা হওয়া অসম্ভব।

এই চিঠি পড়ে সানিনের মনের কি ভাব হল তা বর্ণনা করার চেষ্টা আমরা করব না। এই ধরণের আবেগের বর্ণনা দেবার মত সন্তোষজনক কথা পাওয়া যায় না—কথার সাধ্য কি এই আবেগের গভীরতা, শক্তি ও অন্তঃশীলতাকে ব্যক্ত করে। একমাত্র সঙ্গীতেই তার অভিব্যক্তি সম্ভব।

সঙ্গে সঙ্গেই সানিন চিঠির উত্তর দিল এবং ভাবী কনেকে একটি উপহার পাঠাল—একটি চমৎকার মুক্তার হারে বসান একটি গার্ণেট-ক্রশ। উপরে লিখল: "মারিয়ানা স্লোকুমকে একজন অজানা বন্ধুর উপহার।" যদিও এ উপহার অসম্ভব দামী, তবু এতে সে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল না। তার ফ্রাঙ্কফোর্টে প্রথমবার যাবার পর থেকে যে ত্রিশ বছর কেটে গেছে, সেই সময়ের মধ্যে সে প্রচুর টাকা জমাতে পেরেছে। মে মাসের প্রথম দিকে সে পিতার্সবুর্গে ফিরে এল, কিন্তু সম্ভবতঃ বেশী দিনের জন্য নয়। গুজব শোনা যাচ্ছে, সে তার সমস্ত জমিদারী বিক্রী করে দিয়ে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে।

বাদেন-বাদেন, ১৮৭১

